চিঠি

শ্রীসুশীল কুমার গুপ্ত

সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৫

প্রকাশক—শ্রীসুশীল কুমার গুপ্ত
৩১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণ চন্দ্র দে
মেটকাফ্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৪নং মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্নেহময়ি

মা,

তোমার দীন সন্তানগণ আজ তোমার বড় আদরের চিঠিগুলি গুছাইয়া আনিয়াছে। তুমি স্বর্গ হইতে চাহিয়া দেখ—এ তোমারই জিনিস, তোমার ছেলেমেয়েদের হাতে দেও, আশীর্ব্বাদ কর যেন তাহারা এসব কথা পড়িয়া ভাবিয়া উন্নত আদর্শে জীবন গঠন করিতে পারে।

'মায়ের ছেলে'

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

১৩৩৫

নিবেদন

সন্ন্যাসী দাদার চিঠিগুলি তাঁহার বন্ধুরা ভালবাসেন—পড়িতে চান। হাতে লিখিয়া লওয়া সহজ নয় তাই তাঁদের অনুরোধে ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলাম। ভক্তিভাজন শ্রীচুনীলাল সান্যাল প্রমুখ কলিকাতা ও মফঃস্বলের কয়েকজন বন্ধু মিলিতভাবে এই কার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন—আমি এঁদের প্রতিনিধি মাত্র।

অনেক চিঠিই প্রশ্নের উত্তররূপে লেখা; আর কতকগুলি ব্যক্তিগত ভাবে লেখা। ব্যক্তির নাম বা অবান্তর কথাগুলি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। সকল চিঠিই সুন্দর—তবু মনে হয় তাঁহার বন্ধুগণ এবং মায়েরা তাঁদের ভালবাসার চোখে চিঠিগুলি যত আদরণীয় মনে করিবেন অপরে তাহা করিবেন না। যাঁহাদের জীবনের সঙ্গে তাঁহার অনেক দিনের একটা গভীর যোগ আছে পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষেই এ চিঠিগুলি দরকার হইবে, তাই এগুলি সর্ব্বসাধারণের জন্য নহে।

এগুলি চিঠি—প্রবন্ধ নহে। প্রবন্ধ সকল দিক দেখিয়া অনেক বিচার করিয়া লেখা হয়; প্রশ্নের উত্তরে বা ব্যক্তিগত বিষয়ে অবস্থাবিশেষে যতটুকু লেখা আবশ্যক, যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁহার সাধন-প্রণালী যেরূপ সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই ভাবেই চিঠি লেখা। যে কোন অধিকারী চিঠির বিষয়গুলিকে

আপন আপন অধিকারের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সমস্তের মধ্য দিয়া একটা অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখিতে পাওয়া যাইবে। সাধারণ দৃষ্টিতে সমস্ত তত্ত্বের ভিতরকার একটা সামঞ্জস্য উপলব্ধি করা সহজ না হইলেও যাঁহারা তাঁহার মনের ভাব এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে সুপরিচিত তাঁহাদের পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। একই বিষয়ের বা একই ভাবের ভিন্ন ভিন্ন চিঠিগুলিকে একস্থানে সাজাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহাতে স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে।

আমি ভাই-বোনদের সহায়তায় এই কাজে হাত দিতে পারিয়াছি। বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এই গ্রন্থখানির সম্পাদনকার্য্যে আগাগোড়া পরম উৎসাহে অক্লান্তভাবে সাহায্য করিয়াছেন। প্রচ্ছদপটের ছবিখানি শ্রীমান সুহৃদের উপহার—তাহার বন্ধু শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের অঙ্কিত। শিল্পীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যাঁহারা আগ্রহসহকারে প্রত্যেকটী লেখা পিপাসিতের ন্যায় পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করেন তাঁদের আনন্দই আমাদিগকে পুরস্কৃত ও ধন্য করুক।

স্বর্গীয়া মা আগ্রায় তাঁহার জীবদ্দশায় কত আগ্রহে ও যত্ন সহকারে বহু চিঠি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেকগুলি চিঠি তাঁহারই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাকেই লেখা। কীটদষ্ট অবস্থায় সেই লেখাগুলি ডাক্তার বাগচী মহাশয়ের বাটী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সেগুলি পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের এ প্রকাশ

করার চেষ্টা সম্ভবপর হইল। মা বাঁচিয়া থাকিতে চিঠিগুলির কিছু কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আজ তিনি এই ছাপান চিঠি দেখিয়া কত আনন্দ করিতেন! জানি, বুঝি তিনি সব দেখিতেছেন তবু মন মানে না—আজ কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁকে স্মরণ করি প্রণাম করি, এই কাজে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রর্থনা করি।

বিনীত
শ্রীসুশীল কুমার গুপ্ত

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৩৫

ভালবাসা ও সেবা

ওঁ

দার্জ্জিলিং

১১।৪।২৫

মা,

তোমরা আমার যে কত আদরের মা তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। তোমরা কে তাহা হয়ত তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ। তোমরা যে আমার জগন্মাতার বিলাস-বিভূতি—আমি এই মার ভিতর দিয়া সেই মাকে দেখিতে, সেই মার ধ্যান করিতে, সেই মার পূজা করিতে ভালবাসি। আমি মানুষকে ভালবাসি না, ভালবাসি আমার ভগবানকে—তিনি ছাড়া যে আমার আর কেহ নাই। তোমরা যে যতটা তাঁহার হইবে, তোমাদের দেখিলে যে পরিমাণে তাঁহার কথা মনে হইবে, তোমরা আমার ততটা আপনার হইবে। আমি দেখিব তাঁহাকে—যাহার ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইব, তাহাকেও তাঁহার মূর্ত্তিভাবে ভালবাসিব; আমি শুনিব তাঁহারই কথা—যাহার গলার আওয়াজের ভিতর দিয়া তাঁহার মধুর স্বর শুনা যাইবে তাহাকেও তাঁহার মূর্ত্তি মনে করিয়া ভক্তি করিব; আমি ধ্যান করিব

শুধু তাঁহার—তবে যাহার ধ্যান, যাহার চিন্তা, তাঁহার ধ্যানের সহায় হইবে, তাঁহার কথা মনে করাইয়া দিবে, সে আমার হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে পারিবে। তাঁহাকে ছাড়া অন্যের অস্তিত্ব আমি ভুলিয়া যাইতে চাই। আমি চাই 'একমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'কে অনুভব করিতে। আমার সাধনা 'যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্', 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি'। একভাবে আমি অনাসক্ত সন্ন্যাসী, অন্যভাবে আমি ঘোর সংসারী। লোকের থাকে এক মা, একটি ঘর। আমার মা জগতের সব স্ত্রীজাতি। আমার ঘর জগতের প্রত্যেকের বাড়ী। আমার বাড়ীটা একটু বড় হইয়াছে এইমাত্র। আমার ভগবান গুণাতীত, সর্ব্বশক্তিমান ও স্বতন্ত্র। যেমন তাঁহার ভক্তের নিকট তিনি অতি পরাধীন—খেলার সামগ্রী 'ভক্ত মোর কণ্ঠহার ভক্ত মোর প্রাণ, আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান', আমিও তেমনি সন্ন্যাসী হইয়াও আমার মাদের, ভাই-বোনদের প্রেমে বশীভূত—প্রেমের কাঙাল হইতে—হইয়া থাকিতে ভালবাসি। এবার তোমরা আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছ, তোমাদের দেখিয়া তোমাদের পাইয়া আমি যেন তোমাদের ভিতর দিয়া আমার সেই মাকে অনেকখানি পাইয়াছিলাম। তোমরা তাঁহার জীয়ন্ত বিগ্রহ হইতে চেষ্টা কর—আমি তোমাদের ভিতর দিয়া আমার জগন্মাতার আদ্যাশক্তির পূজা করিব। তোমাদের কথা খুব মনে হয়, তোমাদের কথা যেন একটুও ভুলিতে পারিতেছি না।

ভাগ্যে তোমরা আমাকে আসিতে দিয়াছ—নতুবা আমি বোধ হয় আসিতে পারিতাম না। আমি আমার মাদের কথার কখন অবাধ্য হইতে পারি না। তোমরা কখনও আমার কোন কাজে বাধা দাও না, আমার মায়েরা চিরদিন আমার কর্ত্তব্য পালনেব সহায়; তাহাদের কৃপায়ই ত আমার ভিতর দিয়া ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভের চেষ্টা করে। আমি হতে চাই আমার আসল মার হাতের একটী বাজনা। তিনি যখন যে তালে যে সুরে এ যন্ত্রটী বাজাইবেন ঠিক সেই তালে সেই সুরে ইহা বাজিয়া উঠিবে। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ইহার আর কোন কাজ থাকিবে না। তোমরা নিশ্চয়ই আমার এবাসনা পূর্ণ করিতে সাহায্য করিবে, কি বল? আমি কাহার পূজা করি জান ত? আমি পূজা করি আমার প্রেমময়ী, আনন্দময়ী, মঙ্গলময়ী মায়ের। প্রেম দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। প্রেম কোথায় জান ত? যেখানে ঈর্ষ্যা-দ্বেষ নাই, যেখানে স্বার্থপরতা নাই, যেখানে সবই পরের—পরমাত্মার জন্য—'যাঁহা নাহি নিজ সুখ অনুরোধ' 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম'। জগতে এক আনন্দময় ছাড়া আর কেহ বা কিছু নাই। ভেদভাব আনে অজ্ঞানতা, ভেদভাব আনে অহঙ্কার, ভেদভাব আনে স্বার্থপরতা। প্রেম সেই ভেদভাব নাশ করিয়া সকলের ভিতরেই যে সেই এক, এই মহান সত্য প্রকাশ করিতে চায়। প্রেম দেখাইতে চায় যে জগতে শুধু একটী শরীর, একটী মন, একটী আত্মা, তাই প্রেম

প্রেমাস্পদের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া এক হইতে চায়—মিলিয়া মিশিয়া আছে, পৃথক হইতে পারে না, হয় না এই মহান সত্য অনুভব করিতে চেষ্টা করে। প্রেম সেই আনন্দময়ের আনন্দ-বিভূতি—আনন্দধাম হইতে আসে, সেই আনন্দধামে নিয়ে যাবার জন্য, সে দেশের সবই যে পরকীয় পরমাত্মা-সম্বন্ধীয়। ছেলেকে কোলে করিয়া মনে করিও বালগোপালকে কোলে করিয়াছ, মেয়েকে আদর করিবার সময় মনে করিও সেই কুমারী ভগবতীকে আদর করিতেছ, স্বামীর স্বরের ভিতর দিয়া সেই 'কালার মোহন বাঁশী'র আওয়াজ শুনিতে চেষ্টা করিও, সকলের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার ধ্যান করিতে, তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা করিও —তোমাদের সাধন-ভজন পরকীয় হইয়া যাইবে। গোপীরা কাত্যায়নীপূজা করিয়া বস্ত্রহরণের পর এই পরকীয় ভাব আস্বাদ করিয়াছিল। কাত্যায়নীপূজা দ্বারা নিজ নিজ অন্তরে সেই দেবীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বস্ত্রহরণের পর এই পরকীয় ভাব আস্বাদ করিয়াছিল। কাত্যায়নীপূজা দ্বারা নিজের ভিতরে সেই দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বোধন করাইয়া স্বরূপ-দর্শনের অধিকারী হইয়াছিল। তারপরে কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় তাহাদের পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই চারিখানা কাপড়—চারিটী আবরণ দূর হইয়া গিয়াছিল। স্থূল ও সূক্ষ্মের ভিতরে বৈখরী, সূক্ষ্ম ও কারণের ভিতরে মধ্যমা, কারণ ও জীবাত্মার

ভিতরে পশ্যন্তী এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিতরে পরা আবরণ দূর হওয়ায় তখন তাহারা সর্ব্বভূতে কৃষ্ণচন্দ্রের দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ও আস্বাদের অধিকার লাভ করিয়াছিল। তখন ভগবানের রাসলীলা সর্ব্বভূতে, প্রতি পরমাণুতে পুরুষপ্রকৃতির খেলা সেই আদি যুগের লীলা-বিভূতি দর্শন করা এত সহজ হইয়াছিল। 'রূপে ভরল দিঠি' গানটা স্মরণ কর। তোমাদের সবই যেন সেই ভগবানের জন্য হয় এই আশীর্ব্বাদ করি। তিনি সর্ব্বত্র, সকলের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখা, তাঁহার সেবা করা, তাঁহার ধ্যান করা হইবে হিন্দুদের সাধনা—'যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পূজনম্'। আমাদের মা যে বিশ্বমূর্ত্তি—'নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বমূর্ত্তে' বলিয়া যে মায়ের নমস্কার করিতে হয়। 'বিশ্বনাথ বিশ্বরূপ বিশ্বজীব-বিগ্রহ' বলিয়া যে আমরা ভগবানের স্তব পড়ি। তোমরা আরও পবিত্র হও, আরও সুন্দর হও, আরও মধুর হও। তোমাদের দেখিলে, তোমাদের কথা শুনিলে, তোমাদের কথা ভাবিলেই আমার সেই মায়ের কথা মনে পড়ে। তোমরা হও আমার সেই ভগবতীর জীয়ন্ত বিগ্রহ—আমি যেন তোমাদের ভিতর দিয়া আমার ভগবানের পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। মনে থাকে যেন তোমাদের কিন্তু সব বিষয়ে খুব ভাল না হইলে আমার চলিবে না। আমার মাকে কেহ মন্দ বলিবে, আমার মায়ের ভিতরে কেহ কোন দোষ দেখাইবে ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তোমাদের ভিতরের ময়লা,

তোমাদের কাজে ভুল বোঝা কিন্তু আমার প্রাণে ভয়ানক আঘাত করিবে মনে থাকে যেন।

যে ছেলে তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আর কিছু চায় না, তাকে কি তোমরা কখনও কষ্ট দিতে পারিবে? আমি যদি তোমাদের প্রকৃত ছেলে হই, আমি যদি আমার মাকে প্রকৃত ভালবাসি, তবে যে তোমাদের কোনরূপ অন্যায় কাজ করিবার শক্তি থাকিবে না— তবে নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভাল হইতে, খাঁটি মা হইতে, প্রকৃত দেবী হইতে প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তোমরা কি সুখে থাকিয়া সকলকে সুখী করিয়া আমাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে না? আমার কি মনে হয় জান? আমার একান্ত বিশ্বাস আমার সব মাদের, আমার সব ভাই-বোনদের, এক কথায় আমার সব প্রিয়জনদের আমি আমার ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। তারা সব এখন আমার ভগবানের হইয়াছে। তোমরা সব তাঁহার না হইলে যে আমি তোমাদের কাছে যাইতে পারি না। আমার ভগবান কে তাহা জান ত? যিনি না হইলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, যিনি আমাদের সকল সত্তার, জ্ঞানের ও আনন্দের মূলাধার— মূল প্রস্রবণ; তাঁহার রূপের ছায়া লইয়া এই ফুল এই আকাশ এত সুন্দর; তাঁহার প্রেমের কণা নিয়া এই মা এই ছেলেমেয়ে এত মধুর, তাঁহার জ্ঞানের কণা নিয়া নিউটন, সক্রেটিস্ এত জ্ঞানী। জগৎ যাঁহার লীলা-বিভূতি, জীবদেহ যাঁহার জীয়ন্ত

বিগ্রহ, যিনি 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ যদেষ অন্তরতমঃ আত্মা'—যিনি আমার অন্তরাত্মা, যিনি আমার আত্মা হইতেও প্রিয়, যাঁহাকে পাইলে আর কিছু পাবার বাকী থাকে না, যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানার বাকী থাকে না—'যৎ জ্ঞাত্বা ন পুনর্জ্ঞানং, যৎ ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ তৎ ব্রহ্মেত্যবধারয়'। আমরা বেঁচে আছি শুধু তিনি আছেন বলিয়া। যাহারা বাঁচিয়া থাকিতে চায়, যাহারা বাঁচিতে চায়, যাহারা আনন্দে থাকিতে ও আনন্দ দিতে চায়, তাহারা জানে না যে তাহারা আমার সেই প্রাণারামকেই খুজিতেছে এই মাত্র পার্থক্য। আমি নাস্তিক বলিয়া কাহাকেও মানি না। যে বিজ্ঞান মানে, বৈজ্ঞানিক বিধান মতে চলে তাহার যে আর নাস্তিক হইবার অধিকার থাকে না। আমি সাধনা কাহাকে বলি জান ত ? যাহা দ্বারা সরল সহজ স্বাভাবিকভাবে সেই সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের পূর্ণানুভূতি হইতে পারে, যাহা আমার সাত্ত্বিকভাবের জ্ঞানানন্দের বিকাশের সহায় তাহা হইল আমার সাধনা। দরজা খুলে দেওয়া আমার সাধনা—তাঁহার প্রেমসূর্য্যের তেজ দ্বারা, জ্যোতি দ্বারা সব পরিপ্লাবিত করিয়া দেওয়া আমার ভগবানের সাধনা। আমার সাধনা যেমন তাঁহাকে পাওয়ার জন্য, তাঁহার সাধনাও তেমন আমাকে তাঁহার আনন্দ-সাগরে ডুবাইয়া তন্ময় করিবার জন্য। এই উভয়ের সাধনা যখন পূর্ণ হইবে, তখন আমরা মধুর হইব, জগৎ মধুর হইবে,

তখনই দেখিবে—মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—চারিদিকে আনন্দই আনন্দ ! বুঝিতে চেষ্টা কর যে তোমরা তাঁহার পরম আপনার জন। তাঁহার উপর সমস্ত ভার দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হইতে চেষ্টা কর। তিনি যে আনন্দময় মঙ্গলময়, তিনি যে তোমাদের তাঁহার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে কত ব্যস্ত তাহা তখন অনুভব করিতে পারিবে। তিনি আমাদের জন্য ব্যস্ত, আমাদের না হইলে তাঁহার চলে না এটা অনুভব হইলে আর কি চাই বল ত ?

আমার এ চিঠি যে আমার সকল মাকে লেখা হইল এটা যেন মনে থাকে। আমি যে মায়ের পূজা করি তিনি যে আমার সকল মায়ের ভিতরে—আমায় কিন্তু এ সকল মায়ের ভিতর দিয়া আমার সেই এক মাকে অনুভব করিতে হইবে। তোমরা সকলে এক না হইলে, এক মন, এক প্রাণ, এক আত্মা না হইলে যে আমার চলিবে না। এক যে আছ তাহা ভুলিয়া গিয়াছ, সেটা আবার তোমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। আমার প্রকৃত মা হইতে হইলে তোমাদের পরস্পর আপনাদের ভিতর যাহাতে বেশ একটা সদ্ভাব থাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমি দেখিতে চাই তোমরা সকলে মিলিয়া একজন হয়েছ। আমাদের যেতে হবে সেই একের দেশে, পেতে হবে সেই একেকে 'একো বহূনাম্ যো বিদধাতি কামান্' সেই 'শান্তং শিবং সুন্দরম্' 'আনন্দরূপমমৃতম্',

সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' হইবে আমাদের সকলের লক্ষ্য। সেখানে যে কোনরূপ ভেদভাব থাকিতে পারে না। তথায় 'নাই ভেদাভেদ, আনন্দ-খেদ, নাই তৃষ্ণা কি ক্ষুধার জ্বালা' সেখানে কেবল আনন্দই যে আনন্দ। নিজেদের ভিতরে আর সব ভেদভাব দূর করিয়া, সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়া, সকলের ভিতরে সেই এককে দেখিয়া, সকলের ভিতর দিয়া সেই একের সেবা করিয়া সেই একের দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমরা যে সে দেশের লোক, 'যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখ রে, তুমি মানে আমি বই আর কিছু নাই রে' সেই দেশই যে তোমাদের প্রকৃত বাসস্থান। এদেশ যে শুধু দুই দিনের জন্য, এদেশ যে শুধু সে দেশেরই একটা ছায়া মাত্র তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। ভগবানে সব ভার ছেড়ে দিয়ে তোমরা সকলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হয়ে যাও। যাহাতে তোমরা তোমাদের সেই প্রকৃত স্বদেশে—নিজেদের সেই আনন্দধামে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে বা কৈলাস-ধামে যাবার উপযুক্ত হতে পার, সেদেশে থাকিবার মত হইতে পার অর্থাৎ তাঁহার ঠিক মনের মত হইতে পার তাহার চেষ্টা কর। দেহ মন প্রাণের সব ভাব-গুলিকে ঠিক সে দেশের উপযুক্ত করিতে হইবে। মনে কোনও রূপ ঈর্ষ্যাদ্বেষ থাকিলে চলিবে না, ঠিক খাঁটি সোনা হইতে হইবে।

তোমরা হইবে এক একটী অতি সুন্দর গোলাপ ফুল। তোমাদের উৎসর্গ করিয়া দিব আমি আমার জগন্মাতার পাদপদ্মে, তোমরা তাঁহার শোভা বর্দ্ধন করিবে—নিজ নিজ জীবন সার্থক করিবে। তোমাদের দেখিয়া জগৎ ধন্য হইবে। এই ভাবেই ত মা-বাপের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্যেক ছেলে মা বাপের শ্রাদ্ধ করিবে, মা-বাপকে ভগবৎ-দর্শন করাইয়া দিবে। মা-বাপের দেহ মন প্রাণ আত্মারূপ-পিণ্ডকে সেই গদাধরের বিষ্ণু ভগবানের পাদ-পদ্মে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে। শ্রাদ্ধ করিয়াছিল ধ্রুব, যখন সে মাকে ভগবৎদর্শন করাইয়া দিয়াছিল; শ্রাদ্ধ করিয়াছিল ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ। আমার যে কতকগুলি খাঁটি মার দরকার—তোমরা কি আমাকে সাহায্য করিবে না? ছেলের প্রাণের অভাব পূরণ করা যে মায়ের কাজ। আশা করি তোমরা 'তোমাদের এ ছেলের আব্দার নিশ্চয়ই শুনিবে। আমাদের ভগবান আনন্দময়, তাই নিজেরা আনন্দে থাকিয়া সকলকে আনন্দে রাখিয়া আনন্দ দিয়া আনন্দময়ের পূজা করিতে হয়। আমাদের এই জগৎ আসিয়াছে আনন্দময় হইতে, জগৎ স্থির রহিয়াছে আনন্দময়ে, আবার লয় হইবে সেই আনন্দস্বরূপে। আমরা সকলেই যে সেই আনন্দময়ীর সন্তান। আমরা আনন্দ ছাড়া আর কিছু জানি না, আর কিছু মানি না। পাপ, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, অসুর, সয়তানের অস্তিত্ব আমরা মানিব না। ইহারা অভাবাত্মক, ইহাদের পারমার্থিক

সত্তা নাই, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা আছে বটে, তবে তাহারও উৎপত্তি আমাদের অজ্ঞানে, আমাদের অজ্ঞানজনিত সংস্কারে। প্রকৃত জ্ঞানের ব্রহ্মানুভূতির অভাবেই ইহাদের উৎপত্তি, অজ্ঞানেই ইহাদের স্থিতি, জ্ঞানের উদয়েই ইহারা লোপ পায়। 'ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় কায়া আঁধারে'। প্রকৃত ভক্ত-হৃদয়ে ইহাদের স্থান নাই, ইহারা বাস করে অজ্ঞানের মস্তিষ্কে, অবিশ্বাসীর হৃদয়ে। আতর সৃষ্টি হয়েছে নাকে দিবার জন্য, বুদ্ধির দোষে চোখে দিয়াই ত আমরা যাতনার সৃষ্টি করি। ফল না কাটিয়া হাত কাটি বলিয়াই ত আমরা দুঃখের সৃষ্টি করি। জিনিসের অসদ্ব্যবহারেই ত অসতের অসৎজনিত দুঃখ-কষ্টের উৎপত্তি। আমাদের সেই আনন্দ-ধামে, অপ্রাকৃত গোলকধামে আমরা নিরানন্দকে দুঃখ-কষ্টকে প্রবেশ করিতে দিব না। আমাদের সেই জ্যোতির দেশে অন্ধকার থাকিবে কি করিয়া? চৈতন্যের দেশে সবই যে চৈতন্যময়, আনন্দধামের সবই যে আনন্দে ভরপুর, তোমরা আনন্দময়ীর অংশ, মা আনন্দময়ী তোমাদের ভিতর অধিষ্ঠিতা, একটু তাঁহাকে জাগাইয়া তোল, তোমাদের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য? একদিন তোমাদের হুঙ্কারে মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত হইয়াছিল। এখন আবার একবার জাগ; একটু উঠ, একটু স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হও। তোমাদের ভিতর দিয়া সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, বোধন করিয়া,

আমরা আর একটীবার তোমাদের ভিতর দিয়া সেই মহাদেবীর পূজা করি। উপরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, নীচে ছেলের শুভাকাঙ্ক্ষা আর তার সঙ্গে তোমাদের চেষ্টা—এই তিনটী এক হলে নিশ্চয়ই তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। ছেলেরা যেন তোমাদের ভিতর দিয়া জগন্মাতার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। তোমরা শাক্ত, মা আদ্যাশক্তি ভগবতীর সন্তান, তোমাদের ভিতর অতটা ভাবনা চিন্তা দুর্ব্বলতা শোভা পায় না। না হয় লেগেছে গায় একটু ময়লা, না হয় করেছ একটু বিচারে ভুল, সেজন্য চিন্তা কি? মা যে আমাদের ক্ষমার আধার; একবার মার দিকে চেয়ে দেখ, মা যে দুবাহু প্রসারিত করে তাঁর সন্তানগণকে ডাকিতেছেন। ঝাঁপ দিয়া পড় মা বলিয়া—মা নিশ্চয়ই কোলে করিবেন। মার কোল যে ছেলের জন্য সর্ব্বত্র প্রসারিত। গায়ে ময়লা থাকে মা নিজে পরিষ্কার করিয়া লইবেন। বড় ছেলে, বুদ্ধিমান ছেলে হইতে গিয়াই তো আমাদের যত বিপদ। ওগো বড় হওয়া, পণ্ডিত হওয়া, ধার্ম্মিক হওয়া, মনে করার মত বোকামি জগতে যে আর কিছুই নাই। আমি হতে চাই অতি ছোট ছেলে; মার সঙ্গে কথা বলিব সহজ সরল মাতৃভাষায়, থাকিব সদা মায়ের আঁচল ধরিয়া—আমি যে মাকে ছাড়িয়া থাকি না, থাকিতে পারি না, বাঁচিতে পারি না। আমার জীবনে তাই যে আর পণ্ডিত হওয়া, বড় হওয়া, গুরু হওয়া হইল না।……আমরা কিছুই জানি না, ভাবিয়া চিন্তিয়া

কিছুই করিতে পারি না। অথচ ভাবি আমরাই সব করিতেছি, সব করিতে পারি। নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞতার মত অজ্ঞতা জগতে আর খুব কমই আছে।······আমি এতটা বোকা হইতে প্রস্তুত নই।······ছেড়ে দেও সব মায়ের উপরে, হয়ে যাও সবে মায়ের হাতের পুতুল, মা যখন যে তালে নাচাবেন, সেই তালে নাচিয়াই সুখী হইতে চেষ্টা কর। আমাদের মত মূর্খ ছেলেদের একমাত্র সম্বল মায়ের কৃপা, মার বাৎসল্য ভাব—আমি মাকে ভুলিতে পারি, ভুলিয়া থাকি, মা যে আমাকে ভুলিতে পারেন না। মা যে আমাকে দূরে রাখিতে পারেন না। আমার মার যে আমি অতি আদরের ধন, আমি না হইলে যে আমার মায়ের চলে না—এটাই ত আমার জীবনের পরম সার তত্ত্ব। মাকে কাতর প্রাণে মা বলিয়া ডাক—পাপ তাপ সব দূরে পলায়ন করিবে—আনন্দে মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিবে। যাহা হয়ে গিয়েছে তাহা যেতে দাও। 'নিরাশার কথা, পরাজয়-বারতা, হেথা কেহ কিছু বলো না, শুধু আগে চল আগে চল, দুখ রবে না, ভুলে যা ভাই অতীতের সব বেদনা'। একবার মা আদ্যাশক্তির শক্তিতে গর্জ্জন করিয়া উঠ—মায়ের কৃপায় সব পাপ, তাপ, বাসনা, কামনা, সংস্কার যে পালাবার রাস্তাও খুঁজিয়া পাইবে না। মা থাকিতে ভয় কিসের বলত? মায়ের হাতে অসি-মুণ্ড দেখিয়া ভয় পাইও না—ওখানে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা বাঘের সন্তান—বাঘ দেখিয়া ভয় পাই না। মায়ের হাতের ওসব অস্ত্র ছেলেকে ভয় দেখাইবার জন্য

নয়, ছেলে রক্ষার জন্য। ও সব অস্থরদের জন্ত, মার ছেলের শত্রুদের জন্য। কামাদি রিপুগণ পাছে মার ছেলের অনিষ্ট করে, মাকে পাছে ভুলাইয়া দেয়—এইজন্য রিপুনাশিনী, অস্থরঘাতিনী মার হাতে ও সব অস্ত্র-শস্ত্র। ছেলেদের জন্য মার হাতে শুধু বর ও অভয়। মাকে মা বলিয়া ডাক, মার ছেলে মেয়েদের ভাই-বোন জানিয়া ভাই-বোন ভাবিয়া বুকের কাছে টানিয়া নাও, দেখিবে আনন্দে প্রাণ ভরিয়া উঠিবে। মৃত প্রাণে নব বল সঞ্চারিত হইবে। 'একবার তোঁরা মা বলিয়া ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক'। আমার অভিধানে পাপ তাপ কষ্ট নাই, হতাশ ভাব আসিবে মা-মরা ছেলেদের প্রাণে—আমাদের মা আছেন যখন তখন আর আমাদের চিন্তা কিসের বল ত? মা চিরদিন সাহায্য করিতে ব্যস্ত—মায়ের ছেলের আশীর্ব্বাদের বিরাম নাই, দরকার একটু নিজেকে নিজের আশীর্ব্বাদ করার—কৃপা চাই নিজের উপর নিজের, আর সব ঠিক আছে—মার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দরজা খোল, মার সূর্য্যকিরণ ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ঘরখানিকে মার তেজে আলোকে সৌন্দর্য্যে পরিপ্লাবিত করিয়া দিবে—**Heaven helps those who help themselves**—নিজের ভিতরে মা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনীরূপে নিদ্রিতা, তাঁহাকে একটু মা মা বলিয়া ডাকিয়া জাগাইয়া তোল, তখন নিজের ভিতরে মার শক্তি যে ভাবে ফুটিয়া বাহির হইবে তাহা নিজেও কল্পনায় আনিতে পারিবে না।

২

* * তোমার প্রেরিত জিনিস বেশ ভাল ভাবেই এসে পৌঁছিয়াছে আমিও যথাসম্ভব আনন্দের সঙ্গে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছি। এতটা ভক্তি করে কিছু পাঠাইলে তাহা কি কখনও মন্দ হইতে পারে? বিদুরের স্ত্রীর কলার খোসা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র যে কিরূপ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। আনন্দ দেয় বিষয় নহে, খাদ্যদ্রব্য নহে—যে দেয় তাহার প্রাণটা, তাহার মনের ভাবগুলি সেই আনন্দকে শতগুণে বাড়াইয়া তুলিয়া দাতা ও গ্রহীতার তৃপ্তি সাধন করে। গরীবের একটি পয়সা দান যে রাজা-মহারাজাদের সহস্র মুদ্রা-দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বেজির এক অর্দ্ধাঙ্গ সোণা হয়ে যাওয়ার পরে অন্য অর্দ্ধাঙ্গ সোণায় পরিণত করিতে তাহাকে কত জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছিল এবং শেষে কোথায় গিয়া কি ভাবে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইল তাহা স্মরণ কর। ...... ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা কিন্তু না বলিলে চলে না। আমাদের দেশে দানের যতটা অসৎ ব্যবহার হইয়াছে এতটা অসৎ ব্যবহার বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথায়ও দেখিতে পাইবে

না। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়' ……… যাহার যাহা অভাব তাহাকেই তাহা দিতে হয়, যাহার ব্যারাম হয়েছে তাহারই ঔষধ দরকার। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মনে কর গীতার 'দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে দেশে কালে চ পাত্রে চ' শ্লোকটী।

দানের বিচার

দান দ্বারা দাতা যদি গ্রহীতার প্রকৃত কল্যাণের সহায় না হইতে পারেন তবে সে দান কখনও দাতার কল্যাণসাধনে সক্ষম হয় না। আমাদের দানের ফলে লোকেরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না শিখিয়া পরের উপরে নির্ভর করিতে শিখে। মনে রাখিও, এইরূপ দান লোকের অবনতির কারণ হইয়া ও পাপের প্রশ্রয় দিয়া পাপানুষ্ঠানে পরিণত হইয়া থাকে। আমরা দান দ্বারা অন্নসত্র দ্বারা কত লোকের কত ভাবে যে কিরূপ অনিষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, প্রশংসা লাভের অতিমাত্র ব্যগ্রতা আমাদিগকে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত সুযোগ দিতেছে না। মনে রাখিও, যাহা যাহার বাস্তবিক অভাব—যাহা যাহার কল্যাণের সহায়, যাহা যাহার সাত্ত্বিক আনন্দের বর্দ্ধক তাহাই তাহাকে দেওয়া উচিত। আমি যদি উপবাসী থাকি, না খাওয়ায় যদি আমার অনিষ্ট হইতে থাকে, তখন আমাকে খেতে দেওয়া উচিত। তখনও যে জিনিস আমার পক্ষে উপকারী তাহাই দিতে হইবে। দেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্নাভাবে, বস্ত্রাভাবে কষ্ট পাইতেছে, এ অবস্থায় সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া

তাহাদের দুঃখ দূর করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তোমরা যদি আমাকে পেটুক করিতে বিলাসী করিতে চেষ্টা কর তবে তোমাদের সে দোষটা যে একান্তই অমার্জ্জনীয় তাহা তোমাদেরে বুঝাইয়া দিতে হইবে! যে মার ছেলে মেয়েরা না খেতে পেয়ে মরিতে বসেছে যে মার ছেলে মেয়ে বস্ত্রাভাবে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছে সে মাকে চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় খেতে বলা, বহু মূল্য বস্ত্রাদি গায় দিতে বলা যে তাহার কতটা কষ্টের কারণ হয় তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার না? তোমরা না মায়ের জাত? নিজের স্বামী ব্যতীত আর সব স্ত্রী-পুরুষকে না তোমাদের নিজের পেটের ছেলে মেয়ে রূপে দর্শন করা তোমাদের ধর্ম্ম? আমাকে কেহ যদি ভাল ভাল খাবার ও পরিবার জিনিস না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ধরিয়া দুই-এক ঘা জুতা মারে তবে বোধ হয় আমার উপর একটু কম অত্যাচার করা হয়। তোমরা জান আমি জগৎকে কি চোখে দেখি। জগৎ যে আমার ভগবানের বিলাস-বিভূতি। জীব মাত্রই যে তাঁহার জীয়ন্ত বিগ্রহ। যাহার প্রাণে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গিয়েছে, জীবের দুঃখকষ্ট তাহার প্রাণে কতটা আঘাত করে তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিও। কোনও গরীবদুঃখীকে কোনওরূপ সাহায্য করিলে তাহা যে আমার ভগবানের সেবায় পরিণত হইবে এই ধ্রুব সত্যটি প্রাণ হইতে অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। ছেলেকে খাওয়াইতে ইচ্ছা হওয়া মার পক্ষে স্বাভাবিক, এটার

মধ্যেও আমরা ভগবৎইচ্ছা দেখিতে পাই। মনে রাখিবে যখন জগতের সব অনাথ বালক-বালিকাদেরে দেখিলে নিজের ছেলে মেয়ে মনে করিয়া বুকের কাছে টেনে নিতে প্রবৃত্তি হইবে তখনই বুঝিব তোমরা আমাকে তোমাদের ছেলে রূপে দেখতে শিখেছ। যখনই আমাকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা হইবে তখনই গরীব-অনাথাদেরে কিছু খাওয়াইয়া দেখিও আমাকে খাওয়ান জনিত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলে কি না। তাহাদের মুখ দিয়া আমি যেমন সুন্দর ভাবে আহার করিতে পারি এ দেহে সীমাবদ্ধ মুখ দিয়া আমি কখনও তেমন তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারি না। প্রাণ ভরিয়া জীবের সেবা করিয়া দেখ কেমন সুন্দর ভাবে আমার সেবা আমার ভগবানের সেবা হইয়া যাইবে। আমাকে এই একটা সামান্য দেহে সীমাবদ্ধ করা তোমাদের উচিত নহে। আশা করি বুঝিতে পারিয়াছ আমাকে দেওয়া আমাকে সুখী করা মানেটা কি? তোমরা বোধ হয় জান যে আমার ভগবান আমার কোনরূপ অভাব রাখেন নাই। তিনি যার সুখ শান্তি ও কল্যাণের জন্য ব্যস্ত তার কি আর কোনও রূপ অভাব বা অসুবিধা থাকিতে পারে? তবে আমার কিন্তু

কি চাই

একটা বড় প্রাণের সাধ আছে তোমরা যদি তাহা পূরণের সহায় হইতে পার তবে আমি চিরদিন তোমাদের নিকট ঋণী থাকিয়া যাইব। আমার শ্রীভগবান খাঁটি প্রাণ, সুন্দর সুন্দর মন বড় ভাল বাসেন। 'দত্তং

মনো যদুপতে কৃপয়া গৃহাণ' শ্লোকটী স্মরণ কর। বাস্তবিকই তাঁহার কতগুলি সুন্দর সুন্দর প্রস্ফুটিত খাঁটি প্রাণ মনের দরকার। আমি একাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বড় ভালবাসি। কতগুলি মন পেলে আমি সেগুলি সুন্দর গোলাপের মত খুব ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া আমার শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উৎসর্গ করে দিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক মনে করিব। তোমরা মা, তোমাদের কিন্তু আমাকে এ কাজে সাহায্য করা উচিত। তোমরা ভাল করিয়া চেষ্টা করিলে এক এক জনে আমাকে এ জাতীয় অনেক-গুলি সুন্দর সুন্দর ফুটন্ত ফুল দিয়া সাহায্য করিতে পার। তবে মনে রাখিবে, সে মনে কোনরূপ সংসারের আসক্তি সংস্কারের ময়লা স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ থাকিলে চলিবে না। তাঁহার তো কিছুরই অভাব নাই তাঁহার এই গ্রহণের ইচ্ছাটা এসেছে স্বভাব হইতে তাই তিনি ঠিক খাঁটি পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যাহাদের অভাব বোধ আছে তাহারা একটা যা তা পেলেই সুখী হয়। সুন্দর জিনিস ছাড়া কুৎ-সিৎ অপবিত্র জিনিস তাঁহার আনন্দধামে প্রবেশ করিয়া সেখান-কার অপ্রাকৃত হাওয়াটাকে কলুষিত করিতে বসিবে তাহা যে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নন। বৈষ্ণবগণ বলেন আনন্দময় মহাদেব নিজে নাকি সেই আনন্দধামের দ্বার রক্ষা করিতে বসিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের অবতার তাঁহাকে ফাঁকি দিবার

যো নাই। পারিবে কি তোমরা কেহ আমাকে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করিতে? আমার প্রাণের গৌর একদিন এই সাহায্য ভিক্ষা করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন! সেই মহান্ ভিখারী আজও যে জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন তাহা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। আশা করি তোমরা যথাসম্ভব সাহায্য করিবে, হতাশ করিয়া ফিরাইয়া দিবে না। ইচ্ছা থাকিলে সাহস থাকিলে প্রস্তুত হইতে চেষ্টা কর আমি প্রাণ হইতে আশীর্ব্বাদ করিব। তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করিবেন। তাঁহার সাহায্য পেলে যে সব অসম্ভবই সম্ভব হইয়া যায়। 'মূকং করোতি বাচালং' শ্লোকটী কি মনে নাই? তিনি বোবাকে বাচাল করেন পঙ্গুকে দিয়া গিরি লঙ্ঘন করান। সে দেশে যেতে হলে তাঁহার পূজার সহায় হইতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের উপর একটু বেশী দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শুভ গ্রহণ

১। যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিবে তাহা সহজে করিবে না। যাহা ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল তাহাই পুণ্য। যাহা ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিকূল তাহাই পাপ। সকল রকমের পাপ হইতে আপনাকে না বাঁচাইতে পারিলে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা নাই। নিজের চেষ্টায় না কুলায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা কর, তিনি নিশ্চয়ই শুভ কার্য্যের সহায় হইবেন। বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে তিনি সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত—আমরা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করি না, তাঁহার

সাহায্য গ্রহণ করিতে জানি না। দরজা জানালা একটু খোলা না রাখিলে তাঁহার সূর্য্যকিরণ তাঁহার হাওয়াও যে আমাদের ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের কথা ভাব ও কাজ এমন হওয়া উচিত যাহাতে তিনি সাহায্য করিবার সুযোগ পান। ভিতরে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিব কাজে তাহাকে সুন্দররূপে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিব—কথা ভাব ও কাজের মধ্যে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করিব। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা মুখে বলিব কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে জীবন্তরূপে প্রকট করিয়া তুলিব। ধর্ম্মকে ধর্ম্মমতকে ধর্ম্মভাবকে আমরা শুধু একটা কথায় পর্য্যবসিত না করিয়া জীবনের ভিতরে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিব। আমাদের কথা ভাব ও কাজ দেখিয়া লোকেরা যেন ভগবানে বিশ্বাস করিতে ভগবানকে ভালবাসিতে ভগবানের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা করে।

২। আমরা বুঝি আর না বুঝি আমরা তাঁহারই অংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে যে তাঁহারই। তিনিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আপন জন তাঁহার আনন্দধামই আমাদের প্রকৃত বাসস্থান। এটা ভালরূপে প্রাণ হইতে বুঝিয়া নিয়া আমাদিগকে যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হয়ে যেতে হবে। 'বলরামের মায়া দেখা' গল্পটী মনে কর। অন্য কাহারও হইলে বা থাকিলে আমাদের চলিবে না। একবার ঠিক ভাবে তাঁর হয়ে গেলে, আমরা যে সম্পূর্ণরূপে

'তাঁর আমি'

তাঁহারই এটা ভাল ভাবে বুঝিয়া লইতে পারিলে তখন তিনি নিজেই যে আমাদেরে সকলের করিয়া দিবেন; কারণ পূর্ণের হওয়া মানেই সকল অংশগুলিরও হওয়া। তিনি তো সর্ব্বময় তাঁকে নিয়েই যে সকলের সকলত্ব। কিন্তু পূর্ণভাবে তাঁহার হয়ে যাবার আগে তিনি ছাড়া অন্য সব কামনা ভাবনা বাসনা চিন্তা দূর করিতে হইবে। একবার তাঁহাকে জেনে পেয়ে সর্ব্বত্র দেখে অনুভব করে তার পরে সকলের ভিতরে তিনি তাঁহার ভিতরে সকল এ তত্ত্ব বোঝা সহজ হয়। যে মাটীকে ভাল করে জেনেছে মাটীর বাসন পুতুল আদি সকলের ভিতরে মাটীর খেলা অনুভব করা তাহার পক্ষে সহজ।

৩। যে যেমন তাহাকে ঠিক তেমন ভাবে জানতে হবে—যার যেখানে থাকা উচিত তাহাকে ঠিক সেখানে রাখিতে হইবে। বাহিরকে বাহিরে, সংসারকে—বাহিরের সংস্কারকে—

'বাহিরে সংসার'

বাহিরে রাখিতে হইবে, সে যেন কোনও মতে ভিতরে গিয়া মনের মধ্যে একটা সংসার তৈয়ার করিয়া তাহার সিংহাসনটীকে অপবিত্র করিয়া দিবার সুযোগ না পায়। শরীর দিয়া সংসারের সেবা কর কাজ কর কিন্তু মনটাকে একেবারে রাখিয়া দিতে চেষ্টা করিবে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে। আর সংসারের যে সেবা করিবে তাহাও যে তাঁহারই আদেশে তাঁহারই প্রীতির জন্য তাঁহারই প্রতীকের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে তাহা

স্মরণ করিয়া সকল কাজের মধ্যে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে।

৪। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের মধ্য দিয়া প্রকৃতি যে তাঁহারই বার্ত্তা তাঁহারই সংবাদ আমাদের নিকট আনিতেছেন, আমাদের ভিতর দিয়া সেই পরমাত্মার যন্ত্র মাত্র কাছে নিয়া গিয়া সব তাঁর কাছেই পৌঁছাইয়া দিতেছেন—আমাদের ভিতর দিয়া তিনি যে সব আস্বাদ করিতেছেন তাঁহারই ইচ্ছা যে আমাদের ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে এটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় আমাদের অহং তত্ত্বটাও যে একটা বাহক মাত্র—কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে—এটা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছাটা আমাদের ভিতর দিয়া মূর্ত্তিমান হইয়া বাহির হইতেছে আমরা শুধু একটা যন্ত্র মাত্র এটা ভাল করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে।

৫। গোপীদের সাধন-ভজনের মূল মন্ত্রটী মনে রাখিতে হইবে, 'কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য' কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ কি ? কিসে কৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কিসে তিনি সুখী হইবেন ইহাই যে ছিল তাহাদের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান ও কাজের লক্ষ্য। তাহারা তাঁর জন্যই বাঁচিয়া থাকিবে শুধু তাঁর জন্য—'তদর্থ প্রাণধারণ' ছিল তাহাদের সমস্ত কাজের মূল। নিজের জন্য নিজের সুখের

জন্য কিছু করিলে চলিবে না, কিছু করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে পর্য্যন্ত চলিবে না। কৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ—সচ্চিদানন্দের স্ফুরণ—সব বিষয়ে সকল রকমে পূর্ণতা লাভ করা যে একই কথা তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ইহা বুঝিতে পারিলে সর্ব্বভূতে তাঁহার দর্শন ধ্যান ও সেবাই যে তোমার প্রধান সাধনা হইয়া পড়িবে। জীব যে শ্রীভগবানের নিত্য দাস, তাঁহার খেলার তাঁহার লীলার সহায়। আমরা এ সংসারে এসেছি শুধু দুইদিনের জন্য একটু তাঁহার অভিনয় দেখিতে, অভিনয় করিতে, নতুবা আমাদের থাকিবার জায়গা তাঁহার সেই আনন্দধামে, এটা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাতে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহারই সেবাজ্ঞানে সাজের অনুকূলভাবে সংসারের সব কর্ত্তব্যগুলি যথাসম্ভব করিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্বদা সেজে-গুজে প্রস্তুত হয়ে বসে থাকতে হবে তাঁহারই প্রতীক্ষা করে—কখন তিনি আসবেন কখন তিনি ডাকবেন তাহা অনুভব করিবার জন্য। আস্তে আস্তে আমাদের এই দেহ মন প্রাণ আদি সব তত্ত্বগুলিকে তাঁহার ভাব দ্বারা পূর্ণভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতে হইবে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' তাঁহার সঙ্গে মনটী প্রাণটী সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করিয়া শ্লোকটী পড়েছ ত? তাঁর জন্য সব ছাড়তে হবে সর্ব্বধর্ম্ম দেহধর্ম্ম গেহধর্ম্ম সংসারধর্ম্ম সমাজধর্ম্ম কামনা বাসনা আসক্তির ধর্ম্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহের ধর্ম্ম, এক কথায় সব সীমাবদ্ধ স্বার্থ-

রঞ্জিত অনাত্ম ধর্ম্ম আপনা হইতে খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিবে। 'যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে' শ্লোকটা স্মরণ কর। সমস্ত স্থান জলে ডুবে গেলে তখন আর উদপান খালি থাকে না, তাহা পৃথক ভাবে পূর্ণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হয় না। পূর্ণকে পাওয়ায় সীমাবদ্ধ কলুষিত ভাবে অংশকে পাওয়া দূর হয়ে যায়। 'কৃষ্ণ প্রেমে দেহ গেহ স্মৃতি করে চুর' মানে এ নয় যে সংসারের সব কর্ত্তব্য নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ণের কর্ত্তব্যে জগতের কর্ত্তব্য এমন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যায় যে আপনা হইতেই গৃহের ন্যায্য কর্ত্তব্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া পড়ে। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং' ভগবানের সেবায় সকলের সেবা ভগবানের তুষ্টিতে সকলের তুষ্টি আপনা হইতে হইয়া যায়। যাহার দৃষ্টিতে স্বামী একদিকে স্বামী আর এক দিকে সেই সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথের জীয়ন্ত বিগ্রহ, ছেলে একদিকে ছেলে অপর দিকে বালগোপাল, মেয়ে কুমারী ভগবতী, মা-বাপ অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথের জীয়ন্ত বিগ্রহ—জীব মাত্রই পোষাক পরা শিব—সে যে কাহারও ন্যায্য প্রাপ্যে বাধা দেয় না, প্রাণ হইতে অতি সুন্দর ভাবে সকলের সেবা করে তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? এখন যাহা আছে সংসারের ভাবে সংসারের রংএ ভরপূর, সে সব হয়ে যাবে ভগবৎভাবে ভগবৎপ্রেমে একেবারে পরিপূর্ণ। কোনও মতে একবার এ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে তখন

দেখতে পাবে তাঁর সংসার তাঁর লীলা তাঁর খেলা কত মধুর কত সুন্দর। তাঁকে ছেড়ে সংসার শ্মশান, তাঁকে নিয়ে সংসার নন্দনকানন—আনন্দময় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম। প্রাচীন কালে দীক্ষার সময় সদ্‌গুরুর ভিতর দিয়া নিজের বলিতে যাহা কিছু তাহা সব শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানের হয়ে যাবার একটা সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। আর এই অর্পণ করাটা যার যত ভালভাবে হয়ে যেত সে ততটা ভগবানকে অনুভব করিবার সুযোগ পেত।……নিজের চোখে হলদে রং এর চশমা থাকিলে তখন যে সাদা দেওয়ালকেই হলদে বলে মনে হয়। তখনকার সে দোষটা কিন্তু দেওয়ালের নয় নিজের চোখের। যখন দেওয়ালটাকে হলদে দেখ, হলদে ভাব, হলদে বল তখনও কিন্তু দেওয়ালটা হলদে হয়ে যায় না, সাদাই থাকে। শুধু যে দেখে ও বলে তাহার মনটা নিজের দোষে নিজের সংস্কারে রঞ্জিত হয়ে যায়।

সংস্কারের বাধা

একবার কোনও মতে চোখ খুলে গেলে তখন দেখতে পাবে জগতে ভগবান ছাড়া আর কিছুই নাই। মনে হইবে শুধু এতদিন দড়িকে সাপ মনে করিয়া মিথ্যা ভয়ে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। নিজের গলার অমূল্য হারকে অন্ধকারে বুদ্ধির দোষে কালসর্প মনে করিয়া দূরে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। মানুষ এইভাবে যে কত বঞ্চিত হয় তাহার সীমা নাই। মানুষের ভাব যতক্ষণ মনে

থাকে ততক্ষণ সে মানুষ দেখে। ভগবৎভাব যখন মনে আসে তখন সে ভগবান দেখে, মানুষ দেখিতে পায় না। তাঁহার কৃপার অভাব নাই—অভাব কেবল নিজের উপরে নিজের কৃপা করার। তাঁহার সূর্য্যকিরণ তাঁহার হাওয়া ঘরে ঢুকে ঘরখানিকে পবিত্র করিতে আলোময় জ্যোৎস্নাময় করিয়া ফেলিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিন্তু মানুষ যে দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে। শত ডাকাডাকিতেও সে দরজা খোলে না তিনি আর ইহার কি করিবেন? তিনি তো কাছে দাঁড়াইয়া, কিন্তু দেখে কে? তিনি তো কত ডাকছেন, কিন্তু তাঁর ডাক সে ডাক শোনে কে? আমরা সকলে যে একেবারে 'বিব্রত সংসার কাজে'। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে তাঁহার দোষ নাই তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। লোকে দেখে আপন আপন চোখ দিয়া, ভাবে আপন আপন মন দিয়া। আয়নার কাছে যেরূপ মুখ নিয়া যাবে ঠিক সেইরূপ মুখই তো দেখবে। জগৎ দেখাটা যে কতকটা আয়নায় নিজের মুখ দেখার মতন।... যাহাকে স্থূলে দেখিয়াছি স্থূলে কতকটা পেয়েছি আমরা তার কথা কতকটা ভাবতে পারি, ভাবতে ভাবতে সময় সময় তন্ময়ও হয়ে যেতে পারি। এইরূপ তন্ময় হয়ে গিয়ে তাহার সত্ত্বা উপলব্ধি করাই কতকটা সূক্ষ্মে তাহাকে পাওয়ার মতন। যে কম্পন (**Vibration**) গ্রহণে আমরা বিশেষভাবে অভ্যস্ত অনেক সময় দূর হইতেও আমরা সে কম্পন অনুভব করিবার

সুযোগ পাই—আমাদের অনুভব শক্তি কতকটা তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তদ্‌গ্রহণের অনুকূল হইয়া থাকে। সূক্ষ্মে পাওয়াটা স্থূলে পাওয়ার চেয়ে আরও বেশী উজ্জ্বল আরও বেশী মধুর হইলেও যে পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শনটা খুলে না যায় সে পর্য্যন্ত স্থূলে পাওয়ার একটু একটু আবশ্যক হয়ে থাকে। বিরহ ও মিলন ভাবের মধ্য দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গোপীদের এই সূক্ষ্ম দর্শনটা খুলে দিয়েছিলেন। যখন কাছে তখন স্থূলে পেল, যখন দূরে তখন ধ্যানে পেল—ধ্যানে পেতে চেষ্টা করিল। স্থূলে যে ভাবে যতটা পাওয়া গেল বিরহে তাহার ধ্যান তাহার অনুচিন্তন ততটা সেই ভাবের সূক্ষ্মদর্শন খুলে যাওয়ার সহায় হইল।···আমি যে দিন একবার মেনে নিয়েছি আমার ভগবান মঙ্গলময়, সেদিন হইতে আমি আর কোন ঘটনাকে অমঙ্গলের দুঃখ-কষ্টের কারণ বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। সমস্ত ঘটনার মধ্যে আমি যেন তাঁর মঙ্গলময় হস্তখানি দেখিতে পাই। তাই আমার অভিধানে তোমরা দুর্ঘটনা দুঃখ কষ্ট পাপ তাপ খুঁজে পাবে না। কেবল আনন্দই আনন্দ!······

৬। আমাদের প্রাণারাম সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান শিব পোষাক পরিয়া জীব সাজিয়া আমাদের সঙ্গে খেলা করিতে এসেছেন—এ কথাটা মনে রাখিয়া অবস্থানুসারে কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার আবশ্যক তাহা নির্দ্ধারণ করিবে। বুদ্ধ বলিতেন মা যেমন তাহার একমাত্র সন্তানের

সর্ব্বভূতে শিব

কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন তোমরাও শরীর মন বাক্য দ্বারা ঠিক সেই ভাবে সকল জীবের কল্যাণ কামনা করিবে, কল্যাণের সহায় হইবে। জীবকে কষ্ট দিলে, শিবকে কষ্ট দেওয়া হয় জীবের সেবাই শিবের সেবা—সকলকে দেশ-কাল-পাত্রানুসারে ভগবৎভাবে ভাবিত করিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত পক্ষে জীবের কল্যাণ করা। সকলকে পূর্ণতা লাভ করিতে, সকলের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করাই জীবের সেবা শিবের পূজা একথা মনে রাখিবে। * *

৩

সেবাতত্ত্ব

* * ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন নিজকে নিজে প্রকাশ করিবার জন্য, নিজকে নিজে আস্বাদ করিবার জন্য। জীব যাহাতে তাঁহার লীলার সহায় হইয়া তাঁহার প্রীতি আপন প্রীতি সম্পাদন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতে পারে তাহাই তাঁহার এই লীলার উদ্দেশ্য। একাজে তিনি—তাঁহার বিধান—তাঁহার প্রকৃতি আমাদের প্রধান সহায়। তাঁহার ডাকের বিরাম নাই—তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি নাই। জীবের সেবা তাঁহার প্রধান সাধনা। বিশ্বনাথ বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে বিশ্বের আনন্দ-বিধানে মহা ব্যস্ত।

বৃন্দাবনের সমস্ত লীলাতত্ত্ব সেবাকুঞ্জরহস্য ইহার সাক্ষী। প্রকৃতির প্রতি তত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রকৃতির আমোঘ বিধানের মধ্য দিয়া তিনি আমাদের সেবায় তৎপর। তাঁহার ক্ষিতিতত্ত্ব আমাদের উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, তাঁহার অপ্‌তত্ত্ব আমাদের পিপাসা দূর করিতেছে, আমাদের সব মলিনতা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতেছে তাঁহার তেজতত্ত্ব আমাদের শীত নিবারণ করিতেছে, শক্তি বিধান করিতেছে—পরিপাকাদি কার্য্যে সাহায্য করিতেছে। তাঁহার বায়ুতত্ত্ব আমাদের তাপ দূর করিতেছে, প্রাণধারণের সহায় হইতেছে। তাঁহার আকাশতত্ত্ব আমাদিগকে অবকাশ দান করিয়া আমাদের সমস্ত কার্য্যকলাপের সহায় হইতেছে। তাঁহার প্রাণতত্ত্ব আমাদের প্রাণধারণের মল অপসরণের শক্তিচালনের কার্য্যসম্পাদনে প্রধান সহায়। তাঁহার জ্ঞানেন্দ্রিয়তত্ত্ব শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের মধ্য দিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার—আস্বাদ করিবার প্রধান সহায় হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মেন্দ্রিয়তত্ত্বগুলি আমাদের কর্ম্ম সম্পাদনের পূর্ণতা-লাভের জীবের ভিতর দিয়া শিবসেবায় ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনের আপন আপন কল্যাণসাধনের আনন্দলাভের পরম সহায় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনস্তত্ত্ব আমাদের আনন্দময়ের প্রেমময়ের ধ্যান ধারণা সমাধি নিয়া প্রেমানন্দে বিভোর থাকিবার প্রধান সহায়। তাঁহার আত্মতত্ত্ব আমাদের পরম পদ লাভের পরম মুক্তি সম্পাদনের পরম চরিতার্থতা

লাভের আত্মনিবেদনের একমাত্র উপায়। আমাদের দেহ মন, প্রাণ ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণসাধনে তিনি যে কত ব্যস্ত তাহা ভাবিতে গিয়া সাধক ভক্ত আনন্দসমাধিতে বিভোর হইয়া যান। বিশ্বনাথ তাঁহার বিশ্বজীবের সেবায় নিযুক্ত, বিশ্বজীবের কল্যাণসাধনে আনন্দবিধানে তৎপর—এটা একবার অনুভবে আসিলে জীবের কি আর কোনও ভাবনা চিন্তা থাকিতে পারে? তাঁহার এই জীবসেবার প্রধান সহচর তাঁহার প্রাণের রাধারাণী। তাই তো তাঁহার অবতার রাধাভাবে ভাবিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের হিয়া জীবের দুঃখে বিদরিয়া যাইত। জীবেব দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণের ভাই নিতাইয়ের পায় ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—'আমায় ধর নিতাই, আমার প্রাণ যেন আজ কেমন করে……জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়' ইত্যাদি ভাবের গান শুনিয়া চৈতন্যভক্তের জীবসেবায় জীবের কল্যাণবিধানে জীবন উৎসর্গ করা উচিত। "এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে কৃপা করি লওয়াইবে নামে। কৃত পাপী দুরাচার পাষণ্ড নিন্দুক আর জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়, নিতাই হে পায় ধরে লওয়াইও নাম" কি কাতর প্রাণের করুণ উক্তি! এইরূপ দীনবৎসল না হলে কি আজ তিনি এই ভাবে কোটি কোটি জীবের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন! আসল কথা ভগবান ভগবৎ-ভক্ত ভগবৎ-শক্তি ভগবৎ-প্রকৃতি জীবের সেবায়, জীবের

কল্যাণসাধনে, জীবের আনন্দবিধানে মহা ব্যস্ত। আমরাও তাঁহারই প্রকৃতি তাঁহারই শক্তির বিকাশ, তাই আমাদের আপন আপন অধিকার অনুসারে তাঁহার প্রিয় জীবসেবায় নিযুক্ত করিতে তিনি বিশেষভাবে ইচ্ছুক। বৈষ্ণব কবিরা বলেন, রাধারাণী তাঁহার প্রাণগোবিন্দের সেবায় প্রীতিবিধানে মহা ব্যস্ত; প্রাণ-সখীরা রাধারাণীকে সাহায্য করাই প্রধান সাধনা মনে করেন, মঞ্জুরীগণও সখীদের সাহায্য করিতে তৎপর। সখীগণ রাধারাণীর কায়ব্যূহ, তাই রাধারাণীর সেবা-কার্য্যগুলি তাঁহারা আপন আপন অধিকার অনুসারে নিজদের ভিতরে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। সখীগণ আবার মঞ্জুরীদেরে সিদ্ধ মহাত্মাদেরে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবায়, নির্দ্দিষ্ট সাধনায় নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভাবে কৃষ্ণ-সেবা, জীবসেবা অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে। কোন্ জীব কি কার্য্য সাধনে সৃষ্ট হইয়াছে, প্রেরিত হইয়াছে, দীক্ষার সময় আদর্শগুরু তাহা বুঝাইয়া দেন, সেবার অধিকার অনুসারে তাহাদের এক-একটা উপাধি-লাভও হইয়া থাকে। তারপরে সাধক আপন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে সখীদের অনুগা হইয়া তাঁহাদের বিধান মতে সেবাসাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। বৈষ্ণবধর্ম্মই ছিল সেবাধর্ম্ম—তাঁহাদের বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজীবের ভিতরে বর্ত্তমান, তাই জীবের সেবাই তাঁহাদের প্রধান সাধনা। ভারতের ভগবৎআরাধনার অর্থই

যে জীবের সেবা। আমাদেরও এখন ভগবৎকাজের সহায় হইতে হইবে আপন আপন অধিকার অনুসারে জীবের সেবার মধ্য দিয়া ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। এই সাধন আরম্ভ হয় আপন আপন পরিবারের মধ্য দিয়া। চিত্ত সাধনা দ্বারা যত প্রসার লাভ করিতে থাকে সেবার অধিকারও তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিজের সেবা, নিজের মা বাপ স্বামী-স্ত্রী পুত্রকন্যা আত্মীয়স্বজন দাসদাসীর সেবার মধ্য দিয়া উহা আস্তে আস্তে প্রসার লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমাজে দেশে জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ভক্তের ভগবান সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বজীবে অবস্থিত, তাই সকলের ভিতর দিয়া তাঁহার দর্শন ধ্যান ও সেবা না করিতে পারিলে যে তাহার সাধনা পূর্ণ হইতে পারে না। একটী জীবকেও বাদ দিলে যে ভক্তের সাধকের চলে না। সেবাধর্ম্ম দেশ কাল পাত্রের সীমা ছাড়াইয়া গিয়া অনন্তে পর্য্যবসিত হয়। ভগবান বিষ্ণু যে অনন্ত-দেব সুতরাং তাঁর দর্শন তাঁর সেবার অন্ত থাকিলে সীমা থাকিলে চলিবে কেন? অনন্তদেবকে অনন্তরূপের মধ্য দিয়া অনন্তভাবে সেবা করা উচিত। তাই তো চৈতন্যদেব আচণ্ডালে প্রেম দান করিয়া গিয়াছিলেন, সেকালের যবন-জাতিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হয় নাই। পাষণ্ড জগাই মাধাইকেও তিনি ভক্তিরসে পবিত্রীকৃত, আনন্দীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।

৪

* * কাল বৈকালে এখানে এসে পৌঁছেচি। রাস্তায় কষ্ট হয় নাই। লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে বেশী বিলম্ব হয়েছে। ....'র অবস্থা মোটেই ভাল নয়—বিচারের চোখে বাঁচিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে ভগবৎকৃপায় কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি নিজে একজন বিশ্বাসী-ভক্ত—পরিবারটী ভক্ত-পরিবার। তাহাদের ভক্তিগুণে বিশ্বাসের অমোঘ শক্তিতে অনেক অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ করিলে আমি বলে এসেছি ভগবৎইচ্ছা পূর্ণ হউক—ভগবান ইহার মঙ্গল করুন। ভগবৎইচ্ছা কি ভাবে পূর্ণ হইবে কিসে ইহার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে সে বিচারের ভারটা আমার মত একজন অজ্ঞানের হাতে না রাখিয়া—ভগবানের হাতে সমর্পণ করাই বোধ হয় শ্রেয়স্কর পন্থা। তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে, তবে প্রকৃত আশীর্ব্বাদ আশীর্ব্বাদকের ভিতর দিয়া আশীর্ব্বাদ-প্রার্থীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভগবৎছন্দের অনুবর্ত্তন করিতে সাহায্য করে (makes in tune

with God); তখন ভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছা আমাদের মধ্য দিয়া অবাধিত ভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায়। দরজা খোলা রাখিলে তাঁহার প্রেমসূর্য্য আমাদের প্রকোষ্ঠে সহজে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়। সাধনা দ্বারা আশীর্ব্বাদ দ্বারা শুভ ইচ্ছা দ্বারা আমাদের চিত্ত ভগবৎঅভিমুখী হইবার সুযোগ পায়। যিনি সমস্ত স্বাস্থ্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আনন্দের মূল প্রস্রবণ, তাঁহার সান্নিধ্যে স্বাস্থ্যলাভ কোন মতেই অসম্ভব কথা নয়। এই আশীর্ব্বাদ—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এখন যেভাবে বিসদৃশ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে তাহার সংশোধন একান্ত আবশ্যক, নতুবা ধ্বংস অনিবার্য্য। ...... তিনি বড় ভাল লোক গরীব-দুঃখী অনাথার মা-বাপ, তবে এইরূপ সুন্দর লোকের অভাব সকল দেশেই সমান। যেখানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন ভগবান মনে করিবেন সেখানে তাহার থাকার ব্যবস্থা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিবেন না। একদিন যখন অনেক বিচার করিয়া তাঁহাকে বলিয়া ফেলিয়াছি 'যেন বা ভবতি সুখজাতং' 'তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী' তখন সে ইচ্ছা যে ভাবেই পূর্ণ হউক তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই—তখন আর আমার কি কিছু ভাবিবার বা বলিবার অধিকার আছে? এই যে এত রোগী দেখিয়া বেড়াই ঔষধের ব্যবস্থা করি ইহার মধ্যে ভাবিও না কাহারও রোগ দূর করিতে পারি বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমার এ কাজকে আমার চিত্তশুদ্ধির ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়,

মনে করি। বিচার পূর্ব্বক ঔষধ দেওয়া সেবা করা আমার কাজ, ভাল হওয়া না হওয়া বাঁচা বা না বাঁচা তাঁর কাজ। আমি আমার কাজ যতটুকু শুধু ততটুকু করিয়া যাইব, ভাল করা বা না করা তাঁহার কাজ, তাঁহার বিধানের অন্তর্গত। তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাইব তাঁহার কাজ নিয়া মাথা ঘামাইব—এতটা বোকা হইতে আমি প্রস্তুত নই।........

...আমাকে দেখিয়া কেবল কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অসুখের কান্না নয়—'আমি কষ্ট করিয়া গিয়াছি আমার কষ্ট হয়েছে আমার কি দয়া ভগবানের কি অপার করুণা' এই ভাবটাই তাঁহাকে এতটা বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল।........ এই ভাবের ভক্ত বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না— জগতে দুর্লভ। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসেন। আমাকে (কাহাকেও) ভালবাসা কিন্তু তত সহজ কথা নয়।

ভালবাসা

ভালবাসা শব্দের উৎপত্তিটা তোমার জানা আছে কি? ইহার ধাতুগত মানে কি বলিতে পার? আমার তো মনে হয় ভাল এবং বাস এই দুইটি শব্দের মিলনে ভালবাসা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভাল' মানে কল্যাণ মঙ্গল শিব আর 'বাস' বাস করা মানে অবস্থান করা ও তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া, 'বাসিতং বনং চন্দনেন' কথাটি স্মরণ কর। যিনি মঙ্গলস্বরূপ তাঁহাতে তাঁহার সান্নিধ্যে এমন ভাবে বাস করিতে হইবে যাহাতে আমরা তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহার ন্যায় জগতের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত

হইয়া পড়ি। যে আমাদের কাছে আসিবে তাহাদেরও পরম কল্যাণ আপনা হইতে সাধিত হইয়া যাইবে। ভালবাসা মানেই সুতরাং মঙ্গলময়কে ভালবাসা—ভালকে মঙ্গলময়কে আত্মাকে ভালবাসা; জীবকে ভালবাসিতে গেলেও জীবের মধ্য দিয়া শিবের সান্নিধ্য লাভ করিতে হইবে। শিবকে ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে—জীবের মধ্য দিয়া শিবের উপাসনা শিবের ধ্যান শিবের সেবা করিতে হইবে। সুতরাং জীবের উন্নতির সহায় হওয়া, জীবের কল্যাণ সাধন করা, জীবের মধ্য দিয়া শিবকে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা, জীবকে শিব করিয়া তোলা—জীব যে শিবই আছে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়াই জীবকে ভালবাসা। স্থূলভাবেও যাহার কল্যাণসাধনে আমি তৎপর হই, যাহার কল্যাণসাধনকে আমি সাধনা মনে করি, কথা ভাব ও কাজ দ্বারা আমি কখনও যাহার অকল্যাণ করিতে পারি না—তাহাকে আমি ভালবাসি। সুতরাং আমাকে ভালবাসা মানেই আমার মধ্যে যিনি ভাল মঙ্গলময় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা তাঁহার প্রকাশে সাহায্য করা তাঁহার সান্নিধ্যে তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া—আমাকে তদ্ভাবে ভাবিত করা ভাবিত দেখা। যিনি আমাকে ভালবাসিবেন তিনি আমার কল্যাণসাধনে তৎপর থাকিবেন। আমাকে ভালবাসা মানে শুধু আমার দেহকে ভালবাসা নয়—আমার আত্মাকে ভালবাসা আমার পরমাত্মাকে ভালবাসা। যিনি

আমাকে ভালবাসিবেন তিনি আমার দেহকেও ভালবাসিবেন, কারণ আমার এই দেহ এই ত্রিবিধ শরীর, আমার পরমাত্মার এই দেহ এই ত্রিবিধ জগৎও আমার ও আমার পরমাত্মারই মূর্ত্তি—আমাদের বিভূতি আমাদের বিলাসের প্রকাশের লীলার সহায়। আমার আত্মা যে 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ', আমার দেহকে একটা সামান্য ব্যষ্টি দেহে সীমাবদ্ধ করিতে গেলে চলিবে কেন? সুতরাং আমাকে যে ভালবাসে তাহার কিন্তু সকলকে ভাল না বাসিলে চলিবে না। যাহারা আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসে না, তাহাদেরে সুখী করিতে সুখে রাখিতে তাহাদের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করে না তাহারা যদি বলে তাহারা আমাকে ভালবাসে তবে সেটা তাহাদের একটা মস্ত ভুল। যে আমাকে ভালবাসে সে তার মা-বাপকে ভাই-বোনকে ছেলে-মেয়েকে আত্মীয়স্বজনকে—সকল জীবকে—ভগবানকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। আমার বন্ধুরা আমার ভালবাসা দেখিয়া আমার ভালবাসা পাইয়া তাহাদের স্ত্রী ছেলে মেয়ে আত্মীয়স্বজনকে আরও বেশী করিয়া সুন্দর করিয়া পবিত্রভাবে ভালবাসিতে শিখিবে ইহাই যে আমার প্রাণের ইচ্ছা। আমি যদি নিজেকে এই শরীরে সীমাবদ্ধ মনে করিতাম তাহা হইলে আমার প্রিয়-জনদের বোধ হয় এই শরীরের কাছে আসিতে, এই শরীরের কাছে থাকিতে, এই শরীরের সেবা করিতে, এই শরীরকে সুখী করিতে, এই শরীরকে সুখে রাখিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্তু

আমি তো আর শরীর নই—আমি যে আত্মা। শরীরটি, এই পোষাকটী, আমি ধারণ করিয়াছি আমাকে প্রকাশ করিবার জন্য, আমার লীলার খেলার সহায়•ভাবে। আমি যে আত্মা, আর আত্মা যে নিত্য সর্ব্বগত। সেই সর্ব্বগতকে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে না পেলে যে আমার কিছুই পাওয়া হইল না, আমাকে একটুও পাওয়া হইল না, এটা ভুলিলে চলিবে কেন? যে আমাকে পেতে চায় তারও যে সকলকে পেতে হবে। একটুকে পাওয়া—পাইয়া তৃপ্ত থাকা যে বুদ্ধিমানের কাজ নহে। পেতে হবে সমস্তটাকে তাহাও আবার স্থূল সূক্ষ্ম কারণ—এমন কি গুণাতীত ভাবে। আমি কিন্তু অল্পে সুখী হইতে তৃপ্ত থাকিতে প্রস্তুত নহি। পেতে হবে সমগ্রটিকে দিতে হবে সমস্তটাকে—ষোল আনাকে। নতুবা যে পাওয়া ও দেওয়া কখনই সার্থক হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে এই ষোল আনা দেওয়াটাকে একটা টাকায় পর্য্যবসিত করিয়া আমরা ভগবানকে ঠকাইতে গিয়া নিজেরাই বিশেষভাবে বঞ্চিত হইয়া পড়ি।......আমাদের ভালবাসাটা কিরূপ বিশ্রী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—আমরা আমাদের ভালবাসাটাকে কি ভাবে স্থূলে, তামসিক ভাবে, সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই মানুষটি বেশ সুন্দর, ইহাকে আমার বেশ ভাল লাগে এর গলা বড় মিষ্টি সুতরাং ইহাকে আমার কাছে রাখিতে হইবে একে আমার কাছে থাকিতে হইবে।

এই স্বার্থের জন্য আমি না করিতে পারি এমন কাজ নাই। আমার কাছে থাকিতে গেলে এ আনন্দ পাইবে কি না, এর কল্যাণ হইবে কি না, এর কর্ত্তব্যসাধনে বাধা হইবে কি না, এ পর্য্যন্ত আমরা সব সময় ভাবিবার সুযোগ পাই না। আমি যাহার সুখ কল্যাণ ও সুনামের সহায় নই আমি যে তাহার পরম শত্রু। আমরা চারিদিকে সচরাচর যাহা দেখিতে পাই তাহা ভালবাসা নয়—তাহা মোহ অজ্ঞানতা, তাহা প্রেম নয় ঘোরতর জঘন্য কাম। আমার প্রিয়জনকে তাহার পূর্ণ পরিণতি-লাভে উন্নতিলাভে নিজের ও অপর সকলের কল্যাণসাধনে, এক কথায় ভগবান্‌কে লাভ করিতে, আনন্দময়কে নিয়া আনন্দে বিভোর থাকিতে, আনন্দময়ের আনন্দ-বিভূতিগুলি নিয়া জীবের ভিতর দিয়া শিবের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে সাহায্য করাই ত আমার প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। যে ভালবাসা কর্ত্তব্যসাধনের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ না পায়, যে ভালবাসা কর্ত্তব্যসাধনে ভগবৎইচ্ছা পূরণে বাধা দেয়, তাহা নিশ্চয়ই বিকৃত। এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিলেই তাহাকে ছিঁড়িয়া নিয়া দুই মিনিট তাহাকে আদর করিয়া তারপর তাহাকে ফেলে দেওয়া হয়, এই জাতীয় আদর-যত্ন এই জাতীয় ভালবাসা বোধ হয় কোন প্রেমিকই সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না। প্রিয়জন কাছে আসিলে, প্রিয়জনের সেবার অধিকার লাভ করিলে, তাহার কল্যাণের তাহার আনন্দপ্রাপ্তির সহায় হইতে

পারিলে যে সুখী হই তাহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি তাহার কর্ত্তব্যসাধনের জন্য, কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত, আনন্দলাভের জন্য, জীবনে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করার আমার কথা মনে করার সুযোগ না পায় তবে তাহাতে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হওয়া উচিত মনে করি না। কেবল জানিতে ইচ্ছা হইবে যে সে সুখে আছে কল্যাণের পথে আনন্দের পথে মঙ্গলময়ের পথে চলিতেছে। সুযোগ জুটুক আর না জুটুক তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কাছে গিয়া হউক কিংবা দূরে বসিয়া হউক যথাসম্ভব কায়মনোবাক্যে তাহার কল্যাণ সাধন করা, কল্যাণের সহায় হওয়া; তাহার কল্যাণের জন্য ভগবৎ-সকাশে প্রার্থনা করাকেই তাহার সম্বন্ধে আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে হওয়া উচিত।

এই যে ভালবাসার পাত্রকে নিজের মতের নিজের খেয়ালের গোলাম করিয়া তুলিবার গোলাম করিয়া রাখিবার চেষ্টা, নিজের স্বার্থের নিজের সুখস্পৃহার অনুকূল ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা, ইহাই যে কাম—ইহাই তো নরকের দ্বার। প্রেমের রাজ্যে 'নিজ সুখ অনুরোধের' পূতিগন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ প্রেমের চালক হইবে—'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা' ভগবৎইচ্ছা পূরণ করিয়া ভগবৎপ্রীতি-সম্পাদনের চেষ্টা— নিজের ও অপর সকলের মধ্য দিয়া ভগবানের সত্তা চৈতন্য

ও আনন্দকে অবাধিত ভাবে ফুটাইয়া বাহির করিবার ইচ্ছা। সেখানে কাজের প্রবৃত্তি দিবে আনন্দ। অভাবপূরণ যে কাজের চালক সে কাজ যে সে দেশের কাজ নয়। কেহ যদি বলে যে সে আমাকে ভালবাসে তবে তখন খুঁজিয়া দেখিও সে তাহার নিজকে আত্মীয়স্বজনদিগকে, ভগবৎবিগ্রহরূপী জীব-সমূহকে ভালবাসে কি না। ইহাদের কোথায়ও ভালবাসার অভাব থাকিলে আমাকে যে ঠিকভাবে ভালবাসা হয় নাই ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিও—তাহা মনে রাখিও। যে আমার সেবা করিতে চায় সে আমার আত্মার আমার

সেবা।

পরমাত্মার—আমার পরমাত্মার লীলাস্বীকৃত বিগ্রহরূপী জীবসমূহের সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। ভগবান যে তাঁহার ভক্তের নিকট কত রূপে কত ভাবে আসিয়া সেবা গ্রহণ করিয়া যান সেবা গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হন তাহা সাধারণ জীব আর কি করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইবে? ভক্ত কিন্তু তাঁহার বিচিত্র পোষাকের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চিনিয়া লয় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। সে চোরাগ্রগণ্যের লুকোচুরী খেলাই যে স্বভাব—ধরা পড়িলেও নাকি তাঁহার তাহাতে অসীম আনন্দ! আজও যে সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রধান আরা-ধিকার কাছে মালীর বেশে, নাপিতের বেশে, চিকিৎসকের বেশে, ভিখারী দীন-দুঃখীর বেশে, অহরহঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। 'যে বুঝে, সে বুঝে, যে দেখে, সে দেখে, যেঁ মজে সে

মজে হারায় প্রাণ।' বিচিত্র নভোমণ্ডলের অসীমতার মধ্য দিয়া সুগন্ধ পুষ্পসমূহের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া গভীর সমুদ্র-লহরীর লাবণ্যের মধ্য দিয়া মাতার আদর সতীর সোহাগ বালকের হাসির মধ্য দিয়া, ভক্তের আরাধনা, জ্ঞানীর গবেষণা, কর্ম্মীর সেবা, যোগীর ধ্যান, প্রেমিকের আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া জ্ঞানীগণ সাধকগণ যোগীগণ ভক্তগণ অনেক সময় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলেন।

বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বমাঝে লুকিয়েছেন যে শুধু নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য ধরা দিবার জন্য আস্বাদ করিবার আস্বাদ করাইবার জন্য। গোপ-বালকগণ গোপীগণ তাঁহার এই লুকোচুরী খেলার সহায় হইয়া তাঁহার এই খেলার মর্ম্ম অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কাল, তমাল কাল, তাইতো তমাল গোপীদের এতটা প্রিয়; তমাল তাহাদের উদ্দীপন বিভাব, তমাল তাহাদের প্রিয়তমের স্মারক—তমাল যে তাহাদের প্রিয়তমের প্রতীক—প্রতিচ্ছায়ার জীয়ন্ত উজ্জ্বল বিগ্রহ। তাই তো তমাল দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃতি আরম্ভ হইল। যতটা আত্মবিস্মৃতি ততটা তমালে প্রিয়তমের প্রকাশ; কিন্তু যেই আবার লীলার সহায় ভাবে আমিত্বের বিকাশ হল অহংতত্ত্ব দেখা দিল অমনি অহংতত্ত্বাতীত কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্হিত হইয়া পড়িলেন। অহংতত্ত্ব কি তাঁহাকে দেখিতে ধরিতে বুঝিতে পারে? 'সখী এই না মাধবীমূলে মাধব দাঁড়ায়ে ছিল আমারে দেখিয়ে আবার

বল কোথা লুকাইল।' আমির স্বার্থপরতা, আমির 'নিজ সুখ অনুরোধ' আমির বিজাতীয় দ্বৈতভাব তিনি সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহেন।

'আমরা কৃষ্ণের কৃপাপাত্রী' গোপীদের এই 'সৌভগমদ' সন্দর্শন করিয়া তাহাদের এই চঞ্চলতা দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিয়া প্রসন্ন করিবার জন্য 'প্রশান্তায় প্রসাদায়' তিনি নাকি, এমন কি রাসের মাঝখানে পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—'তত্রৈবান্তরধীয়ত'—সেখানেই অন্তর্ধান হইলেন। তোমার আমার মত দৌড়িয়ে পালিয়ে যান নাই—আত্মারাম অন্তরে আত্মমন্দিরে লুকিয়ে গিয়েছিলেন। লুকালে কি হয়—এমন মানুষ কি লুকিয়ে থাক্‌তে পারে? তাঁহার গাত্র-জ্যোতিঃ গাত্রগন্ধ যে প্রকৃতির সকল স্তরগুলি ভেদ করিয়া বাহিরে ভক্তের নিকট প্রকাশ পাইয়া সেই মনোচোরকে ধরিয়া ফেলিতে সাহায্য করে। তাইতো কৃষ্ণান্বেষণ ছলে গোপীদের চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হওয়ায় গোপীগণ তখন সর্ব্বত্র তাঁহার চিহ্ন তাঁহার বিভূতি দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন; আস্তে আস্তে বাহির হইতে স্থূল বিভূতি হইতে ভিতরের অন্তরের সূক্ষ্ম কারণ শরীরের দিকে—স্বরূপের দিকে—অপ্রাকৃত রাজ্যে তাহাদের তখন দৃষ্টি পড়িল; আত্ম-বিস্মৃতি—আত্ম-দর্শন আরম্ভ হইল। মায়ার পরদা দূরে অপসৃত হইয়া গেল। অমনি

আত্মার ভিতর দিয়া পরমাত্মা ফুটিয়া বাহির হইলেন—সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ সেই গোপীদের মধ্যে—ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইলেন। 'তাসাং গোপীকানাং মধ্যে আবিরভূৎ'।...... সর্ব্বব্যাপী—চলে যাবেন কোথায়? অহংতত্ত্ব সাময়িক যেন ঢেকে ফেলেছিল তাহাও নাকি শুধু লীলারস বিস্তারের জন্য লীলামাধুরী আস্বাদনের জন্য। ভগবানের এই লুকোচুরী খেলা সাধক ভক্ত ছাড়া অন্যে আর কি করিয়া বুঝিবে? 'শুধু তুমি জানাও যারে সেই জানে'। বাস্তবিকই তিনি অনন্ত পোষাক পরিয়া অনন্তরূপে অনন্ত ভাবে আমাদের মনহরণের জন্য আমাদিগকে তাঁহার লীলাসাগরে ডুবাইয়া আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিবার জন্য অহরহঃ কত চেষ্টা করিতেছেন। চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত না হইলে তাঁহাকে যে দেখা যায় না—চেনা যায় না ধরা যায় না—পাওয়া যায় না। সাধক দেখিয়াছেন জগৎ তাঁহারই বিলাসবিভূতি—জীব মাত্রেই পোষাক পরা শিব, পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী বালক-বালিকার মধ্য দিয়া তাঁহারই জ্ঞান তাঁহারই প্রেম ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাইতো ইহাদের মধ্য দিয়া তাঁহাকে দেখিতে, ধরিতে, পাইতে আস্বাদ করিতে সেবা করিতে ভক্ত সাধকগণ এত ব্যস্ত। তাইতো 'নমস্তে জগৎব্যাপিকে বিশ্বমূর্ত্তে' 'বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব-বিগ্রহ' বলিয়া জগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের মাথা এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতে নত হইয়া পড়ে।...

যাহারা আমাকে দেহে সীমাবদ্ধ করিতে যায় তাহারা বাস্তবিকই যে দেহে একান্ত সীমাবদ্ধ। আমাদের মন যত উপরের দিকে সূক্ষ্মের দিকে স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই আমরা আমাদের নিত্য সর্ব্বগত সনাতন রূপটী দেখিতে সক্ষম হইব। যে আত্মজ্ঞ তাহার যে আর কোথাও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিলে সীমাবদ্ধ হইতে গেলে চলে না। আত্মজ্ঞের নিকট বিশ্বই হয়ে পড়ে তাহার মুর্ত্তি; 'সখীগণ হয় রাধার কায়ব্যূহ-রূপ' পরা প্রকৃতির হলাদিনী মূর্ত্তি তখন সাধকের আরাধিকার ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করে। 'অতো মম জগৎ সর্ব্বং অথবা নচ কিঞ্চন' হয় আমি তখন জগদ্ব্যাপী, হয় আমার সমস্ত জগৎ নতুবা আমার কিছুই নাই—দেহ নাই মন নাই—প্রাণ নাই—আমার নিকট সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ তখন শূন্যে পরিণত হইয়া যায়।

আশা করি তোমরা আমাকে একটা সামান্য স্থূল দেহে সীমাবদ্ধ মনে করিবে না; আমাকে এতটা ছোট মনে করা কিন্তু তোমাদের উচিত নয়। আমাকে আমার ভালবাসাকে আমার সেবাকেও একটী সামান্য দেহে সীমাবদ্ধ না করিয়া যথাসম্ভব ব্যাপী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিও।......যখন কাহাকেও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসিতে সক্ষম হইবে তখন দেখিবে আমাকে ভালবাসা হইয়া গিয়াছে। আমাকে ভাল-বাসিতে ইচ্ছা থাকিলে তোমাদের ভালবাসাকে পবিত্রতর

সুন্দরতর মধুরতর করিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। তার পরে, কাহাকেও ভালবাসিতে গেলেই দেখিতে পাইবে আমাকে ভালবাসা আমার ভগবান্‌কে ভালবাসা পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমার সেবা করা সেবা ধর্ম্মটি শিখিয়া থাকিলে অতি সহজ নতুবা অতি কঠিন। গীতোক্ত কর্ম্ম-যোগ-রহস্যটি বুঝিতে চেষ্টা কর। সাত্বিক কর্ত্তার লক্ষণটী স্মরণ কর; 'মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহ-সমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ' কর্ত্তা হওয়া চাই। ত্রিবিধ দেহে প্রাকৃত কোনও পদার্থে আসক্তি থাকিলে চলিবে না—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হওয়া চাই। 'আমি করি' 'আমি করিতে পারি' এই ভাবের কথা যেন কেহ তোমার নিকট শুনিবার সুযোগ না পায়। তুমি কর্ত্তা নও বলিয়া তুমি যে অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে তাহা চলিবে না। তুমি ভগবৎইচ্ছায় যে কাজে হাত দিবে সে কাজটি সহজে ছাড়িবে না সে কাজে তোমার অদম্য উৎসাহ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যাইবে; কিন্তু তোমার উৎসাহ দেখিয়া কেহ যেন মনে না করে যে তুমি সিদ্ধিলাভে বিশেষ আগ্রহ-যুক্ত। কর্ম্মে তোমার অধিকার কর্ম্মই তোমার যজ্ঞ—কর্ম্ম করাই তোমার স্বভাব বা ধর্ম্ম; কিন্তু তাই বলিয়া ফলে তুমি যে *একান্ত বিগতস্পৃহ সেটা যেন তোমাকে দেখে সকলে বুঝিতে* পারে। তুমি উদাসীন অসঙ্গ নির্ব্বিকার পুরুষ—প্রকৃতির

সাত্বিক কর্ম্ম

যাবতীয় খেলার মধ্যেও তুমি যে অবিচলিত থাক, প্রকৃতির—মা কালীর তাণ্ডব নৃত্যের সময়ও যে তুমি শিবরূপে আপন মহিমায় আপনি সমাধিমগ্ন তাহা যেন তোমাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তোমাদের কর্ম্মগুলি যেন নিয়ত সংযত ভগবৎবিধানে নিয়ন্ত্রিত থাকে, কর্ম্মে যেন তোমাদের কোনওরূপ আসক্তি দেখিতে পাওয়া না যায়। রাগ বা বিদ্বেষ-বুদ্ধি যেন তোমাদের কর্ম্মের চালক না হয়। ইহা ছাড়া কর্ম্মের মধ্যে কোনওরূপ ফলকামনা, ফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। তোমাদের কর্ম্মগুলি গুণাতীত না হইলেও যেন সর্ব্বতোভাবে সাত্ত্বিক কর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অভাব তোমাদের কর্ম্মের চালক হইবে না। স্বভাব আনন্দের বিকাশ, ভগবৎইচ্ছার স্বাভাবিক স্ফুরণ হইবে তোমাদের কর্ম্মের চালক। কোনরূপ ফল কামনা থাকিবে না, আসক্তি থাকিবে না, আমিত্বের অভিমান থাকিবে না আত্ম-সুখানুরোধ থাকিবে না অথচ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার প্রবৃত্তিও থাকিবে না। অজ্ঞানীগণ লোভের বশে ফলকামনা করিয়া যে ভাবে কর্ম্মে তৎপর থাকে তোমাকেও অনাসক্তভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া সিদ্ধাসিদ্ধে নির্ব্বিকার হইয়া কর্ম্মবীরের ন্যায় সংসারযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইবে। কৃষ্ণ কি ভাবে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন নানবাপ্তম্

অবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি' শ্লোকটী স্মরণ কর। তিন লোকে, স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে, স্থূল সূক্ষ্ম কারণভাবে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই কোনওরূপ কামনা বাসনা আসক্তি কোনওরূপ বাধ্যবাধকতা আমাকে জোর করে কাজে নিয়ে যেতে সক্ষম নহে—আমি স্বয়ং মুক্ত। আমার এমন কিছু পেতে বাকী নাই যাহা আমি এখন পর্য্যন্ত পেয়ে বসি নাই। আমি নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম। অভাব বলিয়া কোন জিনিস কখনই আমার অভিধানে স্থান পায় না—আমি কাজ করি স্বভাব হইতে। আগুনের স্বভাব যেমন তাপ দেওয়া, বরফের স্বভাব যেমন শীতল করা, আলোকের স্বভাব যেমন প্রকাশ করা, চুম্বকের স্বভাব যেমন লৌহকে আকর্ষণ করা, বালকের স্বভাব যেমন বাজনা শুনে নেচে উঠা, বীজের স্বভাব যেমন গাছে পরিণত হওয়া, ফুলের স্বভাব যেমন ফুটে বাহির হওয়া, জীবাণুর স্বভাব যেমন পূর্ণ জীবত্ব লাভ করা, আনন্দময়ের স্বভাব যেমন আনন্দ বিকিরণ করা, আনন্দ বিতরণ করা, আমার আত্মার আমার সচ্চিদানন্দের স্বভাবও তেমনি এই ত্রিবিধ দেহ ভেদ করিয়া তাঁহার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দকে বাহিরে জগতে ফুটাইয়া বাহির করা—জগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথের, জীবের ভিতর দিয়া শিবের প্রকাশের বিকাশের লীলার সহায় হওয়া। আমাদের কাজের চালক হইবে স্বভাব, অভাব নহে; আনন্দপ্রাচুর্য্য শরীরে সামলাইতে না পারিয়া বাহিরে উথলিয়া পড়িবে আর

লোকে মনে করিবে আমরা কাজ করিতেছি। “আনন্দ প্রাচুর্য্যাৎ ন তু অভাবাৎ বালনৃত্যবৎ”। সাধারণ জীবের কাজ আসে অভাব হইতে অভাব পূরণের জন্য ভগবানের কাজ ভগবৎভক্তের কাজ আসে স্বভাব হইতে আনন্দময়ের আনন্দ-প্রাচুর্য্য হেতু। আমার এই শরীর আমার :অন্তরস্থ অন্তরাত্মার আনন্দতুফান ধারণা করিয়া রাখিতে অক্ষম তাই আমার মন বুদ্ধি প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া সেই আনন্দলহরী বাহিরে উথলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, ফুটিয়া বাহির হইতেছে— বহিরঙ্গ লোকেরা ভুলে মনে করে আমি যেন কাজ করিতেছি। তাঁহার কাজ আমার ভিতর দিয়া অবাধিত ভাবে করা হইয়া যাইতেছে।……কাজের উৎপত্তি ভিতরে ব্রহ্ম হইতে—কাজের পর্য্যবসানও যে হচ্ছে বাহিরে পরম ব্রহ্মে। ভিতরের আবরণ— পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এ কাজে এ বিকাশে এ লীলায় বাধা না দিয়া বরং এ কাজের সহায় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের কাজ হইবে তাঁহার ইচ্ছাপূরণ ভগবৎভাবের স্ফুরণ। তোমরা এ কর্ম্মরহস্য বুঝিতে পারিলে, এ ভাবে কাজ করিতে শিখিলে, এই ভাবে কাজ করিতে পারিলে, তখন দেখিবে তোমাদের কর্ত্তব্যসাধনের মধ্য দিয়া আমার সেবা করা হইয়া যাইতেছে। আমার জন্য আর নূতন করিয়া কিছুই করিবার বাকী থাকিবে না। ‘তস্মিস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ’ শ্লোকটি স্মরণ কর। তাঁর সেবা করিতে শিখিলে

সকলের সেবা করা হইয়া যায়। তাঁহাকে তৃপ্ত করা হইলে সকলকে তৃপ্ত করা হয়। তাঁহাকে জানিলে যাহাকে জানা হইবে না, তাঁহাকে পাইলে যাহাকে পাওয়া হইবে না, তাঁহার ইচ্ছাপূরণে যাহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, তাঁহার তৃপ্তিসাধনে যাহার তৃপ্তি সাধিত হইবে না—তাহাকে জানা পাওয়া সুখী করা আমাদের শক্তির অতীত। আমাদের পক্ষে তাহা কখনও কল্যাণকারী হইতে পারে না। আমার সেবা করিতে হইলে তাঁহার জীবের সেবা করিতে হইবে; তাঁহার জীব যাহাতে ভগবৎসেবার ভগবৎপ্রাপ্তির অধিকারী হইতে সক্ষম হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।•••...আমার তুষ্টির জন্য আমার সাধনভজনের সহায় হইতে চেষ্টা করা উচিত। আমার ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বভূতে তাঁহার দর্শন ও ধ্যান করিয়া সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া তাঁহার সেবার অধিকার লাভ করা আমার প্রধান সাধনা।

যাহাতে আমার এই দর্শন, ধ্যান ও সেবা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে আমাকে তাহার সাহায্য করাই আমার প্রকৃত সেবা করা। তোমরা সকলে মিলিয়া আরও পবিত্র হও আরও সুন্দর হও আরও মধুর হও তোমাদের ভিতর দিয়া আমি যেন আমার ভগবানকে দেখিতে পাই—তোমাদের ভিতর দিয়া আমার ভগবানের ধ্যান সেবা যেন আমার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এ কাজে যে যতটা

সক্ষম হইবে সে ততটা আমার সেবায় পারগ হইবে। তোমরা বোধ হয় জান যে আমার ভগবান আমার কোনরূপ অভাব রাখেন নাই, আমি আমার নিজের জন্য তোমাদের নিকট কখনও কিছু চাই না—বোধ হয় ভবিষ্যতেও চাহিব না। চাই কেবল তোমাদের কল্যাণ তোমাদের উন্নতি তোমাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি তোমাদের জীবনে ভগবৎইচ্ছার পূর্ণ সফলতা দর্শন করিতে; তোমরা এ কাজে সচেষ্ট হইয়া সচেষ্ট থাকিয়া আমাকে একটু সাহায্য কর আমার প্রকৃত সেবা কর। যে টাকা ভালবাসে সে টাকা পেলে সুখী হয়, যে খেতে ভালবাসে সে ভাল ভাল খাবার পেলে তৃপ্তি বোধ করে, যে প্রতিষ্ঠার কাঙাল সে প্রশংসালাভে আনন্দ বোধ করে। আমি কিসে সুখী হই—তোমাদের নিকট কি চাই তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আমাকে তাহা দিয়া সুখী করিতে চেষ্টা করিও। তারপরে আমার স্বরূপটি মনে রাখিও, আমাকে সীমাবদ্ধ করিও না, সীমাবদ্ধ ভাবিও না, সীমাবদ্ধ হইতে দিয়ো না। ভক্তির সহিত কাহাকেও খাওয়াইলে বিশেষতঃ প্রকৃত গরীবকে খেতে দিলে তখন যে আমাকে খাওয়ান হইবে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। আর্ত্তের উদ্ধার, পীড়িতের সেবা, দীনদুঃখীর সাহায্য দ্বারা যে কি ভাবে আমার তৃপ্তিবিধান করা হয় আমার সেবা সম্পাদিত হইয়া যায় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। 'দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং

নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ' শ্লোকটি যেন মনে থাকে। যাহার যাহা অভাব তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা উচিত। তেলা মাথায় তেল ঢালা নিষ্ফল, যাহাকে খাওয়াইবার জন্য অনেকে ব্যস্ত তাহাকে খাওয়াইতে চেষ্টা না করিয়া যে খেতে পায় না তাহাকে খেতে দিলে আমাকে খুব তৃপ্তির সহিত খাওয়ান হয়। যীশু কি ভাবে গরীব চর্ম্মকারের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা মনে কর—শীতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে শীত হইতে রক্ষা করিয়া ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, পিপাসার্ত্তকে জল-দান ব্যাধিতকে ঔষধ দান করিয়া সে যীশুর সেবাসম্পাদনে সক্ষম হইয়াছিল। বিদুরের স্ত্রী যেরূপ প্রাণটা দিয়া তাহার প্রাণের কৃষ্ণচন্দ্রকে খাওয়াইয়াছিলেন সেইরূপ একটা প্রাণ লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। জিনিসের মূল্য অপেক্ষা প্রাণের মূল্য যে অনেক বেশী, প্রাণটাই যে জিনিসকে মূল্যবান করিয়া তোলে সেটা বুঝিয়া একটা প্রাণলাভের জন্য চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক।

ভালবাসার এবং সেবার এমন কি সকল কাজের মধ্যেই অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভালবাসা প্রেমময়ের—রসরাজের স্বরূপবিভূতি, ইহা আসে তাঁহার সেই প্রেমধাম হইতে আমাদিগকে তাঁহার সেই প্রেম-ধামে নিয়ে যাবার জন্য। ইহা সেই অপ্রাকৃত গুণাতীত দেশের অপার্থিব সামগ্রী, প্রকৃতির গুণের মধ্যে আসিয়া গুণের রং এ

রঞ্জিত হইয়া ইহা আবার সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভাব ধারণ করে। তামসিক ভালবাসার ভাব তামসিকপ্রকৃতির নিম্নশ্রেণীর জীবে দৃষ্ট হইয়া থাকে—ইহা উন্নতির জ্ঞানলাভের সাত্ত্বিকপরিণতির রোধক বাধক, জীবকে অজ্ঞানতার মোহে কুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া তাহার কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দেয়। এই ভালবাসার কুহকে পড়িয়া মানুষ ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহস্বরূপ মা-বাপকে অবহেলা করিতে শিখে, আত্মীয়স্বজনকে চিনিতে পারে না, নিজে ডুবিয়া প্রিয়জনকে অজ্ঞানসাগরে মোহকূপে ডুবাইয়া রাখিতে ভালবাসে। রজোগুণের ভালবাসায় মানুষকে চঞ্চল করিয়া তোলে পাথরের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেয় না—ভালবাসার পাত্রকে নিজের সুখের জন্য নিজের তৃপ্তির জন্য অধীন করিয়া দাবাইয়া রাখিতে ভালবাসে; তখন নিজের সুখ সে এত ভালবাসে যে তাহাতে প্রিয়জনের সুখ হয় কি দুঃখ হয়, কল্যাণ হয় কি অকল্যাণ হয়, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে না; তোমার দুঃখ হউক, বিপদ হউক, অপযশ হউক, এমন কি যদি তোমাকে নরকে যেতে হয় তাহাও ভাবিয়া দেখিবার আমার সময় নাই আমি আমার স্বার্থসিদ্ধি বাসনার তৃপ্তি যে ভাবেই হউক পূর্ণ করিয়া লইব। রাজসিক-প্রকৃতির লোক পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইতস্ততঃ করে না। 'শ্মশ্রুকণ্টক-বিদ্ধ' হওয়ায় বালক রোদন করিতে

ভালবাসার প্রকার ভেদ।

আরম্ভ করিয়াছে তবুও রাজসিক পিতা পুত্রমুখ-চুম্বনে বিরত হন না। আমার মতলব পূর্ণ করিতে হইবে এখন তাহা যে ভাবেই হউক এজন্য ছল-বল-কৌশল অবলম্বনে আমি দ্বিধা বোধ করিব না। শক্তিতে না কুলাইলে দোকানদারীর বেণেগিরির লেন-দেনের হিসাবের মধ্য দিয়া আপন অভাব দূর করিতে আপন তৃপ্তি সম্পাদন করিতে ইহারা কখনই পরাঙ্মুখ হয় না। এই তামসিক ও রাজসিক ভালবাসা জগতে কামে পরিণত—গীতায় এই কামরূপী ভালবাসাকে 'রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনো মহাপাপ্মা' বৈরীরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই কাম ভোগ দ্বারা তৃপ্ত না হইয়া ইহার কামনা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহার প্রভাবে মানুষ না করিতে পারে এমন দুষ্কর্ম্ম আর জগতে নাই, ইহা মানুষের প্রধান শত্রু। ইহা জ্ঞানীদের জ্ঞানকে পর্য্যন্ত আবৃত রাখিয়া আপন মহিমা বিস্তারে প্রয়াস পায়। ইহার উপরে সাত্ত্বিক ভালবাসা—সেটা জ্ঞানের শান্তির পরিণতির সহায়। 'প্রকাশকম্ অনাময়ং' তাহার স্বভাব। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি নিজের সুখের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়জনের সুখ হয় কি না সে দিকে দৃষ্টি রাখে, অনেক সময় নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রিয়জনকে সুখী করিতে, প্রিয়জনের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করে। সাত্ত্বিক ভালবাসাটা শ্রেষ্ঠ হইলেও গুণের, সুতরাং গুণজনিত দোষের অন্তর্গত। আসল ভালবাসাটা হচ্ছে গুণাতীত, সে ভালবাসাকে প্রকৃতির গুণ বিন্দুমাত্রও রূপান্তরিত করিতে, বিকৃত করিতে

সক্ষম হয় না। প্রকৃতির পূর্ণ পরিণতিতে সাধকদের চিত্ত পূর্ণভাবে শুদ্ধ ও শান্ত হওয়ার ফলে ভগবৎপ্রেম সেখানে ভক্তহৃদয়ে অবাধিতভাবে আপন মহিমা বিস্তার করিয়া বসে, আপন লীলা-মাধুরী প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই অনর্পিতচরী ভগবৎপ্রীতি একদিন প্রেমস্বরূপের রাসলীলায় রস-আস্বাদনের জন্য রসরাজ ও মহাভাবের মধ্য দিয়া জগতে প্রকট হইয়া গিয়াছিল। শুকদেব ইহা প্রচার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু রাম রায় ও স্বরূপ দামোদরের সহিত এই রস আস্বাদ করিয়া ভক্ত সাধকদের আস্বাদনের রাস্তা সরল সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া দিয়াছিলেন। অসাধক শুষ্ক নামধারী পণ্ডিতগণ চৈতন্যের ভাষায় 'কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধমগণ জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ' ব্যক্তিসমূহ সাধনার অভাবে সে রসে বঞ্চিত থাকিয়া আঙ্গুর টক বলিয়া সে সম্বন্ধে আপন আপন বিকৃত মত জগতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গুণাতীত ভালবাসা 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম' জগতে দুর্লভ হইলেও আমরা আমাদের ভালবাসাকে যথাসম্ভব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। আমাদের ভালবাসা যেন আমাদের প্রিয়জনদের আত্মীয়স্বজনদের প্রকৃত কল্যাণসাধনের, প্রকৃত পরিণতিলাভের, এক কথায় আমাদের পূর্ণত্বপ্রাপ্তির, ভগবৎ-অনুভূতির সহায় হয়। তোমরা আমাকে ভালবাসিলে নিশ্চয়ই আমার কল্যাণসাধনের, আমার ভিতর দিয়া ভগবৎবিকাশের

ভগবৎ ইচ্ছা পূরণের সহায় হইবে; তোমরাও দিন দিন যথা-শক্তি আপন আপন কল্যাণসাধনের, ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা করিবে; অন্যান্য সকলের ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতালাভের সহায় হইবে। আমাকে ভালবাসিতে হইলে আমার ভগবানকে ভাল-বাসিতে হইবে, আপনাকে ভালবাসিতে হইবে, আত্মীয়স্বজনকে এমন কি জীব মাত্রকেই ভালবাসিতে হইবে—সকলের কল্যাণ-সাধনে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যদি কেহ আমার ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া মা-বাপের সেবায়, জীবের সেবায় অবহেলা করিয়া আমার নিকট চলিয়া আসে তবে সে আমাকে ভালবাসে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। ভগবৎপ্রেম অন্য সম্বন্ধে মানুষকে উদাসীন করে 'সতী ছাড়ে নিজ পতি' 'দেহ গেহ স্মৃতি করে চুর' একথাগুলি আমরা কিন্তু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না। সতী ছাড়া অন্যে যে ভগবৎপ্রেমে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় না তাহাতো সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মলিন লৌহ চুম্বক দ্বারা ভালরূপে আকৃষ্ট হয় না।

ভগবৎপ্রেম

কংশ শিশুপাল জটিলা কুটিলা কৃষ্ণতত্ত্ব কি করিয়া বুঝিবে? সতীর চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়া গিয়াছে অহংতত্ত্ব একেবারে লয় হইয়া গিয়াছে। 'আমার' 'আমার' হইতে 'আ' উপসর্গটি একেবারে দূর হয়ে যাওয়ায় সব পদার্থই যে 'মার' রূপে মাতৃ-ভাবে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। রজ্জুতে আর সর্পবুদ্ধি আসি-বার অবকাশ নাই—"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি।"

যেখানে অহংভাব নাই অহংকারের প্রবেশ অসম্ভব সেখানে 'নিজ পতি' 'আমার পতি' 'আমার ঘর' 'আমার বাড়ী' 'আমার দেহ' আমার গেহ এসব অনুভূতি আর কি করিয়া অবস্থান করিবে? সে অবস্থায় যে পতির মধ্যে জগৎপতিকে দর্শন করিয়া পতির মধ্য দিয়া জগৎপতির সেবা করিয়া স্বকীয়ের মধ্যে পরকীয় রস আস্বাদ করিয়া, এক কথায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া জীবন সার্থক হয়। বাস্তবিকই সে অবস্থায় আমার দেহ আমার গেহ আমার মান আমার অভিমান সব দূরে পলায়ন করে। সে অবস্থায় জ্ঞানদাস বলেন 'লাজ ঘরে ভেজাও আগুনি' স্বকীয়ভাব অহংকারের ভাব দূর হইয়া গিয়া পরকীয়ভাব পরমাত্মভাব, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি আপনা হইতে আসিয়া সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে আবির্ভূত হয়। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি"; "যত্র যত্র মনোযাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্"—যে এই অবস্থার কথা। 'রূপে ভরল দিঠি' গানটি দ্বারা রাধারাণীর এইভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। সখীগণ রসোদ্গার লীলার মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব আস্বাদ করিতে প্রয়াস পান। রাধারাণী জীবাত্মা সমাধি অবস্থায় কৃষ্ণচন্দ্রে তন্ময় হইয়া অমনস্কভাবে সখীদের আসাক্ষাতে যে তত্ত্ব আস্বাদ করেন ধ্যানের অবস্থায় মন সে আনন্দ অনুভব করিতে চেষ্টা করে। রস আস্বাদনের সময় সখীদের, মনের—মনোবৃত্তির সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

'কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আটপাশ'—কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিও। "জ্ঞানং কুতঃ সম্ভবতীহ তাবৎ প্রাণোঽপি জীবতি মনো ন ম্রিয়তেঽপি যাবৎ। প্রাণং মনঃ দ্বয়মিদং বিলয়ং নয়েৎ যঃ মোক্ষং স গচ্ছতি নরো ন কথঞ্চিদন্যঃ॥" শ্লোকটা বুঝিতে চেষ্টা কর। বাস্তবিক ভগবৎতত্ত্ব মন ও প্রাণের উপরে, তাই মন ও প্রাণের লয় সাধন করিতে না পারিলে সে তত্ত্ব আস্বাদ করা যায় না। তাই রাধাকৃষ্ণের মিলনের সময় সখীরা দূরে সরিয়া পড়িতেন।

…আমাকে চিনিয়া থাকিলে আমার ভালবাসা তোমাদের নিজেকে ভালবাসিতে আত্মীয়স্বজনদের ভালবাসিতে জীব-দেহস্থ শিবকে ভালবাসিতে সাহায্য করিবে, উৎসাহিত করিবে। আর তখন আমার ভালবাসাটা শুধু স্থূলে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তোমাদিগকে সূক্ষ্ম-কারণের মধ্য দিয়া গুণাতীত ভগবৎধামে নিয়া গিয়া তোমাদের সকল ভালবাসাকে ভগবৎ-প্রেমে তোমাদের সকল কাজকে ভগবৎপূজায় পরিণত করিতে সাহায্য করিবে।…এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ আমার সেবা মানে কি? কি করিলে আমার সেবা করা হয়। ভগবৎ বুদ্ধিতে নিজের কল্যাণের জন্য—জীবের কল্যাণের জন্য—ভগবৎপ্রীতি সম্পাদনের জন্য, ভগবৎ-বিকাশের সহায় ভাবে, সচ্চিদানন্দের বিকা-শের অনুকূল যাহা কিছু করিবে তাহা দ্বারা আমার তৃপ্তি

আমাকে ভালবাসা

সম্পাদন করা হইবে—আমার সেবা সাধিত হইবে। স্থূলভাবে তোমরা জান কেহ আমার কাপড় ধুয়ে দিবে, কেহ আমার গায় হাওয়া করিবে, কেহ আমার পদসেবা করিবে—এ জাতীয় সেবা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি শুধু ভাতেভাত খেতে ভালবাসি। ইহা ছাড়া যাহা কিছু আমাকে খেতে দেওয়া হয় তাহাতে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয়। যে পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরিতে থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমাদের যে বিলাসিতার খাদ্য খাইবার—বিলাসিতার জিনিস ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। যে মায়ের সন্তান না খেয়ে মরিতেছে তাহাকে চর্ব্ব্য চোয্য লেহ্য পেয় খাদ্য খেতে বলিলে, খেতে দিলে, তাহাকে যে কিরূপ কষ্ট দেওয়া হয় তাহা একবার বুঝিতে চেষ্টা করিও, যে মার সন্তান বস্ত্রাভাবে শীতে কষ্ট পায়—মরিতে বসে সে মাকে ভাল বিছানায় শুতে দেওয়া শুতে বলা ভাল ভাল বস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া, ব্যবহার করিতে বলা যে কি নৃশংস ব্যাপার তাহা কি একবারও বুঝিতে চেষ্টা করিবে না? ভগবান দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন দেখাইয়া দিয়াছেন যে জীব মাত্রই আমার ছেলে মেয়ে, মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন হইতেও বেশী প্রিয়—ইহারা আমার আত্মার পরমাত্মার জীয়ন্ত বিগ্রহ। যিনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয়—অন্য সকল হইতে প্রিয় এমন কি আমার আত্মা হইতেও প্রিয় তিনি আমার অন্তরাত্মা। আমার সেই পরমাত্মাই এই অনন্ত-

রূপ পোষাক পরিয়া অনন্ত জীবরূপে অনন্ত ভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ যদেষঃ অন্তরতমঃ আত্মা'—শ্লোকটি স্মরণ কর।......ইহাদের খেতে না দিয়া আমাকে খেতে দেওয়া ইহাদের সেবা না করিয়া আমার সেবা করা যে আমাকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! জীবের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করা জীবের কল্যাণসাধনে জীবন উৎসর্গ করা—জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হওয়া ভগবৎবিকাশের অনুকূল কাজ করাই যে আমার সেবা করা, তাহা বোধ হয় এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ। আমার কোনওরূপ সেবা কাহারও সেবায় বাধা দিবে কাহাকেও আপন কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ করিবে ইহা যে একান্ত অসম্ভব কথা। আমার ভালবাসা পাইলে আমাকে ভালবাসিতে শিখিলে তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনদের আরও সুন্দর ভাবে ভালবাসিতে সুখী করিতে সক্ষম হইবে।......আমার এই কথাগুলি চিত্তে বদ্ধমূল করিয়া একবার ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে চেষ্টা কর, কি করিলে আমার সেবা করা হয়, কিসে আমি তৃপ্তি বোধ করি, তার পরে ইচ্ছা হইলে প্রবৃত্তি জন্মিলে ক্ষমতা থাকিলে যথাশক্তি যথাসম্ভব আমার সেবা করিতে আরম্ভ কর তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। যে সেবা জোর করিয়া আমার নিয়মভঙ্গ করিতে, আমার কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিতে

আমার সেবা

আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে, ভগবৎআদেশ লঙ্ঘন করিতে—ভগবৎইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে এক কথায় আমায় কুপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে সে সেবা গ্রহণ করিতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। যাহারা বলে সকলকে সন্তুষ্ট করা উচিত, যে যাহা দেয় তাহা খাওয়া উচিত, যে পদসেবা করিয়া সুখী হয় তাহাকে পদসেবা করিতে দেওয়া উচিত, তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম, কারণ তাহাদের উপদেশের মধ্যে আমি ভগবানের সঙ্কেত দেখিতে পাই না, তাহাদের উপদেশ আমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি ভগবান রামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু শঙ্কর মহম্মদ চৈতন্য প্রভৃতি কেহই সকলকে সুখী করিতে সক্ষম হন নাই। ইহাঁদের মতে বাধা দিতে ইহাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইহাঁদের অপবাদ ঘোষণা করিতে কখনও লোকের অভাব হয় নাই। তারপরে কয়জনের কথা শুনিব? প্রত্যেকেই আপন আপন মতে চালাইতে শশব্যস্ত। অথচ এক সময়ে দশ জনে দশ দিকে যেতে বলিলে সকলের কথা শুনা অসম্ভব। অন্যের কথায় সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াটা যত সহজ কুখাদ্য খাওয়া বিষ খাওয়া তত সহজ নহে। কেহ গরমের সময় হাওয়া করিয়া বা পদসেবা করিয়া আমার অভ্যাসটা বিগড়াইয়া দিলে একটা কু-অভ্যাস তৈয়ার করিয়া দিলে তাহার সমস্ত ফল যে আমাকেই ভোগ করিতে হইবে।

আমার বদভ্যাস জন্মিবে না একথা আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যেখানে বড় বড় মহাত্মারা পর্য্যন্ত বদভ্যাসের বশীভূত হইয়া কষ্ট পান সেখানে আমার মত নগণ্য লোকদের পক্ষে বীরত্ব দেখাইতে যাওয়া অসম সাহসের কার্য্য ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। অনেক বিখ্যাত মহাত্মাদিগকে তামাকের অভাবে নস্যর অভাবে কষ্ট পেতে দেখিয়াছি। পদসেবা না করিলে ঘুম হয় নাই ইহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সমস্তকে আমি সাধুদের পক্ষে ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে প্রস্তুত নহি। সকলকে সুখী করা অসম্ভব। সকলেই আপন আপন মতলব অনুসারে আমাকে চালাইতে চেষ্টা করিবে যাহার মতে চলিব সে সন্তুষ্ট থাকিবে সে প্রশংসা করিবে আর যাহার মতে চলিব না সে অসন্তুষ্ট হইবে অযথা নিন্দা করিবে। এজন্য আমি চেষ্টা করিব আমার ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতে তাঁহার বিধান মত চলিতে, তাহাতে যিনি অসন্তুষ্ট হইবেন তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা, সন্তুষ্ট রাখা, আমার শক্তির বাহিরে।......আমার সেবা করা অনেক পরের কথা আমাকে যাহাতে কষ্ট দেওয়া না হয় আগে তাহার চেষ্টা কর। যে মায়েরা আমার সেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁহারা বোধ হয় একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে ছেলে মেয়েদের বকিলে আমাকে বকা হয়, তাহাদের প্রহার করিলে আমাকে প্রহার করা হয়। কোনও জীবকে অযথা কষ্ট দিলে যে আমাকেই কষ্ট দেওয়া হয় তাহা

প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়া কায়মনোবাক্যে কাহারও অযথা কষ্টের কারণ হইবে না—'কায়েন মনসা বাচা ন কুর্য্যাৎ প্রাণিপীড়নং' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। ইহার পরে বুঝিতে চেষ্টা কর যে তোমরা অন্যায় কাজ করিলে কুকথা বলিলে কুচিন্তা করিলে মিথ্যাকথা বলিলে আমাকে কি ভাবে কতটা কষ্ট দেওয়া হয়। "ওপথে যেওনা ফিরে এস বলে কাণে কাণে কত কয়েছ, আমি তবু চলে গেছি ফিরায়ে আনিতে পিছু পিছু তুমি ধেয়েছ।……আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে কেঁদে কেঁদে তুমি রয়েছ।" গানটা বুঝিতে পার কি ?…এসব কাজ দ্বারা আমার বন্ধুরা সময় সময় আমার প্রাণে যে কি ভাবে আঘাত করেন তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান না। ভাবিয়া দেখিলে তাঁহারা বোধ হয় সব রকমে ভাল হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আনন্দ ছাড়া, যে তোমাদের নিকট আর কিছুই চায় না সুখে থাকিয়া সুখী হইয়া তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা না করা কি পরিতাপের কথা, তাহা কি একবারও তোমাদের মনে পড়ে না ? 'জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়—আমায় ধর নিতাই' কথাটা একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছ কি ? ভগবানের উপর একটু দয়া কর—অমন দয়াল ঠাকুরকে কি আর এই ভাবে কাঁদান উচিত ?

……নিজে মুক্ত না হইলে প্রিয় বস্তুকে মুক্ত না দেখিলে

ভালবাসা তৃপ্তি বোধ করে না।······কাহারও সম্বন্ধে যতক্ষণ আমরা মুক্ত না হই ততক্ষণ আমরা তাহাকে পেতে পারি না। যে ধনী অর্থকে সৎকার্য্যে আবশ্যক মত দান করিতে পারে না, সে অর্থের অধীন। সে অর্থকে সংগ্রহ করিয়াছে বটে কিন্তু সে অর্থকে পায় নাই—অর্থের উপর তাহার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই সে অর্থের গোলাম। কামুক তাহার স্ত্রীকে খুব কমই পেয়ে থাকে। যে রূপের গোলাম সে রূপের স্থূল ভাগটায়, তাহাও একটা নির্দ্দিষ্ট অংশে আসক্ত হইয়া সূক্ষ্মকারণের কথা তো দূরে থাকুক—স্থূলের অপর অংশটাও যে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। রূপের ভিতর দিয়া সেই অরূপী পর্য্যন্ত পৌঁছানতো দূরের কথা সে যে রূপ ছাড়া আর বেশী কিছুই ভোগ করিতে পারে না। শব্দ স্পর্শাদি সম্বন্ধেও এই নিয়ম। আসক্তি আমাদের ভোগকে উপলব্ধিকে বিশেষভাবে খণ্ডিত করিয়া দেয়। যে যার গোলাম সে যে তাহাকে বাঁধিয়া রাখে—বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, অন্যত্র যেতে দেয় না—অন্যত্র ভোগ করিতে আনন্দ করিতে তাহার বিশেষ আপত্তি। আসক্তি হচ্ছে এই বন্ধন-রজ্জু। মুক্ত পুরুষকে কেহ বেঁধে রাখিতে পারে না—সর্ব্বত্র তাঁহার অবাধ গতি। তাঁহার দেখা-শুনায় বাধা দেয় কার সাধ্য? ······ভোগ করিতে জানে সে, যে স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম কারণ ভেদ করিয়া স্বরূপ পর্য্যন্ত আত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে পারে—সে যায় বেশী দূর পর্য্যন্ত, সুতরাং দেখে বেশী, পায় বেশী,

ভোগ করে বেশী এবং ইহার ফলে প্রতিক্রিয়ারূপে যাহাকে দেখে ভোগ করে, পায়—সেও যে দেখিবার পাইবার ভোগ করিবার বেশী সুযোগ পাইয়া বেশী পরিমাণ আকৃষ্ট হয়। স্বরূপপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণ এইজন্য এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। সেখানে আনন্দটা অনন্ত প্রসার লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে পর্য্যবসিত হইত; জানাটা অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়া—ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইত এমন কি ভোগটা পূর্ণতা লাভ করিয়া ব্রহ্ম-উপভোগে সমর্থ হইয়া পরম সাধনার ফল প্রসব করিত।……যে কামনা বাসনা সংস্কারের গোলাম সে আর ভোগ করিবে কি করিয়া? এই জন্য যে প্রকৃত প্রেমিক সে তাহার প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় সেই পরম প্রেমিক আমাদের এতটা স্বাধীনতা দিয়াছেন যে আমরা তাহাকে না দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া অস্বীকার করিলেও তাহাতে তাহার আপত্তি নাই। এতটা স্বাধীনতা না দিলে তিনি কি করিয়া আমাদের ভিতর দিয়া তাঁর প্রেম আস্বাদ করিবেন? 'None but the brave deserves the fair' বাস্তবিকই মুক্ত না হলে বীর না হলে ভোগের ক্ষমতা লাভ করা যায় না—মহাদেবের মদনভস্ম তাহার সাক্ষী। প্রেমিক তাহার ভালবাসার পাত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পূর্ণভাবে স্বাধীন করিতে পূর্ণ ভাবে স্বাধীন দেখিতে ভালবাসে। নতুবা পরস্পরের ভাবলহরী কি

আসক্তি।

করিয়া পরম উৎকর্ষ চরম সার্থকতা লাভ করিবে? যেখানে ছলে বলে কৌশলে বা রূপগুণের মোহজাল বিস্তার করিয়া প্রেমাস্পদকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিবে সেখানে খুঁজিয়া দেখিও কাম প্রেমের অভিনয় করিতে বসিয়াছে—তাহার গতি নরকের দিকে, পরিণাম অশান্তি, দুঃখ-ভোগ। আমার প্রেমা-স্পদ আমার কথা ভাব বা কাজের অধীন হইবে—অধীন থাকিবে ইহা প্রেমিক কখনও সহ্য করিতে পারেন না। তবে এই স্বাধীনতার পূর্ণ পরিণতি পূর্ণ সার্থকতা যে আত্মনিবেদনে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেমিক বলেন আসিতে ইচ্ছা না হইলে আসিয়া কাজ নাই—ভাল বাসিতে ইচ্ছা না হয় ভাল বাসিয়া কাজ নাই—'ভালবেসে যদি দুখ পাও সখা, পায় ধরি ভাল বেসোনা।'—জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা না হলেও কিছু বলিব না তখন দূরে বসিয়া তোমার ধ্যান করিব তোমার কল্যাণ কামনা করিব। ফুলটি ভাল লাগে বলিয়া তাহাকে তাহার আশ্রয় হইতে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহাকে কষ্ট দিব তাহার কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিব তাহার ভগবৎইচ্ছা পূরণের প্রতি-বন্ধক হইব। ইহা যদি প্রেম হয় তবে ঘোর স্বার্থপরতা কামুকতা আর কাহাকে বলে? 'যাঁহা নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ'—তাহাকে যে চৈতন্যদেব প্রেম বলিতেন সে প্রেম বৈষ্ণবধর্ম্মের সার তত্ত্ব। ......আমার ভালবাসার পাত্রকে আমার ইচ্ছার গোলাম করিতে গোলাম দেখিতে, আমি কিছুতেই প্রস্তুত নহি। তাহাকে পূর্ণ

স্বাধীনতা দিতে হইবে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ পরিণতি-লাভের রাস্তা দেখাইয়া দিতে হইবে। যে কাহাকেও নিজের গোলাম করিয়া রাখিতে চায় সে স্বাধীনতার মূল্য ভালবাসার তত্ত্ব কখনও আস্বাদ করে নাই। নিজে স্বাধীন হইব সকলকে স্বাধীন দেখিব সকলকে স্বাধীন হইতে সাহায্য করিব ইহাই তো মুক্ত পুরুষের প্রেমিকের কাজ।

……আমার ভালবাসা যদি তোমাকে অপর সকলের পবিত্র ভালবাসা থেকে—কাহারও প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করা হইতে বঞ্চিত করে তবে জানিও এ ভালবাসার মূলে কাম—আত্মসুখ কামনার বীজ লুকাইয়া আছে। আমার ভালবাসাটা ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে ঠিক ভাবে আস্বাদ করিতে পারিলে তুমি তোমার আত্মীয়দিগকে এমন কি সকল জীবকে ভাল বাসিতে শিখিবে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে সকলের সেবায় উৎসাহিত হইবে। সমস্ত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করাই ধর্ম্ম। একদিকে বেশী ঝুঁকে পড়ে সে-দিকে বিশেষভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়ে অন্যদিকে দৃষ্টির অভাবকে কর্ত্তব্য অবহেলাকে উদাসীনতাকে আমি ধর্ম্মানুমোদিত কাজ বলিতে পারি না। যে স্ত্রীর ভালবাসায় স্বামীকে মাতৃসেবায় ভ্রাতৃপ্রেমে, বন্ধুদের, দেশবাসীদের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহিত না করিয়া বাধা দেয় সে স্ত্রীকে আমি আদর্শ স্ত্রী বলিয়া সম্মান করিতে প্রস্তুত নহি। সর্ব্বত্র সমদর্শন শক্তিলাভের চেষ্টা

করাই আদর্শ—এখানে সমদর্শন মানে সকলকে ব্যবহারিক, ভাবেও একরূপে দেখা নয়। সকলের ভিতরে যে পরম আত্মা রহিয়াছেন সেই শান্ত সম সর্ব্বগত, আত্মাকে দেখিয়া সাজের অনুকূল ভাবে যাহার প্রতি যতটুকু কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুমোদিত তাহা সম্পাদনে বুদ্ধি স্থির রাখিতে হইবে। নতুবা স্বামীর প্রতি যে কর্ত্তব্য সকলের প্রতি সেইরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ সকলকে একভাবে সেবা করায় সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খল ভাব আসিয়া পড়িবে। বিভক্তের মধ্যে অবিভক্তকে দেখা ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখা—সকলের ভিতরে আত্মাকে পরমাত্মাকে দেখিতে চেষ্টা করা জগতের কাল্পনিক ভেদ ভাবগুলি যাবতীয় ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, অশান্তি, কলহ আদি দূর করিয়া সকলের ভিতরে একটা প্রীতির ভাব প্রেমের ভাব স্থাপন করিবার জন্য সমদর্শন আবশ্যক। গাছের গোড়ায় এক অভেদ ভাব ডাল-পাতায় ফলফুলে কতটা ভেদভাব, সেখানে দুইটি পাতায় সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য অসম্ভব। এখানে পাতাগুলি যদি পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া পরস্পরের অনিষ্ট সাধনে ব্যস্ত হয় তবে মহান্ অনর্থের উৎপত্তি হইবে, আর যদি ইহারা গোড়ার দিকে দৃষ্টি করিয়া মূলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরস্পর সদ্ভাব বজায় রাখিয়া আপন আপন কল্যাণ সাধনে ব্যস্ত থাকে তবে সকল পাতার ভালের পক্ষেই উন্নতিলাভ সহজ হইবে। হাতটা পাটা মাথাটা মুখটা সকলে এক দেহকে এক আত্মাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে—বর্ত্তমান থাকে।

ইহাদের একের উন্নতিতে অন্যের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরের অবনতি। সকল অবয়ব মিলিয়া একটি পূর্ণ দেহ; ইহাদের সকলের ভিতর দিয়া ভগবানের একটা মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভে চেষ্টা করিতেছে। সে চেষ্টার ফলেই তো আমরা আমাদের সকল অবয়বের পক্ষে সম দৃষ্টি সম সহানুভূতি লাভ করিয়া থাকি। সকল দিকে প্রকৃত স্বাস্থ্যের দিকে ভগবৎ-উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি থাকিলে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের অনিষ্ট করিতে কখনও প্রবৃত্ত হয় না। সেইরূপ সমস্ত মনুষ্যের সমস্ত জীবের মধ্য দিয়া ভগবানের একটা মঙ্গলময় সচ্চিদানন্দ বিকা· শের ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভে চেষ্টা করিতেছে, সেই ইচ্ছাটার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা প্রত্যেকে যদি আপন আপন উন্নতির চেষ্টা করি পরস্পর পরস্পরকে উন্নতিলাভে সাহায্য করি তাহা হইলে জগতে বিবাদ-বিসম্বাদ অনেকটা কমিয়া গিয়া মর্ত্তে স্বর্গ-রাজ্য স্থাপনের সংসারে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। ভিতরকার সমের শান্তের শিবের দিকে দৃষ্টির অভাবই তো যত অশান্তির কারণ। মার সকল ছেলে মেয়ে পৃথক পৃথক ভাবে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যসাধনে ব্যস্ত থাকিলেও ইহাদের সাধারণ সম্পত্তি উৎপত্তির স্থান সমতার মূল কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ মার দিকে মাতৃস্নেহের দিকে দৃষ্টি থাকিলে পরস্পরের সদ্ভাব রক্ষা, শান্তি স্থাপন, আনন্দ উপভোগ সহজ হইয়া পড়ে। সাধুগণ সকল জীবের ভিতরে সেইরূপ জগৎ

মাতাকে জগৎমাতার বাৎসল্য ভাবকে জগৎমাতার সর্ব্বজন-হিতৈষী মঙ্গলময়ী ইচ্ছাকে বুদ্ধের মৈত্রী ভাবকে সন্দর্শন করিয়া যথাসম্ভব সকলের ভিতরকার বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিয়া শান্তি স্থাপনে যত্ন করিয়া থাকেন। নতুবা সমদর্শন মানে এ নয় যে বিচক্ষণ মন্ত্রীর আসনে একজন সামান্য অজ্ঞানী মজুরকে বসাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করা। সকলের ভিতর দিয়া সমকে ব্রহ্মকে পরমাত্মাকে দেখিয়া সকলের উপর আত্মভাব আত্মীয় ভাব পোষণ করিয়া যথাসম্ভব সকলের কল্যাণসাধনে যত্নবান হইতে হইবে—ইহাই তো সমদর্শন। * *

যাহারা কাজের মধ্য দিয়া ভাবের মধ্য দিয়া সাধনার মধ্য দিয়া আমাকে পায় তাহারা আমাকে অনেকখানি বেশী করিয়া পাইয়া থাকে। সকলকে ভালবাসিয়া তাহার মধ্য দিয়া আমাকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিও, সকলের সেবার মধ্য দিয়া আমার সেবা যে অতি সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইয়া যায় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও। আমি যেমন আমাকে একটা দেহে সীমাবদ্ধ মনে করি না তোমরাও তেমনি আমাকে এই একটা দেহে সীমাবদ্ধ করিও না। গীতা বলেন আমাদের আত্মা নিত্য সর্ব্বগত। আমরাও আমাদের ভগবানের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী—আমাকেও যে সর্ব্বগ হইয়া সকলকে পেতে হবে; যাহাতে আমি সীমাবদ্ধ (সংস্কার দ্বারা) না থাকিয়া ব্যাপী হইয়া পড়িতে পারি তাহার

চেষ্টা করিও আমি যে সকলের চোখ দিয়া দেখিতে সকলের মুখ দিয়া খেতে সকলের সুখের ভিতর দিয়া সুখী হইতে ভালবাসি তাহা যেন মনে থাকে। আমাকে খাওয়ান মানেই গরীবকে খাওয়ান—ক্ষুধিতকে খাওয়ান, আত্মীয়স্বজনদের খাওয়ান এবং নিজে খাওয়া। নিজেরা সুখে থাকিলেই মনে করিবে আমাকে সুখে রেখেছ। আমার আত্মা সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বভূত-হিতে রত থাকাই আমার হিতসাধনা। এক দিকে বেশী মনোযোগী হতে গিয়ে অন্য বিষয়ে উদাসীন হওয়া আমি ভগবৎপ্রাপ্তির, প্রতিকূল মনে করি। আমার চিন্তা যদি আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল কামনায় মঙ্গলসাধনে উদাসীন করিয়া দেয় তবে তাহাতে আমার তৃপ্তিসাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিবে।

আগ্রা,
৩১।৮।১৯২৮।

৫

* * আমার বন্ধুদের অনেকের ইচ্ছা আমি কোথাও চুপ করিয়া বসিয়া সাধন ভজন করি—লোকের সঙ্গে না মিশি, কোথাও না যাই। ইহার কতকটা আবশ্যকতা আমি যে মনে করি না তাহা নয় তবে ইহার দাম যতটা তাহা অপেক্ষা বেশী বলিতে আমি কিন্তু প্রস্তুত নই। যাহার ভগবান সর্ব্বব্যাপী জীব যাহার নিকট পোষাক-পরা শিব—সাক্ষাৎ জীয়ন্ত ভগবৎবিগ্রহ—তাহার পক্ষে জীবকে অগ্রাহ্য করা জীবের সেবায় পরাঙ্মুখ থাকা নিজেকে অন্য অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করা যে কি ব্যাপার তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না বা ভাবিয়া দেখেন না। যদি কখনও কোন দিন আমার মনে হয় যে আমি কোন বিষয়ে একটা সামান্য বিষ্ঠার কৃমি হইতে শ্রেষ্ঠ তবে সেই দিনই আমি মনে করিব আমার জীবনে পতনের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। অহংকারকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শত্রু মনে করি। আমি কোথাও একজন হইয়া বসিব দশজনে আমার কাছে আসিবে ইহার পরিণামে যে কি ভাবে অহংকার

আসিয়া জুটিতে পারে তাহা আমি যেন বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারি।' অনেক উন্নত সাধককে এই ভাবে অজ্ঞাতসারে একটী অহংকারের প্রতিষ্ঠার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে সমস্ত সাধনা বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তির চরম ফলকে আহুতি দিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি ! সে রাস্তায় আমার মত নগণ্য লোকের না যাওয়াই শ্রেয়স্কর। সাধনভজনের অসুবিধা হইতে পারে, জীবসেবায় বাধা জন্মিতে পারে, কিন্তু ইহাতে এত অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। একবার অহংভাব আসিতে পারিলে যে একেবারে সমূলে সব নাশ করিয়া বসিবে।.........সকলকে গুরু করিয়া সকলের নিকট হইতে অনেক জিনিস শিখিবার সুযোগ পাই। একবার নিজেকে গুরু হইতে দিলে অনেকের নিকট হইতে অনেক জিনিস শিখিতে বাধা পাইব। আমি এতটা বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত নহি। তার পর যে তাহার পরম গুরুকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়া সব জীবকে একবার গুরুত্বে বরণ করিয়া ফেলিয়াছে, সে আবার কি করিয়া কাহাকেও শিষ্য করিতে সাহস করিতে পারে ? জীব মাত্রই যে প্রণম্য উপাস্য। ....

মানুষ হইতে কখন কখন দূরে গিয়া সাধনভজন নিয়া থাকিয়া যে-সব তত্ত্ব আস্বাদ করা যায় মাঝে মাঝে মানুষের মাঝখানে গিয়া মানুষের মধ্যে বাস করিয়া সেই সব শিক্ষার সারগুলিকে পাকা করিয়া লওয়া যে বিশেষ আবশ্যক' মনে হয়।

ভাবে ও কাজে সংসারে অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়—আমি তাহা পচ্ছন্দ করি না—আমার তাহা ভাল লাগে না, অনেক সময় আমি তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলি। আমি যাহার বিরুদ্ধে বলি, যাহা নিন্দা করি তাহা লোকে যদি আমার ভিতরে দেখিতে পায় তবে তখন আমাকে লোকের কতটা কপট মনে করা উচিত? 'চা' খাওয়া অন্যায় বলিয়া আমি যদি আবার নিজে চা খেতে বসি তবে সেটা যে একটা ভয়ানক মিথ্যাচারে পরিণত হইবে।

ধ্যানে অনুভব
জাগ্রতে সেবা

ধ্যানে যাহা শিখিলাম কাজের মধ্য দিয়া তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে। ধ্যানে যে ভগবানকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিলাম জাগ্রতে কার্য্যক্ষেত্রে সেই ভগবানকে সর্ব্বভূতে দর্শন ও সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতে হইবে। সমাধি অবস্থায় চিত্তের যে শান্ত ভাব থাকে কার্য্যক্ষেত্রে সংসারের কুরুক্ষেত্রের মাঝখানেও সে ভাব ঠিক না রাখিতে পারিলে সাধনভজন করিয়া আর কি লাভ হইল? শান্ত সমুদ্রে হাল ধরা তো আর একটা কিছু কঠিন কর্ম্ম নয়? তারপর আমি তো শুধু নির্গুণ ব্রহ্মবাদী নই—আমার ভগবান যে একাধারে সগুণ নির্গুণ ও গুণাতীত—যিনি আত্মভাবে পরমাত্মা তিনি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনিই আবার স্থূলভাবে 'বিশ্বরূপ-বিগ্রহ'। জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি জীব তাঁহার জীয়ন্ত বিগ্রহ। ব্রহ্মকে শুধু নির্গুণ মনে করিলে লোকালয় হইতে দূরে গিয়া সেই নির্গুণ

ব্রহ্মের ধ্যানে একদম চোক নাক বুজে সমাধি মগ্ন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করা যাইত, নির্গুণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করাই আমার জীবনের প্রধান সাধনা হইয়া পড়িত। কিন্তু আমার ভগবান যে নির্গুণ নন সগুণও বটেন, সুতরাং তাঁহার পূজা যে আবার চোখ খুলে কায-কর্ম্মের ভিতর দিয়াও না করিলে আমার চলে না। শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমার ভগবানের উদ্দেশ্য হইলে তিনি বোধ হয় আমার সমস্ত দেহের ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এতগুলি সুন্দর সুন্দর কল কব্জার ব্যবস্থা করিতেন না। ....

আমি জাগ্রতে পূজা করি আমার বাহিরের ইন্দ্রিয় দ্বারা—কাজের মধ্য দিয়া—আমার সগুণ ব্রহ্মের; স্বপ্নে পূজা করি ভাবের মধ্য দিয়া—ধ্যানযোগে—আমার নির্গুণ ব্রহ্মের; সুষুপ্তি বা সমাধি অবস্থায় পূজা করি যেন একটা কি হইয়া কি লইয়া কার সঙ্গে! সে অবস্থায় যেন পূজ্য পূজক ও পূজার ভেদভাবগুলি কোথায় চলিয়া যায়। শাস্ত্র বলেন সে সম্বন্ধে নাকি কিছু বলা, কওয়া, ভাবা চলে না। মানুষেরা আমাকে বেশী ভালবাসিয়া সীমাবদ্ধ করিতে চায়। .... আমার কল্যাণ যে কিসে, আমার কর্ত্তব্য যে কি, আমার উপাস্য উপাসনা যে কোন্ অবস্থায় কি রকমের তাহা তো আর সকলে বুঝিতে পারে না। ....তবে আমি চেষ্টা করি নিজের মত বজায় রাখিয়া সকলের মতে চলিতে। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু আমার ভগবানের মতে চলা। তবে যার মত তাঁর

মতের অনুকূল তার মতে চলিতেও আমার অসুবিধা হয় না; আমি দেখিব শুধু তাঁহাকে—শুনিব শুধু তাঁর কথা—করিব শুধু তাঁর সেবা তাঁর কাজ—ধ্যান করিব শুধু তাঁহার; তবে ইহার মধ্য দিয়া যাহাদের দেখা, যাহাদের কথা শুনা, যাহাদের সেবা করা হইয়া যাইবে তাহারাও আমার প্রাণের পূজা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। তোমরা আরও সুন্দর আরও মধুর আরও পবিত্র হও—তোমাদের ভিতর দিয়া যেন তাঁকে দেখিতে পাই—তোমাদের কথা যেন তাঁর কথা মনে করাইয়া দেয়। ....

১৯০৪।

৬

* * শান্ত বলিলে আমরা কেমন একটা কর্ম্মশূন্য প্রস্তরবৎ অবস্থা মনে করি। যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি যে চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিমগ্ন না থাকিয়া আনন্দ-নেশায় ঢুলু ঢুলু অবস্থাটা ছাড়িয়া শিবের সেবায়, জীবের সেবায়, জগতের কল্যাণ সাধনে তৎপর থাকিতে পারেন তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। সিদ্ধ মহাত্মারা যাঁহার জ্ঞানে যাহার ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সেই

শান্ত পাথর হওয়া নয়।

ভগবান এবং তাঁহার বিশেষ বিশেষ অবতারগণ যে কিরূপ কার্য্য-তৎপর তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া সমস্ত দূর করিয়া সমস্ত চঞ্চলতাকে নিয়মিত করিয়া যে কি ভাবে আদর্শ মনুষ্য আদর্শ পুরুষ শান্তরূপে অবস্থান করেন তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তিকে নিয়মিত করিয়া জগতের ধ্বংসের পরিবর্ত্তে কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়া রাখাই যে শান্ত-আদর্শ কর্ত্তার প্রধান গৌরবের চিহ্ন। কালীর দেবাসুর-সংগ্রামের মাঝখানে থাকিয়াও শিব কি ভাবে শান্তরূপে অবস্থান করিয়া তাঁহার আদ্যাশক্তিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহাকে নিয়মিত রাখিতেন, জগতের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিতেন তাহা হিন্দুগণ একদিন বেশ সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সমস্ত শক্তির তাণ্ডবনৃত্যের মাঝখানে শান্ত ভাবে অবস্থান করিতে যে কত শক্তির প্রয়োজন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সব অবস্থায় ক্ষমা-মন্ত্রের অহিংসা-মন্ত্রের সাধনা যে কতটা শক্তির সাধনার সংযমের পরিণত অবস্থায় সম্ভব হয় তাহা আমরা ভাবি না। একখানা শ্লেটের উপর দিয়া বলটা নীচের দিকে গড়াইয়া যাইতেছে দেখিলেই আমরা তখন বলের মধ্যে শক্তির কল্পনা করি, বলটা স্থির থাকিবার শক্তির অভাবেই যে ঐ ভাবে চলিয়া যাইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না। একটা পোকা ঐ অবস্থায় পতনের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া

কি ভাবে আপন শক্তির পরিচয় দেয় তাহা চিন্তা করা দরকার। শিবের শান্তমূর্ত্তির মধ্যে অনন্ত বিরুদ্ধ শক্তি পূর্ণরূপ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। উহা শক্তির অভাবের ফল নয়—পূর্ণ বিকাশের ফল। আমরা একান্ত স্থূলদর্শী হয়ে পড়ায় আর শক্তির সূক্ষ্ম খেলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। ...... শান্ত আদর্শে শক্তির অপব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়-মন শান্ত হয়েছে ইহার মানে এই নয় যে চোখ আর দেখবে না—কান আর শুনবে না—হাত আর কাজ করবে না—মন আর চিন্তা করবে না। শক্তির অভাব শান্ত অবস্থার দ্যোতক নহে। ......, যে ভাবে যে দিকে যতটা দেখা শুনা ভাবা কাজ করা ভগবৎ-ইচ্ছা—জগতের কল্যাণের জন্য একান্ত আবশ্যক—ঠিক সেই ভাবে ততটা দেখা শুনা ভাবা ও কাজ করায় কার্য্যই চলিতে থাকিবে, সংস্কার আসক্তি স্বার্থপরতা অজ্ঞানতা আর তাহাকে চালাইতে সক্ষম হইবে না। ইহাদের অনুরোধে সে আর শক্তির অপব্যবহার করিতে যাইবে না। একবার শিবের দর্শনলাভ হইলে তার পরে চোখ কেবল সর্ব্বত্র শিবকেই দেখিতে পায় তাই শিবের কার্য্যসাধনে—ব্যষ্টিসমষ্টি-ভাবে জীবের সেবায় জীবের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকে। জগতের অমঙ্গল সাধনে সে সর্ব্বদা বিরত থাকে। যে শান্ত সে অপব্যবহার হইতে বিরত থাকে। যে সংযত হয় তাহার কথা ভাব ও কাজের মধ্যে কোন চঞ্চলতা দৃষ্ট হয় না। তাহার সমস্ত শক্তি বিচার দ্বারা এমন

সুন্দর ভাবে নিয়মিত থাকে যে স্থূলদর্শী লোকেরা তাহার মধ্যে চঞ্চলতা না দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া মনে করে।

ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ জনক শঙ্কর চৈতন্য নানক যীশু বুদ্ধ মহম্মদ প্রভৃতির জীবনের দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিব যে ভিতরে তাঁহারা আত্মভাবে কিরূপ শান্ত এবং বাহিরে কর্ম্মজগতে তাঁহারা কিরূপ পরিশ্রমী ছিলেন! যিনি আত্মমিথুন তিনিই যে আবার ক্রিয়াবান তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। মুক্ত পুরুষের কথা মনে হইলেই আমাদের মনে পড়ে পাথরবিগ্রহের চেহারা—মুক্ত পুরুষও যে কর্ম্ম করিতে পারেন কর্ম্ম করেন—তিনিই যে পূর্ণ আদর্শ ভাবে কর্ম্ম করিতে সক্ষম তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। কর্ম্ম-যোগে সিদ্ধি লাভের জন্যও যে মুক্ত হওয়া দরকার তাহা মনে রাখিতে হইবে।

১৯০৩

৭

* * ভাই——, আমাকে তুমি কখন্ কি ভাবে বেশী পাও বল তো ? আগে তো আমার প্রিয়জনেরা যখন আমাকে ঠিক ভাবে ভাল করিয়া পেতো তখনই তুমি আমাকে বেশী করিয়া পাইতে, তাহাদের সুখে সুখী হতে। সে পাওয়াটা কিন্তু বড়ই মধুর ও কল্যাণপ্রদ ! এখন কি তাহারা কেহ আমাকে ভাল করিয়া পায় না নাকি ? তাহারা যে ভাবে যে জন্য আমাকে চায় ও যে ভাবে যতটুকু পায় তাহা বোধ হয় তুমি ততটা পচ্ছন্দ কর না। তাই তাদের ভিতর দিয়া পাওয়াটা সহজ ও স্বাভাবিক হয় না। কিছুদিন যাবৎ তোমার কেবল মনে হচ্ছে খুব কম লোকই আমাকে ঠিক ভাবে চায় আর যাহারা চায় তাহারাও ঠিক ভাবে পায় না কি বল ? কে কি চায়, কে কি চাহিবে বলতো ? যার যেটা অভাব—যে যেটার অভাব মনে করে সেটা যখন সে নিজে পূরণ করিতে পারে না তখনই তো সে অন্যের সাহায্য চায়। ভারতের এদিনে কি সকলের নিকট একটা সাত্বিক ভাবের আশা করিতে পার ? দেশের সর্ব্বত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজকাল যে একটা ভয়ানক তামসিক স্রোত

চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এটার জন্য অপরে যতটা দায়ী আমরা কি তাহা অপেক্ষা কিছু কম দায়ী? আমার ছোট ভাই যে কুপথে চলে সেটা কি শুধু আমার ভাইএর দোষে? আমি ঠিক আদর্শ ভাই হইলে ভাইএর মত ব্যবহার করিতে পারিলেও কি সে ঠিক ঐ ভাবেই চলিত? আমার কি কাহাকেও বাদ দিলে চলে? সে আমার কে বলতো? আমারই মায়ের পেটের ভাই। আমরা মায়ের কথা ভুলে গেছি বলেই তো 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই'। এতে কি শুধু সে-ই দোষী? আমি কি কখনও তাহাকে ঠিক ভাবে ভাই বলে গলা জড়াইয়া ধরিতে গিয়াছিলাম? আমি কি কখনও তার কাছে আমাদের মায়ের ঠিক পরিচয় দিতে পেরেছিলাম? আমিও যখন দোষী তখন আমারও তো একটু কর্ম্মফল ভোগ করা দরকার—আমারও তো একটু শাস্তি অসুবিধা ভোগ করা দরকার। আমি সকলের কাছে ছুটে যাই সকলকে চাই অথচ আমাকে তাহারা অনেকে ঠিক ভাবে চায় না। একথার উত্তর দেওয়া কঠিন, তাদের চাওয়া না চাওয়া সেটা তাদের কাজ। তাদের ব্যবহার দেখিয়া আমি তো আর আমার ব্যবহার আমার কর্ত্তব্য শিখিতে যাই না। তাহারা আমার সম্বন্ধে বিচারে ভুল করে বলিয়া আমার তাদের সম্বন্ধে বিচারে ভুল করিবার অধিকার নাই। তারা তাদের কর্ত্তব্য করুক আর নাই করুক আমি আমার কর্ত্তব্যে বাধা করিব না এটাই যে ভাল নিয়ম মনে হয়। কেহ আমাকে

গালাগালি করিলে আমার তখন তাহাকে গালাগালি করিবার অধিকার জন্মে না। আমাকে দেখিয়া একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিলে আমারও কি তখন ঘেউ ঘেউ করিতে যাওয়া উচিত? তাহা হইলে আমিও যে একটা কুকুরে পরিণত হইতে বসিব! তখন বরং প্রেমের সহিত তাহার সঙ্গে আদর্শ ভাইএর মত ব্যবহার করিয়া সে যাহাতে ভাইএর সঙ্গে আদর্শ ভাইএর মতন ব্যবহার করিতে শিখে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর সে মাকে ভুলে গেছে ভাইকে চিনিতে পারে নাই বলিয়াই তো ঐ ভাবে ব্যবহার করিয়াছে। আমি যখন মাকে ও ভাইকে কতকটা চিনেছি তখন আমার ব্যবহারে কাজে কি ভুল থাকা উচিত? আমার এমন ভাবে ভাবা কথা বলা কাজ করা উচিত যাহা দ্বারা সে আমাকে আমাদের মাকে চিনিতে পারে—মার প্রতি ভাই-বোনদের প্রতি তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান আপনা হইতে ফুটিয়া বাহির হয়। আমাকে লোকে চিনিতে পারে নাই বলিয়া চায় না, আমি লোককে আমার ভাই-বোনদের চিনিতে পারিয়াছি বলিয়া অনেকটা চাই। আমাকে লোকেরা কি কাজে লাগায় তাহা ভাবিবার আমার কি অধিকার আছে? ভাল জিনিস চাইতে শিখাই নাই ভাল জিনিস চাইতে শেখে নাই তাই তো তাহারা মন্দ জিনিস চায় এজন্যও তো আমি দায়ী! আমার ভিতরে এমন একটা শান্তি এমন একটা আনন্দ থাকা উচিত যে আমাকে দেখিয়া আমারি মত অবস্থা লাভ করিবার জন্য তাহাদের একটা

লোভ আসিয়া পড়িবে, তখন কি করিয়া এ অবস্থা লাভ হয় কি করিয়া প্রকৃত অভাবকে অভাব মনে করিয়া তাহা দূর করিয়া একটা শান্তির একটা আনন্দের অবস্থা লাভ করা যায় তাহা তাহারা অবাধে বুঝিতে পারিবে। যে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিবে আসল অভাব না জানিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের সাংসারিক অভাব-অভিযোগ নিয়া আমার কাছে আসিলে তাহাতে আমার অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার নাই। মানুষ যে শালগ্রাম দিয়া বাটনা বাটে সে কথা বোধ হয় জান? য়ার যা প্রয়োজন সে তাহা চাহিবে,। ভগবান সর্ব্বত্র সকলকে সব ভাবে সাহায্য করিতে ব্যস্ত। কে তাঁহাকে কি কাজে লাগায় তাহা বুঝিতে পার কি? আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, সে সব কাজের মধ্য দিয়াই ভগবান আনন্দ আস্বাদ করেন এবং সে সব কাজ সম্পাদন করিয়া দিয়া তাহাদের কল্যাণের রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। জীব যে তাঁহার বড়ই প্রিয় বড়ই আদরের ধন আপনারই স্বরূপবিভূতি। আমি যে সময় বিচার করি তখন তো অনেকটা সাবধানে চলি, অনেকটা সময়ের সৎব্যবহারও করিতে চেষ্টা করি কিন্তু সব সময় কি বিচারের রাজ্যে বাস করা যায়? না বিচার নিয়া থাকিতে গেলে চলে? যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন মানুষ এমন কি পশু-পক্ষী দেখিলেও যে অমনি গিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে! ইহারা কে তাহা জান তো? কি করি সংসারের খাতিরে সমাজের খাতিরে অনেক কষ্টে সে

বেগটা সামলাইয়া যেতে হয়। আর যখন সামলাইতে পারিনা তখন গালি খাই। তবে তাহাতেও কিন্তু আমি বেশ একটা আনন্দ পাই। তোমরা দুঃখ পাও তাই সাবধানে (তোমাদের খাতিরে) থাকিতে হয়। দুই-তিন বছরের খোকা-খুকীরা তোমার বিচার-বুদ্ধি নিয়া আমার কাছে আসে না এবং আমার ভিতরেও তাহারা কোন বিচার-বুদ্ধি জাগাইয়া তোলে না। অনেক দিন ত বিচার করা গেল এখন বুড়ো বয়সে মাঝে মাঝে একটু ছেলে মানুষ হওয়া মন্দ নয় কি? Second childhood of man, আমার বয়স হয় নাই কি? ······তোমরা অনেকে আমার ভিতরে একটা কিছু দেখিতে চাও একটা কিছু দেখিতে ভালবাস এটা আমি বেশ বুঝিতে পারি। তবে আমার ভিতরে যাহা আছে তাহাতো আমি কখনো গোপন করি না। আমি যে একটা কি অদ্ভুত পদার্থ তাহা আমি যে রকম বুঝিয়া নিয়াছি অন্য সকলে ঠিক সেই ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—বুঝিতে চায়ও না। আমি যে একটা বিষ্ঠার কৃমি হইতে কোনও অংশে বড় নই, তাহা আমার ভগবান আমাকে বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে কারো চেয়ে কমও নই—আমি যে একটা অপদার্থ নই তিনি তাহাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—আমি যাহা ঠিক তাহা। তাঁকে নিয়ে আমি কারও চেয়ে কম নই—তাঁকে বাদ দিলে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায় সুতরাং আমার যা-কিছু সে যে তাঁকে

নিয়ে—সে যে তাঁরই—সে জন্য তিনি দায়ী—আমি নই। কিন্তু মাঝখানে মস্ত একটা অহংকার মাথা তুলিয়া তাঁকে ও আমাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া চাপা দিয়া আমার আমার করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য দাঁড়াইতে চায়—আমি এত সহজে তাহা দ্বারা প্রতারিত হইতে বাধ্য নই। আমি যে মা-আনন্দময়ীর সন্তান—তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্, সে জন্য এসব অসুরকে আদৌ গ্রাহ্য করি না মোটেই ভয় করি না। 'আমি' যে একটা কিছুই নয় আগে এটা ভাল করিয়া বুঝিতে দাও— এটা না হলে তিনি যে আমার ভিতর দিয়া খেলবার লীলা করবার সুযোগ পান না; আমি কিন্তু হয়ে যেতে চাই—তাঁর হাতের একটী যন্ত্র, তিনি যখন যে তালে যে সুরে বাজাইবেন সেই তালে সেই সুরে বাজা ছাড়া ইহার আর কোন কাজ থাকিবে না।

আজকাল মাঝে মাঝে আমার আবার যেন কেন একটু একটু সখ হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এটা তাঁর ইচ্ছা কি অহংকারের ইচ্ছা কিংবা এর মধ্যে কার ইচ্ছা কতটুকু তাহা যেন সব সময় ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একবার মালদহ গিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে, বোলপুরে গিয়া 'শান্তিনিকেতন' দেখিতে ইচ্ছা হয়; কেন এরূপ হয় বলিতে পার কি? মনে হয় কে যেন ডাক্‌ছে, কার যেন কি দরকার পড়েছে—কে যেন সেখানে পাঠাতে চাচ্ছে—ডাক্‌টা ভাল করে শুন্‌তে পেলে তখন যে যেতেই হবে—না গেলে

চল্‌বে না—কি বল! তুমি একটু আমার সঙ্গে যাবার জন্য করে' প্রস্তুত হবে বলতো?......

তোমার সম্বন্ধে আমার কি কতকটা অভ্যাস হয়ে গেছে তাহা এখন আর বুঝে কাজ নাই। মানুষ নিজের চোখ দিয়া অন্যকে দেখে নিজের মন দিয়া অন্যকে চিন্তা করে—ইহা অন্ততঃ পৃথিবীর পক্ষে সত্য, কিন্তু মানুষ যে ভোগের মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া চলিতে চায়—তার মধ্যেও কি ভগবানের একটা কিছু মতলব নাই মনে হয়? আমি তো যেন তার মধ্যেও বেশ সুন্দর একটা মঙ্গলময় ইচ্ছা দেখিতে পাই। মানুষ ভোগ করিতে চাহিলে অমনি তিনি ভোগের সামগ্রীরূপে দেখা দিয়া আস্তে আস্তে ভোগের মধ্য দিয়া একটা মহান্ বৈরাগ্যের রাস্তা তৈয়ার করিতে বসিয়া গেলেন। কেউ কুস্থানে যাচ্ছে সেখানেও যে তিনি তার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন তাদের কল্যাণ করিবার সুযোগ খুঁজিবার জন্য। সব অবস্থায় সকলের জন্য একটী মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজিয়া বাহির করাই যে তাঁর কাজ। বিল্বমঙ্গলকে কোথা হইতে ফিরাইয়া কোথায় নিয়া গেলেন দেখেছ কি? কাহাকেও বাদ দিলে যে তাঁহার চলে না—বাদ দেবেনই বা কি করিয়া—বাদ দিবেন কাহাকে? আমরা কি তাঁর বাদ দিবার জিনিস! আমরা না হলে যে তাঁর চলে না! আমাদেরও কি বেশী বাদ দিতে যাওয়া উচিত? যে যা চায় তাকে

কতকটা তাই বলিতে শিখেছি যে তাঁরই কাছে 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং'—এটা যে তাঁরই মুখের কথা—শ্লোকটা একটু তলিয়ে দেখেছ কি ?...বিবাহিতদেরে আমি মোহের গর্ত্তে ফেলি না—সেখানে পড়ে তাহারা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়। আমি না বলিলেও তাহারা ঐ ভাবেই চলিত আমার বলার মধ্যে কেবল একটু সাবধান হওয়ার ব্যবস্থা—একটু উঠ্‌বার সোপানও দেখান হয় এইমাত্র বিশেষ।

ঋষিরা বিবাহ করিতে বারণ করেন নাই—একটু ব্রহ্মচর্য্য করিয়া, তারপর বিবাহ করিতে বলিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সংযত হইয়া বিবাহ করিলে যে একটু ভাল শান্তি পাওয়া যায় তাহা দেখান হইয়াছে মাত্র। ভোগ-বিলাসের মধ্যেও থেকে থেকে একটু সতর্কিত হওয়ার দরকারটা মনে করি।...আমার বিশ্বাস যে উহারা নিশ্চয় বলিবে যে সন্ন্যাসী দাদার কথামত চলিতেছি না—চলিলে কল্যাণ হতো। সময়ে ঐ কথাগুলো কাজ দিবে। তুমি কি মনে কর আমি না বলিলে উহারা বউকে ভাল বাসিত না ? প্রত্যেকের যে একটা নিজ নিজ কর্ম্মফল আছে তাহাও যে আমার নজরে পড়ে।

মানুষের উপকার করব করতে হবে করতে পারি ইহা যে একবারও ভাবতে পারলাম না। ইহার কি করি বলত ? গীতার 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং' শ্লোকটা থেকে থেকে কেবল মনে হয়। আমি যে কিছুই করতে পারি না এটা তিনি আমাকে

একটু ভাল করে শিখাতে চান। এ পড়াটা ভাল করে না বুঝলে নাকি উপরের ক্লাসে তাঁর নিজের ক্লাসে প্রমোশন পাওয়া যাবে না। যে ক্লাসে আছি সেই ক্লাসেরই ত বই পড়ব? সে ক্লাসেরই ত কাজ করব—কি বল? নীচের ক্লাসে থেকে উপরের ক্লাসের কাজ করতে গেলে যে আর প্রমোশনেরও আশা থাকবে না। তিনি বলেছেন আমার নাকি এম-এ পাশ দিতেই হবে, তবে সে যত জন্মেই হোক! কাশীবাস—'র মত নয়—অনেক বিঘ্নও জুটবে নাকি? তাই দেরাদূনে একটা বাগানে বাস করা তাঁর ইচ্ছা। তিনিও আমার একজন গুরু—তাই জো হুকুম বলতেই হবে। শিষ্য করার অসুবিধা, গুরু করার ত আর ততটা দোষ নাই। তবে দুই গুরু যখন এক সময়ে দুই দিকে যেতে বলবেন তখন উপরের গুরুর দিকে—পরম গুরুর দিকে দেখ্‌তে চেষ্টা করব। 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' হওয়াই তো উচিত।... শরীর ভাঙ্গিবার সময় এলেই ত ভাঙ্গিবে সে জন্য চিন্তা কি? আমি কিন্তু ভাঙ্গিবারও সহায় হব না, গড়িবারও সহায় হব না—ওসব যে প্রকৃতির কাজ। তারপরে, একদিন যে তাঁকে বলে দিয়েছি 'যেন বা ভবতি সুখজাতং' আর কি অন্য কথা বলা চলে? আমি ভগবানের নাম করে চিঠি লিখি কলমটা তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে চেষ্টা করি। নিজের কর্ত্তৃত্ব রাখাটা কি ভাল? কোথায় লোককে হুকুম করতে গিয়ে আবার কতকগুলি নূতন কর্ম্ম সৃষ্টি করে বসব? কাজ কি আমার এ সব গোলমালে? অহং বেটা

সব সময় জেগে মাথা তুলতে চায় তাকে যতটা পারা যায় কম সুযোগ দেওয়াই ভাল। মানুষকে বন্ধুদের জানাবার যখন তিনি দরকার মনে করেন তখনই সেই ভাবের চিঠি লেখান। মানুষ ভুগে না শিখিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না।—'কে আমি ভালবাসি কি বল ? এর মধ্যে কি কোন দোষ দেখ্‌তে পাও ? আমি দেখ্‌তে পেলে ব্যবস্থা অন্য রকমের হতো। কাকে ভালবাসি কাকে ভালবাসি না তাহা কি করে বুঝা যায় বলত ? 'সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তিন প্রিয়ঃ'—শ্লোকটা আমারও ক্লাসের বইতে আছে। আজকাল তিনি এটা পড়াচ্ছেন। 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি' এটা নাকি অনেক দিন পড়ান হইয়া গিয়াছে। 'নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ' শ্লোকটা নাকি এখনো ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই—সব সময় নাকি মনে থাকে না! একটু মুখস্থ শক্তির ঔষধ দিতে পার কি ? ও মা তা কিন্তু হবে না! এসময়ে এর বেশী মুখস্থ শক্তির নাকি দরকার নাই, আর বেশী মুখস্থ শক্তির দরকার হলে নিশ্চয়ই আমার মাষ্টার মহাশয় তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তিনি বলেন অস্বাভাবিক মুখস্থ শক্তি দিলে সময়ে সময়ে নাকি বাজে শ্লোকও মুখস্থ করে ছেলে তাঁর কাজে বাধা জন্মায়। গানে শিখেছি—'হাঁজি হাঁজি করতে রহো দুনিয়াদারী দেখ জি' তাই সময় সময় হাঁজি হাঁজি করতে চেষ্টা করি—সব সময় হাঁজি হাঁজি করতে পারলে ত হতো। রস-গোল্লা খাবে ? এ সময় হাঁজি বলা সহজ—মার খাবে, গাল

খাবে—গোল্লায় যাবে, বাঘের মুখে যাবে? এ সময় হাঁজি হাঁজি, করা কিন্তু তত সহজ নয়—কি বল?

আগ্রা—

১৪।১১।২৭

৮

*স্নেহের —, তোমার এবারকার চিঠিখানা আমাকে যেন একটু বেশ আনন্দ দিয়াছে, কারণ এই চিঠিখানার মধ্যে তুমি যেন অনেকটা ছিলে—তোমাকে যেন অনেকটা পাওয়া গিয়াছে। আমরা আস্তে আস্তে যেন মরিতে বসেছি—দেহটা কাছে এলেও মানুষটা আসে না, দেহটাকে পেলেও মানুষটাকে ভাল করে পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায় তাহাও যেন একটা অসার প্রাণশূন্য জ্ঞানশূন্য বোধশূন্য আনন্দশূন্য ভগবানশূন্য অসার মাংসপিণ্ড মাত্র! আমাদের চিঠিগুলিও তদ্রূপ হইয়াছে, ভাবগুলোও তদ্রূপ হইতে বসিয়াছে, কাজগুলোও তদ্রূপ হইয়া

বসিয়াছে। আমি কাজের মধ্যে ভাবটা ও মানুষটা দেখিতে চাই—কথার মধ্যেও পুরো মানুষটা এমন কি তাহার আত্মাটাকে পরমাত্মাটাকে শুদ্ধ পাইতে চাই। আমরা কথায় আধ্যাত্মিক জাতি হইলেও ব্যবহারে ও কার্য্যক্ষেত্রে যে একেবারে আধিভৌতিক জড়ভাবাপন্ন নাস্তিক হইয়া বসিয়াছি। আমাদের চেহারার ভিতর দিয়া, আমাদের কথার ভিতর দিয়া, আমাদের ভাবের ভিতর দিয়া, আমাদের কাজের ভিতর দিয়া যদি আমরা ভগবানকে ফুটাইয়া বাহির করিতে না পারিলাম—আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের কথা শুনিয়া, আমাদের চিঠি পড়িয়া, আমাদের কাজ দেখিয়া যদি মানুষ ভগবানকে বিশ্বাস করিতে ভগবানকে প্রেমময় দয়াময় আনন্দময় বলিয়া বুঝিতে উপলব্ধি করিতে না শিখিল তবে আমরা এতদিন কি করিলাম বলতো? তোমরা একটু জাগ একটু উঠ একটু একটু নিজেদের ভিতর দিয়া ভগবানকে ফুটাইয়া তোল। তোমাদের দেখিলে তোমাদের কথা ভাবিলেই যেন আমার ভগবানের কথা মনে পড়ে। তাই বলেছিলাম এবারকার চিঠিখানার মধ্যে যেন তোমাকে একটু পেয়েছি। আমার দরকার কতগুলি মানুষের কতগুলি ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহের। তাহাতে তোমরা কি আমাকে একটু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিবে না? একটু বেঁচে থাক্‌তে একটু জেগে থাক্‌তে, একটু আনন্দে থাক্‌তে, একটু ভগবানকে নিয়া মগ্ন থাকিতে চেষ্টা কর—আমাকে কাছে পেতে

পাওয়া

কাহাকেও কাছে পেতে অসুবিধা বা কষ্ট হইবে না। তুফানে ভয় হয় কতক্ষণ? যতক্ষণ হালের কাছে যে মাঝি আছে তার দিকে দৃষ্টি না পড়ে। সে দিকে দৃষ্টি পড়লেই যে সব ঠিক হয়ে যায়। অমন একজন আমার সঙ্গে আছেন, আমার সুখ শান্তি আরামের জন্য ব্যস্ত! বলতো আমার কি আর দুঃখ-কষ্ট থাকিতে পারে?

বুঝিতে চেষ্টা করিও, যে আমাকে পায় সে আমার ভাবটাকে আমার মতটাকে আমার ইচ্ছাটাকে আমার আত্মাটাকেও পায়; তাই সে আর বিলাসিতা নিয়া সাজ-পোষাক নিয়া বাজে কথা-বার্ত্তা নিয়া চা-বিস্কুট নিয়া থিয়েটার-বায়স্কোপ নিয়া থাকিতে পারে না। আমি যাহা ভালবাসি না আমি যাহা সহ্য করিতে পারি না, আমাকে যে ভালবাসে তাহার পক্ষেও যে সে সব অসহ্য হইয়া উঠিবে। আগুনের কাছে গেলে গা গরম হবে। আমার কাছে এলে আমার সান্নিধ্য লাভ করিলে আমাকে পেলে তাহারও যে আমার ভাবে ভাবিত হওয়া ভাবিত থাকা স্বাভাবিক। আমার শরীরটাকে একটু পেলে আমাকে পাওয়া বলা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিও তো তোমাদের জানা লোকদের মধ্যে কয়-জনে আমাকে পেয়েছে কয়জনে আমাকে পেতে চায়। কাহাকেও পাওয়া কিন্তু তত সহজ নয়।

আমার শরীরটা আছে, ঔষধগুলি আছে, সেবার প্রবৃত্তির ভাবও কতকটা আছে, বাজে গল্প খেলা-ধূলাও যে আছে তাহা

অনেকেই মনে করে ; কিন্তু আমি আছি এটা ভাবে এবং আমাকে আমার মতকে আমার ভাবটাকে আমার উদ্দেশ্যটাকে আমার ইচ্ছাটাকে আমার আরব্ধ কাজটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এই বাসনা এই চেষ্টা বেশী লোকের মধ্যে দেখিতে পাও কি ? সে চেষ্টা দেখিলে আমি বিশেষতঃ তুমি বোধ হয় আরও অনেকখানি বাঁচিয়া থাকিতে সুস্থ থাকিতে আনন্দে থাকিতে সক্ষম হইতে, কি বল ? যাহারা আমাকে চায় তাহারা আমার কোন্‌টা চায়—তাহাও কতটা চায় তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। আমার তো মনে হয় আমাকে চায়ও কম লোকে পায়ও অতি অল্প লোকে।—আমাকে ভাবের ভিতর দিয়া কাজের ভিতর দিয়া যে ভাবে পায়, এই ভাবে কয়জনে পাইয়া থাকে বলতো ? আর একটি ছেলেও আমাকে কতকটা পায় সে হচ্ছে—। তাহার দিকে একটু চেয়ে দেখো, অন্ততঃ সে পেতে চায় পেতে ইচ্ছা করে। মা আমাকে কি ভাবে পেতেন জান তো ? বাহিরের লোকে তাঁহার শাসন দেখে বিচলিত হইত, কিন্তু বাহিরের সেই শাসনের তপ্ত বালুকার নীচে যে কি ভাবে ফল্গুনদী প্রেম-গঙ্গা প্রবাহিত হইত তাহা খুব কম লোকেরই নজরে পড়িত। সে জল যে আমার চিত্ত শুদ্ধ করিবার প্রধান সহায় ছিল। এখনও তাঁহার স্মৃতি তাঁহার শুভ কামনা তাঁহার সূক্ষ্মভাবে সহায়তা আমাকে সতেজ রেখেছে—বাঁচাইয়া রেখেছে প্রকৃতিস্থ রেখেছে।

—চিঠি—

তোমরা আমার একটু বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করতে পার কি ? শুধু একটা মাটির শরীর নিয়া বেঁচে থাকার কথা বলছি না। ভেব না আমি বেঁচে থাকতে চাই। কারণ সে বাসনা রাখাটাও ঠিক মনে হয় না—'যেন বা ভবতি সুখজাতং' বলার পরে আর সেজাতীয় বাসনা আমাকে শোভা পায় না। তবে আমি আমার ভগবানকে বাঁচাইয়া রাখিতে জীবিত দেখিতে, প্রবুদ্ধ করিতে—স্বপ্রকাশ দেখিতে ভালবাসি, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা বলিয়া—তোমরা আমার এ ইচ্ছাটা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিও।

আগ্রা—৩।১২।২৮

৯

** আমার ভগবান 'অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব' তাই আমি দেখতে চাই শুধু একজনকে—পেতে চাই শুধু এককে। যে পর্যান্ত ভেদ-ভাব যে পর্য্যন্ত দ্বৈত সে পর্য্যন্ত না তো আমি চাই তোমাদেরে,

চাওয়া

না তো তোমরা চাও আমাকে; আমাকে পেতে হ'লে সকলে মিলিয়া এক হ'তে হবে—সব ভেদভাব দূর করিতে হইবে। ভেদভাব আসে অহঙ্কারে, ভেদভাব আসে স্বার্থপরতায়, আমি কিন্তু ওসব সর্ব্বনেশে জিনিস-গুলোকে ভাবগুলোকে আমার দেশে প্রবেশ করিতে দিব না। আমার দেশে আসিতে হয় তো মন হইতে ওসব ময়লা একেবারে দূর ক'রে আসিতে হইবে। সংসারের ঐরূপ গরম হাওয়া কলুষিত ভাব নিয়া আমার এ দেশকে আমার এ সাধের বৃন্দাবনকে মলিন করিবে কলুষিত করিবে তাহা যে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিব না, ওসব সংসারের ময়লা নিয়া যাহারা আমার কাছে আসে তাহারা কেহই আমার কাছে আসে না তাহারা আমাকে একটুও পায় না।......ওসব রংএর কলুষিত চশমা চোখে দিয়া যাহারা আমার দিকে চায় তাহারা একটুও আমায়

দেখিতে পায় না—তাহারা দেখে তাহাদের সংস্কারে রঞ্জিত একটা ভূতবিশেষকে—তাহাদের নিজ নিজ মনের একটা বিকৃত ছায়াকে। অনেকে মনে করে আমাকে চায় কিন্তু আমার মনে হয় খুব কম লোকে আমাকে চায়।

লোকে যা চায় তাহার কতকটা বোধ হয় তাহারা পায়—যদি সে চাওয়াটাও ঠিক চাওয়ার মত হয়—আর তাহারা যদি ঠিক পাবার উপযুক্ত হয়। প্রাণের মাঝে তাকিয়ে দেখিও তো তোমরা কি চাও? ভগবানকে চাও বলিলে সে তো একটা মস্ত ভুল কথা হলো। ভগবানকে একদিন চেয়েছিল ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ আর চেয়েছিলেন গৌরাঙ্গ মহম্মদ যীশু।......শুনিতে পাই বৃন্দাবনের গোপীদের চাওয়াটা নাকি অনেকটা ঠিক ভাবে চাওয়া হইয়াছিল, তাই তাদের চাওয়াটা নাকি সুদে আসলে কড়ায়গণ্ডায় ভগবান বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দিতে যতটুকু বাকী পড়েছিল সেই ঋণের দায়ে নাকি কৃষ্ণকে এক-বার গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। আমরা অনেক সময় ভগবানকে মুখে ডাকি আর সংস্কার স্বার্থপরতা দ্বারা ভাবের ঘরের মন-প্রাণের সব দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করিয়া রাখি। একজন নাকি একদিন বিদ্যাসাগরকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ঠিক সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাহার বাড়ী গিয়া দেখেন সে বাড়ীর সব ঘরগুলো কেমন একটা হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারের হাওয়ায় ভরপূর। তখন দয়ার সাগরের যেন দম বন্ধ

হয়ে যাবার উপক্রম হইলে কোনওমতে সেখান হইতে ছুটে গিয়ে বাহিরের মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস ফেলে প্রাণ বাঁচাতে হলো। সে বাড়ীতে স্থূলভাবে বড় বড় অক্ষরে 'স্বাগতম্' (welcome) লেখা থাকিলেও সূক্ষ্ম কালিতে তাহার সব দরজাগুলিতে যে প্রবেশনিষেধ লেখা রয়েছে তাহা সকলে বুঝিতে পারেন নাই। তারপরে স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবগুলি যে কত বেশী সত্য তাহাও যে স্থূলদর্শীরা বুঝিতে পারে না।···অনেকের বাড়ীতে আমাকে যে কি ভাবে যেতে হয় কি ভাবে থাকিতে হয় তাহা যদি তাহারা একটু ভাবিয়া দেখিত তাহা হইলে তাহাদের জীবনের কার্য্য-প্রণালী যে অনেকটা বদলিয়ে যেতো। একজন মা একদিন খুব দুঃখ করে বলেছিলেন 'আপনি যাদের বাড়ী যান, যাদের কাছে থাকেন, যাদের ভালবাসেন তাহাদের বাড়ীতেও বিলাতী জিনিস বিলাসিতার সামগ্রী দেখিলে মনে হয় তাঁহারা আপনাকে একটুকুও ভালবাসেন না একটুও পান না। ওসব জায়গায় আপনাকে পাঠাইতে আমার বড় ভয় হয়। উঁহারা যতই কেন মনে করুন না যে আপনার সেবা করিতেছেন আমার কিন্তু মনে হয় উহাঁদের হাওয়ায় আপনার শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে সাধন-ভজনে বিশেষ বাধা পড়িতেছে। আপনাকে যাঁহারা ডাকেন তাঁহাদের বাড়ীর হাওয়াটা মনের ভাবটা বাহ্যিক কার্য্যপ্রণালীগুলি আপনার হাবভাব ও কাজের অনুকূল দেখিতে ইচ্ছা হয়।'

যেখানে ধূপ-ধূনোর গন্ধ সেখানে যে অজ্ঞাতসারে দেবতারা গিয়ে হাজির হন আর যেখানে পচা ময়লা পূতিগন্ধ সেখানে যায় অসুর-পিশাচগণ—দেবতারা কার্য্যবিশেষে গিয়া পড়িলেও তখন তাঁহাদের দেবত্ব একেবারে চাপা পড়ে, লোপ পেতে বসে। বাহিরে তাহাদের নিকট হতে যাহা পাওয়া যায় তাহার সহিত দেবত্বের যে কোনও রকমের সম্বন্ধই থাকে না।······ হিমালয় হইতে একটা পাখী বা কুকুরকে এদেশে আনিলে তাহাকে যে কি ভাবে বাঁচাইয়া বাখিতে হয় তাহা কি আমরা একটুও ভাবিয়া দেখিব না ?······সংসারের ভাব নিয়া ভগবানকে ডাকিলে তখন তাঁহার যে কি অবস্থা হয় আমার কেবল আজ তাহাই মনে হচ্ছে। বাস্তবিকই যে আমাদের নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, নিজের তৈরী পূতিগন্ধের মাঝখানে তাঁহাকে কেঁদে কেঁদে বাস করিতে হয়।

তোমরা আমাকে দেখতে চাও কি না একটু ভাল করিয়া ভেবে দেখিও তো, যখন দেখিতে চাহিবে তখন ভগবান নিশ্চয়ই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। যখন আমার যাওয়াটা আমার ও তোমাদের কল্যাণের কারণ মনে করিবেন তখন যে তিনি কিছুতেই না পাঠাইয়া থাকিতে পারিবেন না। দেখতে ঠিক ভাবে না চাইলেও যখন তিনি পাঠাইতে বাধ্য হন তখন তাহার ফলে হয় আমার শরীর খারাপ ও কার্য্যে বিঘ্ন।······যদি বুঝিতে পারি আমার দ্বারা কাহারও

একটুও কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে কেহ হয়তো একটু প্রকৃত শান্তি পাইবে তবে সে কাজ যেরূপই হউক না কেন তার জন্য আমি বোধ হয় প্রাণ দিতেও ইতস্ততঃ করি না। তবে যে কাজে কোনও দিকে কাহারও কিছুমাত্র লাভ নাই, যে কাজে মানুষের ভিতর দিয়া একটুও ভগবান ভগবৎভাব বিকাশের ফুটিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায় না সে কাজ করিয়া সময় নষ্ট করিতে আমার যেন সহজে ইচ্ছা হয় না।······তোমরা একটু উঠ একটু জাগ একটু মানুষ হও। তোমাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া ভগবান যেন একটু ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পান।······

কাশী—১৯০৮

১০

* * যাহা হয়ে গেছে তাহা বেশ। অন্যায়ের প্রতিবাদ আবশ্যক। অপমান সহ্য করা ঠিক নহে, বিশেষতঃ যখন তাহার সঙ্গে কর্ত্তব্যের বাধা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিজের জন্য সব সওয়া যায়, কিন্তু পরের জন্য যেখানে সইতে যাওয়া মানে কর্ত্তব্য-সাধনে বাধা পাওয়া সেখানে ওসব সইতে মানুষের প্রতি গেলে চলে না। যেটা আমার কর্ত্তব্য সেটা ব্যবহার করিতে হইবে। তবে আমার মানসিক দুর্ব্বলতার কথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নাই—কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে কেমন যেন একটা বাধ বাধ মনে হয়। 'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো-লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ' শ্লোকটা মনে করিলে কাহারও ব্যবহারে উদ্বেগ বোধ করিবে না, কাহারও উদ্বেগের কারণ হইবে না। এ কথাটা বাহির হয়ে ছিল কাহার মুখ দিয়া জান তো, যিনি কংস-শিশুপালের শাসক—যিনি কুরুক্ষেত্রে নায়ক—যিনি অর্জ্জুনকে অমন ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিলেন; যিনি বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতাটি ছিঁড়িতে পারিতেন না, আবার প্রয়োজন বোধে যিনি হাজার হাজার লোকের

গলা কাটিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না; যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর-পুরুষ, তিনিই ছিলেন আবার রাধার প্রাণবল্লভ—প্রেমের জীয়ন্ত বিগ্রহ। দরকার হলে তাঁর আদেশ পেলে বোধ হয় সব করিতে পারি, কিন্তু তাঁর আদেশ পাওয়ার আগে যে অনেকটা সহ্য না করিলে চলে না। একেতো সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে নিজের দিকে—নিজের ভুল-ত্রুটির দিকে—মনে হয় অন্যের ভিতরে দোষ দেখিতে আমার যেন অধিকার নাই, আমার শিক্ষার জন্য আমার কল্যাণের জন্য ভগবান আমাকে এইরূপ অবস্থার মধ্য দিয়া নিয়া গিয়া আমার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সাধনরাজ্যে যে দোষ খুঁজিতে হয় দোষ দেখিতে হয় নিজের ভিতরে, গুণ খুঁজিতে হয় গুণ দেখিতে চেষ্টা করিতে হয় অপর সকলের ভিতরে। সর্ব্বভূতে ভগবৎঅনুভূতির আগে নিজের ভিতরে ভগবৎঅনুভূতি লাভ করিতে গিয়া কেহ কেহ আত্মপূজার দিকে ঢলিয়া পড়েন; তাই সাবধান হইবার জন্য হিন্দুরা নিজের ভিতরে ভগবানের ধ্যান করিয়া নিজের মাথায় একটা ফুল দেওয়ার সঙ্গে সমস্ত জগতের প্রতীক-স্বরূপ ভগবৎবিগ্রহের ভিতরে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের ধ্যান করিয়া তাঁহারও মাথায় একটা ফুল দিয়া থাকেন। আমিটা যে বড় ভয়ানক জিনিস—যেতে হবে তার কাছ দিয়া অথচ সেখানে একটুও আবদ্ধ হলে চলিবে না। আমিটাকে একেবারে তাঁর 'আমি' করে নিতে হবে। চৈতন্যদেবের জীবনটা আমার এত

ভাল লাগে কেন জান কি ? তাঁহার দীনতা তাঁহার নম্রতা তাঁহার সর্ব্বজীবে প্রেম তাঁহার জীবের দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া শুনিলে—মনে হইলে—মাথাটা যেন আপনা হইতে গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়ে। এ ভাবটা কখন জান—যখন তাঁহার আমিত্বের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। আর যখন তিনি তাঁহার নিজের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়া—নিজেকে সর্ব্বতো-ভাবে ভগবানে সমর্পণ করিয়া একেবারে তাঁর হয়ে যেতেন, তখন আর তাঁহার একটা পৃথক অস্তিত্ব থাকিত না—তখন তিনি সকলের প্রণাম নেওয়াতো দূরের কথা কাহারও মাথায় অজ্ঞাত-সারে কলের পুতুলের ন্যায় ভগবৎইচ্ছায় পা তুলিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। বৈষ্ণবগণ বলেন ইহার মধ্যে একটা তাঁহার ভক্তভাব আর একটা তাঁহার ভগবানভাব। ভক্ত-ভাবে তিনি দীনাতিদীন, সকলের পায়ের ধূলা নিতে সকলের উপদেশ মত চলিতে সকলের সেবা করিতে তিনি মহাব্যস্ত। ভগবৎভাবে তাঁহার অবস্থা যেন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার মতে সাধারণ জীবের পক্ষে তাঁহার ভগবান ভাবটা যেন ঠিক ভাবে ধারণায় আসে না,—তাঁহার ভক্তভাবটা বড়ই সুন্দর মনে হয়। আমাদের সকলের ভিতরে গুণগুলি ভগবৎভাবগুলি—ভগবৎ-বিধান দেখিতে দেখিতে সর্ব্বত্র' ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানুভূতি স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে। এ ভাবটা না এলে যে কিছুই হইল না, তাই মনে হয় যেন কাহারও মধ্যে দোষ খুঁজিবার—দোষ

দেখিবার অধিকার আমার নাই। তারপরে প্রাণে যেন কেমন একটা বিশ্বাস হয়ে গেছে যে হয়তো আমি কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে—মানুষের—জীবরূপী শিবের অনিষ্ট হইবে, অকল্যাণ হইবে, অসুবিধা হইবে ; ইহা আমি কি করিয়া সহ্য করিব ? ভগবান কি ভাবে তাঁর প্রিয়তম জীবের সব আবদার সব অত্যাচার সহ্য করেন, মা কি ভাবে ছেলে মেয়েদের জন্য কত দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করেন আমার যে সে সব দেখিয়া সহ্যগুণ শিক্ষা না করিলে চলিবে না। এসব দৃষ্টান্ত ভগবান যে আমারই শিক্ষার জন্য আমার চোখের সামনে রেখে দিয়েছেন। আমায় যে তাঁহার আদর্শে চলিতে হইবে, তাঁহার আদর্শে জীবনটা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যখনই তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়ে তখনই যে নিজের দোষ-গুলি স্বভাবগুলি ত্রুটিগুলি আরও যেন বেশী করিয়া নজরে পড়ে। যার নিজের মধ্যে এত দোষ তার কি আর অন্যের দোষ দেখিবার সুযোগ জুটে ? জগৎ দেখাটা যে কতকটা আয়নায় নিজের মুখ দেখার মতন—নিজের মুখ আঁকাবাঁকা করিলে আয়-নার মধ্যস্থ মুখও যে আঁকাবাঁকা মনে হইবে। একটা কথায় বলে 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা'। যে যেমন তার কাছে জগৎটাও যেন ঠিক তেমনি ভাবে উপলব্ধি হইয়া থাকে। আমাদের মনটা ভাল হইলে যে জগৎকে তখন অনেকটা ভাল মনে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বোম্বের মারপিটের সময় মহাত্মা

গান্ধীর দুঃখ হতে আরম্ভ করিল যে তিনিই সেজন্য দায়ী ; কারণ• তিনি ভাল হলে তাঁহার ভিতরে প্রেম থাকিলে লোকেরা এতটা সহজে মারপিট করিতে সক্ষম হইত না। তিনি লোকের অপরাধের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়া সকলকে নির্দ্দোষ দেখিতে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আর আমরা নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতে পারিলে যেন কতকটা আরাম পাই। দেবাসুর এখানেই আছে, যার চোখ আছে সেই দেখিতে পায়। গান্ধীর কথা মনে হইলে আমার যে সেই অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ের কথা মনে পড়ে। আমাদের যে মাটির মানুষ হতে হবে শিবের আদর্শে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে। বুকের উপরে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-জগদাকারে পাগলী নাচতে আরম্ভ করিয়াছে দেবাসুরের সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তার মধ্যে সব রকমেরই তাল বেতাল রয়েছে তবুও কিন্তু শিব চুপচাপ শান্ত—মরার মত হয়ে পড়ে আছেন, পাছে পাগলীর বিক্ষেপ হয় পাছে জাগলে পড়ে যায়, তাই একটুও তিনি এপাশ ওপাশ ফিরছেন না। এই শিব কিন্তু পাথর নন অচেতন নন—ইনিই জ্ঞানাধার জ্ঞানের পূর্ণ অবতার। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে মানুষকে এইরূপ ধীর শান্ত গুণাতীত করে তোলে। পাগলী যে তাঁর আপনারই শক্তি অতি আদরের পাত্রী, তাই তাঁহাকে পাগলীর অনেক আবদার আনন্দের সহিত সহ্য করিয়া যাইতে হয়। জগৎটা যে আমার প্রেমময়ের প্রেম-বিভূতি, জীবগুলি যে আমার পোষাক-

.পরা শিব আমার প্রাণারামের লীলাস্বীকৃত বিগ্রহ—আমি রাগ করবো কাহার উপর অসন্তুষ্ট হব কাহার কাজে ? লীলাময়ের সব লীলার মধ্যেই আমায় যে তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে নিয়ে তাঁর মত শান্ত থাকিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের যে তাঁকে না পেলে কতকটা তাঁর মত না হলে তদ্ভাবে ভাবিত না হলে তাঁহার সেবার তাঁহার লীলার সহায় না হলে চলিবে না। যেতে হবে যে বহু দূরে সে জন্য সাধনা দরকার, চলতে থাকতে হবে—নিজের শক্তিতে না কুলাইলেও ভয় নাই, তাঁর কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তে গিরিম্' শ্লোকটা মনে আছে তো! তিনিই তো আমাকে ডাকছেন, শুধু ডাক। কেন তিনিই আমায় খোসামোদ করছেন, আমার সেবা করছেন, আমার সাধনা করছেন। গীতায় দেখ নাই কি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' তাঁহাকে যে যেভাবে ডাকে যে যেরূপে যেভাবে তাঁহাকে চায় তিনি সেইরূপে সেইভাবে গিয়া তাহার ভজনা করেন। বৈষ্ণবগণ বলেন এই ভগবানই নাকি একদিন তাঁহার আরাধিকার কাছে গিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারং' বলিয়া মান ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রেমিকের পক্ষে কিছুই যে অসম্ভব নহে। মানুষ তাঁকে চায় না তাঁকে ভুলে থাকে—তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে তাঁর কাজে তাঁর বিচারে ভুল ধরিতে যায়, নিজের দোষে তাঁহাকে পক্ষপাতী কত কি বলে কতরূপ গালাগালি করে—তবুও তিনি যে মানুষের

উপর একটুও অসন্তুষ্ট হইতে পারেন না, মানুষকে একটুও ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। মানুষ না হলে যেন তাঁর চলে না। মা কি ছেলের উপর রাগ করতে পারে, না তাকে ভুলে থাকতে পারে? তিনি যে মারও মা পরমাত্মা সর্ব্বাপেক্ষা আপনা। তাঁহার একটু প্রেমের কণা পেয়েই তো সংসারের মা সংসারের স্ত্রী এত ভালবাসিতে পারেন। তিনি যে এই প্রেমের মূল-প্রস্রবণ। আমরা যখন একান্তই তাঁহার—তাঁহার গুণে জ্ঞানে প্রেমে যখন আমাদের স্বাভাবিক অধিকার তখন আমাদের মধ্যেও তো তাঁহার ঐ গুণগুলি ভাবগুলি আসা আবশ্যক। নিজে 'অপাপ-বিদ্ধং' না হইলে সেই 'অপাপ-বিদ্ধং'কে বুঝিব কি করিয়া, নিজে 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্' না হইলে সেই 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'কে 'আনন্দরূপমমৃতং'কে অনুভব করিব কি করিয়া? আমাদের ভিতরেও যে তাঁহার ঐ ভাবগুলি আনিতে চেষ্টা করা আবশ্যক—আমাদের চিত্তকে তাঁহার ধ্যান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-চিন্তার প্রভাবে যে তদ্‌ভাবে ভাবিত করা আবশ্যক।......

জানি তো লোকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করে না, ভুল করে অপরাধ করে কিন্তু আমাদের যে রাগ করবার অধিকার নাই—অসন্তুষ্ট হইবার অধিকার নাই। আচ্ছা আমরাই কি কম ভুল করি? আমাদের কি বিচারে ভুল হয় না?......

অত্যাবশ্যক মনে হয়, না হয় একটু ফোঁস ফোঁস কর কিন্তু মনে রাখিও তোমার কাহাকেও দংশন করিবার অধিকার নাই।...

কাহাকেও শাসন করিতে হয় শাসন কর, তবে তাহা করতে হবে বন্ধুর ভাবে মায়ের ভাবে কল্যাণের জন্য শোধনের জন্য। এই শাসনের মধ্যেও যেন সকলে বুঝিতে পারে যে এ শাসনের মূলে বা ভিতরে ক্রোধ নাই প্রেমপ্রাচুর্য্য রহিয়াছে মাত্র।······এতগুলি কথা লেখা বোধ হয় ভাল হল না ......সে দিন বোধ হয় একটু দুঃখিত্ হয়েছিলে একটু বিচলিত হয়ে ছিলে তাই বোধ হয় এতগুলি কথা কলম হইতে বাহির হয়ে গেল। অন্যায় কিছু লিখে থাক্‌লে ক্ষমা করো। সব সময় আমার মাথা ঠিক থাকে না—বিচারেও সময় সময় ভুল হয়ে যায়। এখন পর্য্যন্ত যে ভাল করে সব ভারটা তাঁর উপর দিতে পারি নাই—এটা যেন বেশ বুঝিতে পারি। তোমাদের ভিতর কি দেখতে চাই সময় সময় একটু মনে করো। দুঃখিত হয়ো না।······

আগ্রা—৮।১২।২৮

১১

* * 'সে আমার উপর সন্তুষ্ট নয়, সে আমার সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া কত কি কথা বলে' তোমার এ সব কথায় আমি বিশ্বাস করিলেও আমি কি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইতে পারি, উদাসীন থাকিতে পারি? আমার ভালবাসাটা কি একটা প্রতিদান দিয়া নিয়মিত হইবে ......ছি! আমাকে কিন্তু এতটা ছোটলোক মনে করা উচিত নয়। আমার ভালবাসার মূলে কোনওরূপ স্বার্থসম্বন্ধ ভোগস্পৃহা 'নিজ সুখ-অনুরোধে'র ছায়া মাত্র বিদ্যমান থাকা উচিত নহে। যাঁহারা কিছু পেতে চান তাঁহারা না পেলে দুঃখিত হন অসন্তুষ্ট হন, যাহার কাছ হইতে বঞ্চিত হন তাহাকে গালাগালি করেন, তাহাকে ভুলিয়া যেতে চেষ্টা করেন—তাহাকে ভুলে যান। বলতো যে তোমার নিকট হইতে তোমার কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা করে না সে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে কেন? তোমাকে ভুলে যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব? তুমি যদি ভুল কর, তুমি যদি কুপথে চল তাহা হইলে তখন তো তোমার কথা আরও বেশী

আদর্শ ভালবাসা

করিয়া আমার মনে আসা উচিত! তোমার ভুল ভাঙ্গিবার জন্য তোমাকে সুপথে আনিবার জন্য তখন যে আমাকে আরও বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কাছে গিয়া তোমার কর্ত্তব্যে বাধা না দিয়া এ কাজ করা সহজ হইলে তখন তাহাই করিব নতুবা দূরে বসিয়া চেষ্টা করিব—ভগবানের কাছে তোমার কল্যাণ কামনা করিব। তোমাদের ছেলে মেয়ে অন্যায় কাজ করিলে কুপথে চলিলে তখন তোমরা তাহাদেরে সুপথে আনিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন কর, কি ভাবে চেষ্টা কর তাহা মনে থাকে না কেন? *

সর্ব্বদা মনে রাখিও জগৎটা আমার প্রিয়তমের বিলাস-বিভূতি, জীব আমার অভিধানে পোষাকপরা শিব—আমার প্রিয়তম আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, আমাকে তাঁহার আনন্দ আস্বাদ করাইবার জন্য অনন্তরূপে অনন্তভাবে আমার সঙ্গে লীলা করিতে খেলা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়েছেন। খেলার জন্য আবশ্যক বোধে যেরূপে যে ভাবেই আসুন না কেন, এসেছেন তিনি নিজে, এসেছেন আমার চিত্ত শুদ্ধ করিতে এসেছেন আমার কল্যাণসাধন করিতে। এখন যদি তাঁহার কার্য্যবিশেষ, ভাববিশেষ বা কথাবিশেষকে আমি ঠিক ভাবে ধরিতে না পারিয়া আমার বুদ্ধির দোষে আমার দুঃখকর আমার অপমানজনক মনে করি তবে বলতো সেখানে আমার বুঝিতে কতটা ভুল হইবে—সাধনরাজ্যে আমি কতটা নীচে পড়িয়া

যাইব! সে যাহা ভাল বুঝিবে তাহা তাহাকে করিতে দাও, আমার যাহা তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য মনে হইবে তাহা আমাকে করিয়া যাইতে দাও। সে আমাকে গালাগালি করে করুক— তাহার মধ্য দিয়া ভগবান নিশ্চয়ই তাহার ও আমার কল্যাণ সাধন করিয়া যাইবেন। আমার দিক থেকে সে যে আমার বন্ধু, দেখা হইলে তাহার গলা জড়াইয়া ধরা, তাহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, তাহাকে সুখী করিতে তাহার কল্যাণসাধন করিতে চেষ্টা করাই যে আমার ধর্ম্ম। তাহার ব্যবহারে যদি আমাকে তাহার সম্বন্ধে উদাসীন কবিয়া তুলিতে পারে, তাহাকে ভুলাইয়া দিতে পারে তবে জানিব আমি সাধনজগতে একটুও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হই নাই—আমি একটুও ভালবাসিতে শিখি নাই।......

আচ্ছা বলতো আমি যদি তাহাকে প্রাণ হইতে ভালবাসিতে পারিতাম তাহা হইলে সে কি ভাল না হইয়া থাকিতে পারিত? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে ঋষিমুনিদের আশ্রমে বাঘে ও হরিণে এক সঙ্গে জল পান করিত একসঙ্গে খেলা করিত একসঙ্গে বাস করিত? 'সে আমাকে ভালবাসে না, সে আমার নিন্দা করে' ইহার ভিতর দিয়া ভগবান আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন যে আমি মুখে যাহাই বলি না কেন, নামে যাহাই হই না কেন, আসলে এ পর্য্যন্ত আমি একটুও ভালবাসিতে শিখি নাই।......

তোমাকেই না একদিন বলিতে শুনিয়াছি যে আমি কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইলে তাহার অকল্যাণ হইবে? আচ্ছা বলতো এটা যদি সত্য হয় তবে আমাকে কি তোমাদের এতটা প্রাণহীন পাষণ্ড মনে করা উচিত যে আমি কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার অকল্যাণের—দুঃখ-কষ্টের কারণ হইব? কাহারও উপকারে না আসিতে পারি, সে এক কথা—ক্ষমার্হ। কিন্তু কাহারও অনিষ্টের কারণ হইব এ অপরাধের যে ক্ষমা নাই। শক্তি নাই বলিয়া কাহাকেও তুফানের সময় নদী হইতে তুলিতে পারিলাম না এটা দোষের কথা হইলেও ক্ষমার উপযুক্ত, কিন্তু কাহাকেও নদীতে তুফানে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়াছি এটা যে একটা ভয়ানক অপরাধের কথা!......আমি যদি তাহার নিকট কোনও উপকারের আশা করিতাম তবে আজ সে আশায় বঞ্চিত হয়ে তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইবার কারণ খুঁজিয়া পাইতাম; আমি তো তাহার নিকট কিছুই আশা করি নাই, সে আমাকে ভাল-বাসিবে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে স্বপ্নেও বোধ হয় এ কল্পনা আমার মনে আসে নাই—সুতরাং তাহার ব্যবহারে আমার দিকে দুঃখিত হইবার কোনও কারণই আমি দেখিতে পাই না।

একজন সাধু অন্ধকারে অন্য লোক মনে করিয়া যে দিন আমাকে প্রহার করিতে করিতে বে-হুস করিয়া ফেলিয়াছিল, বিশ্বাস করিও, আমি সে দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারে বিন্দু মাত্রও অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পাই

নাই। তারপরে যে কিভাবে তাহার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছিলাম কি ভাবে তাহার ক্রোধ দূর হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তোমার মনে আছে? আমি কিন্তু নিজকে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ মনে করি। ঐ অবস্থায় প্রাণ হইতে তাহার কল্যাণ কামনা করিতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না; ভগবান যে সেদিন আমাকে এতটা ধৈর্য্যের সহিত কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ভগবানের সে কৃপার কথা স্মরণ হইয়া আজও যে আমাকে অস্থির করিয়া তোলে।

যে বেশী আশা করে সে বঞ্চিত হয়—সে কষ্ট পায়। আমি যে কাহারও নিকট হতে কিছু আশা করি না কাহারও নিকট হইতে কোনওরূপ সদ্ব্যবহার পাইতে নিজকে অধিকারী মনে করি না;—সুতরাং আমার প্রতি যে যতটা ভাল ব্যবহার করে তাহাতে তাহার অনুগ্রহ—ভগবানের কৃপা ছাড়া তাহার মধ্যে আমার কোনওরূপ দাবী করিবার কোনও কারণ আমি যে খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হই না। যাহার পুণ্য সঞ্চয় আছে সে সেদিকে চেয়ে লোকের নিকট ভগবানের নিকট সদ্ব্যবহার প্রত্যুপকার আশা করিতে পারে—আমি আমার জীবনের মধ্যে সেইরূপ কোনও কাজই দেখিতে পাই না, তাই যে যতটা ভাল ব্যবহার করে তাহা তাহার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিবার সুযোগ পাই। ভগবান যে ভাবে আমার সুখ-সুবিধার জন্য ব্যস্ত তাহার কারণ আমার জীবনে খুঁজিয়া না পেয়ে

কৃতজ্ঞতা ভরে আমার মাথা যেন সর্ব্বদা তাঁহার পায় লুটাইয়া পড়িতে চায়। আমার ভগবান বিশ্বরূপ, তিনি আমার সম্মুখে প্রকট হইয়া আমাকে তাঁহার সেবা করিবার ধ্যান করিবার অধিকার দিয়াছেন, কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইবার বা রাগ করিবার অধিকার যে দেন নাই।······

'তাহাকে তাহার দোষ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত' এটা তুমি যে কি লিখেছ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি কিন্তু ঐ ভাবের লেখা তোমার নিকট হইতে আশা করি না। আমার শত দোষ থাকিলেও ভগবান বোধ হয় আমাকে এত ছোটলোক করিয়া রাখেন নাই যে আমি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিবার জন্য, কাহারও ভালবাসা পাবার জন্য, কাহারও নিকটে আমার নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে যাইব। তুমি বোধ হয় কিছুদিন যাবৎ এই ভাবে এই বিষয় নিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছ।······আমি এতদিন পর্য্যন্ত দেখা হলেই যে ভাবে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে গিয়াছি তাহাতে রোজই তাহাকে কেমন একটা উপেক্ষার ভাব নিয়া যেন কতকটা দূরে সরে যেতে সচেষ্ট অনুমান করিয়াছি। কিন্তু কাল যখন তাহাকে দেখিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিতে গেলাম তখন সে যে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কেবল কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে নাকি তার ভুল বুঝিতে পেরেছে ······। আমাকে কিন্তু সে খুব পরাস্ত করেছে—খুবই বিচলিত করে ফেলেছে। কাল

আমাকে তার বাড়ীতে যেতে হয়েছিল, থাকতে হয়েছিল। সে যেন আমাকে কেমন একটা প্রেমবন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল। আমার ভগবান চান আমাকে মুক্তি দিতে তাই কে আর আমাকে বাঁধতে পারবে ? আমি কিন্তু তাঁর দয়ায় খুব সুখে আছি।······

সংসারটা বাস্তবিকই বেশ একটা থিয়েটার! সেদিন সাহারাণপুরে বেশ একটা মজার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, তুমি শুনে সুখী হবে তাই লিখিতে হল। সন্ধ্যাবেলা রাস্তা দিয়া যাচ্ছি—একটী বাঙ্গালী বাবু দোতালার উপর হতে ডেকে বল্লেন 'ওহে ব্রহ্মদৈত্য কোথায় যাচ্ছ, এখানে এস'। আমি তখন তাঁহার ওখানে গেলাম। তিনি ভেবেছিলেন আমি একজন পলাতক—ঘরবাড়ী ছেড়ে নূতন পলাইয়া সন্ন্যাসী হতে এসেছি। তাই তিনি খুব ভয় দেখাইতে খুব শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। মাঝে মাঝে আবার দুই একটী মিষ্টি কথাও বলিতে ভুলে যান নাই। বলিলেন 'অল্প বয়সে এই ভাবে বিদেশে বেড়াইতে নাই'। অনেক কারণও দেখাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা আমি তাঁহার কাছে থেকে তাঁহার নিকট ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়ি। আসল ইচ্ছা আমি তাঁহার ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকি। এ কাজে অস্বীকৃত দেখিয়া তিনি খুব গালাগালি আরম্ভ করিলেন—ভয় দেখাইবার জন্য চাকরকে পুলিশ ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। গালাগালি যতটা হতে পারে তাহা হইল—তবে তিনি আমার গায় হাত তোলেন নাই। আমার কেন যেন কেবল হাসি

পাচ্ছিল। রাত্রি সাড়ে আটটায় একজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে—তাই যখন আটটা বাজিল তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম 'যাহা করিতে হয় পনের মিনিটের মধ্যে করিয়া ফেলুন—আমার এক জায়গায় যেতে হবে'। তখন তিনি খুব যেন চটে গিয়া আমার হাত ধরিলেন, আমাকে বাধ্য হইয়া তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে হইল। এদিকে যিনি আমাকে হরিদ্বার হতে সেখানে নিয়া গিয়াছেন তিনিই তাঁহার মালিক। পরদিন ভোরে যখন সে বাড়ীতে বসে আছি তখন বাবুটী সেখানে গিয়ে উপস্থিত; সে বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে যেভাবে ভক্তি করেন তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হয়ে গেলেন, খুব বিচলিত হইলেন। একটা নির্জ্জন ঘরে ডেকে নিয়ে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি যে তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হই নাই তাহা বুঝাইতে অনেক সময় লাগিল। তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তাঁহার বাড়ী সে দিন খেতে হ'ল।

নানারূপ অবস্থার ভিতর দিয়া ভগবান আমাদিগকে তাঁর দেশের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। এসব কাজে ধৈর্য্য হারাইতে গেলে কি আমাদের চলে? ইহা যে আমাদের কল্যাণের জন্য এটা মনে থাকিলে বোধ হয় আর বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।......কাজে কতটা হইবে বলিতে পারি না, আমার মনে হয় রাস্তায় কোনও ধৈর্য্য লোক এসে যদি বিনা দোষে খুব গালাগালি করিয়া জুতা মারিতে

মারিতে আমাকে খুন করিয়া ফেলে এবং আমি যদি তাহার সব অবস্থায় খুব আনন্দের সহিত আমার কল্যাণের কারণ মনে করিয়া শেষ পর্য্যন্তও তাহার ব্যবহারের ভিতরে কোনওরূপ দোষ খুঁজিতে না গিয়া দোষ কল্পনা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে অবিচলিত সরল ভাবে ভগবানের নিকট প্রাণ হইতে তাহার কল্যাণ কামনা করিতে অক্ষম হই তবে বুঝিব এত দিন আমি কিছুই করি নাই। আমার সব সাধন-ভজন পূজা-পাঠ নামমাত্র—আমি এখনও ভগবৎকৃপা লাভে বঞ্চিত রহিয়াছি। ভগবানের কৃপার অভাব নাই, তবে আমাদের ভাব ও কাজ এমন হওয়া চাই যাহাতে তাঁহার কৃপা আমাদের জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে।……তোমাদের আশীর্ব্বাদে ভগবৎকৃপায় নিশ্চয়ই এক দিন এ বিষয় আমার ইচ্ছা—ভগবৎইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে।

কাশী—১৯০৪

১২

* * 'ডাক্তার বাবুও বলিলেন আমার আর জ্বর হয় না। আমি নাকি এখন খুব ভাল আছি। আচ্ছা বলতো আমার কি কোনও দিন জ্বর হয়েছিল—আমি কি কোন দিন মন্দ ছিলাম বা মন্দ হইতে পারি? বুঝি আর না বুঝি তোমরা বোঝ আর না বোঝ—আমি কিন্তু অজর অমর 'আনন্দরূপমমৃত'মেরই অংশ। আমাকে দুঃখ-কষ্ট কখনও নাকি স্পর্শও করিতে পারে না।

শরীরের যত্ন

শরীরটার নাকি জ্বর হতো—তাতে আর আমার কি? কিন্তু তাই বলিয়া আমি শরীরের অযত্ন করি না, তবে যত্ন করিয়া আর কাহাকে কি করা যায়? ওটা যে শরীর—জীর্ণ হওয়াই নাকি ওর ধর্ম্ম। ওটা নাকি পঞ্চভূত হতে এসেছে আবার একদিন জীর্ণ হয়ে পঞ্চভূতে চলে যাবে। যেটা বিকার হইতে জাত সেটাও যে বিকার-ধর্ম্মাক্রান্ত। রাম চন্দ্রের শরীর গিয়াছে—কৃষ্ণ চন্দ্রের শরীর গিয়াছে—তোমার আমার শরীরের আর কি কথা!......হঠাৎ কিন্তু মনে হলো—শরীরটাও যেন বিকার হতে জাত নয়, তাহা হইলে 'আনন্দাদ্ধ্যেব' শ্রুতিটা ভুল হয়ে যায়। আনন্দের জগৎ—জগতের সব জিনিস

এসেছে আনন্দ হতে রয়েছে আনন্দে আবার লয় হবে আনন্দে।
এ সবই নাকি সে আনন্দের একটা ঘনীভূত অবস্থা। সিদ্ধ মহাত্মাদের দৃষ্টিতে সবই নাকি সচ্চিদানন্দ-ঘন-স্ফূর্ত্তি। যাহা হউক্, এ সব বড় কথায় আমাদের কাজ নাই। আমরা যেখানে আছি সেখানকার জিনিসই দেখিব—সেখানকার কথাই বলিব—সেখান হইতেই চলিতে আরম্ভ করিব, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের দরকার কি?……জান তো আমি শরীরটাকে কত ভালবাসি? এটা যে তাঁর জিনিস। কৃষ্ণ-বিলাসের দেহ—আমার কাছে শুধু কয়েক দিনের জন্য গচ্ছিত রহিয়াছে। তাঁর জিনিসের তাঁর নিদর্শনের কি অযত্ন করা যায়?……ছোট বেলা আমার কখনো কাঁদিতে দুঃখ-কষ্ট করিতে ভয় হতো—মনে হতো—আমাকে কাঁদিতে দেখিলে তিনিও যে তখন কাঁদিতে বসিবেন। আমার দুঃখ কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? অমন প্রাণে কি আঘাত করা যায়? কোনও অন্যায় কাজ করিতে—মিথ্যা কথা বলিতে ভয় হতো, প্রাণ হতে বিশ্বাস করিতাম—আমি অন্যায় কাজ করিলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইবেন—তাঁর কান্না তখন কি করিয়া সহ্য করিব? এ বিশ্বাস আমাকে কুপথ হইতে কুকাজ হইতে অনেকটা বাঁচাইয়া রাখিত। জীবের প্রধান কাজ প্রধান সাধনা—ভগবান আমাদের জন্য কি করিতেছেন তাহা ভাবা—তাহা অনুভব করা, একবার চোখ খুলে চেয়ে দেখলে একটু মন খুলিয়া বিচার করিয়া দেখিলে আর যে তাঁহাকে

ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। তখন তাঁহার সুখের জন্য না করা যায় এমন কাজ থাকে না। তাঁর কথা স্মরণ থাকিতে কোনওরূপ অন্যায় কাজ করিবার শক্তি থাকে না। শান্তিতে থাকা আনন্দে থাকাই যে আমাদের স্বরূপ। মনটা চঞ্চল হয়—চিত্তে ভাবনা চিন্তা আসে তাঁহার উপরে বিশ্বাসের অভাবে। যার তিনি আছেন তার কি আর কোনও ভাবনা থাকে? 'তুমি যার সে আবার কি চাহিবে ধরাতলে'? আমরা তাঁর আপন জন আমাদের কল্যাণ করিতে—আমাদের সুখে রাখিতে তিনি ব্যস্ত। আমরা না হলে তাঁহার চলে না—বলতো ইহা অপেক্ষা আর আমাদের কি আস্পর্দ্ধার কথা হইতে পারে? তোমরা একটু আস্তিক হও—তিনি আছেন তিনি তোমার জন্য কি করিতেছেন তিনি তোমার জন্য কতটা ব্যস্ত তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা কর—দেখিবে মনপ্রাণের অন্তস্তল ভেদ করিয়া আনন্দের ফোয়ারা ফুটিয়া বাহির হইবে। তোমাদের কথা ভাব ও কাজ কেবল সেই 'আনন্দরূপমমৃতম্'কে প্রকাশ করিবে—আনন্দবিভূতি এই জগৎকে একটা আনন্দ-তুফানে পরিপ্লাবিত করিয়া তুলিবে। জগতের ভিতর দিয়া তোমরা আস্বাদ করিবে সেই 'আনন্দরূপমমৃতম্'কে—জগত তোমাদের ভিতর দিয়া কেবল আস্বাদ করিবে সেই 'আনন্দরূপমমৃতম্'। তখন বুঝিবে 'মধু বাতা ঋতায়তে' শ্রুতির অর্থ কত মধুময়।......

নাইনিতাল।

১৩

* * আমার কষ্টের কারণ হইয়াছ ভাবিয়া বৃথা কষ্ট পাও কেন তাহা বুঝিতে পারি না। তুমি আমাকে যতটা সুখী করিয়াছ যতটা আনন্দ দিয়াছ অপর কেহ ততটা পারে নাই। আমি তোমার কাজে ও ভাবে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তারপরে আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার সাধ্যাতীত। কষ্ট দেওয়া এ পর্য্যন্ত কেহ কষ্ট দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আমার ভগবানের যে আমাকে আনন্দে না রাখিলে চলে না তাই সংসারের দুঃখ-কষ্টকে তিনি আমা হইতে শতক্রোশ দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছোটবেলা হইতে আমার জীবনে কষ্টের অনুভূতি খুব কমই হইয়াছে। যার ভগবান আনন্দময় তার যে সর্ব্বদা আনন্দে থাকিয়া আনন্দ দিয়া আনন্দময়ের পূজা না করিলে চলে না। আমরা যতটা দুঃখ পাই তার অনেকটা আমাদের বুদ্ধির দোষে—সংস্কার বশতঃ।......আমার মনে কষ্ট দেওয়া তোমার সাধ্যাতীত মনে হয়। আমার ভগবানের যখন আমাকে সুখে না রাখিলে চলে না

তিনি যখন আমার সুখের জন্য ব্যস্ত তখন আমাকে দুঃখ দেওয়া কি সহজ কথা ? তবে আমাকে বুঝিতে না পারিয়া ভুল বুঝিয়া কষ্ট দিয়াছ বলিয়া একটু ভুল ভাবনা নিয়া তোমরা অনেক সময় কষ্ট পাও। আর তখন সেই কষ্টের ছায়া আমার উপর আরোপ করিয়া মনে কর তোমরা আমাকে কষ্ট দিয়েছ কষ্ট দিতেছ। তবে একভাবে তোমরা নিজেরা কষ্ট করিলে শুধু আমাকে কেন আমার ভগবানকে পর্য্যন্ত কষ্ট দেওয়া হয়। যদি তাহাই হয় তবে তোমরা নিজেরা সুখে থাকিয়া আমাকে আমার ভগবানকে সুখী করিতে চেষ্টা করা তোমাদের কর্ত্তব্য—তোমাদের ধর্ম্ম—তোমাদের সাধনা হওয়া উচিত। মহাপ্রভুর নিজের জন্য কোনও কষ্ট ছিল না কিন্তু তবুও নিতাইর গলা ধরিয়া কেবল কাঁদিতেন আর বলিতেন 'নিতাই হে জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়'। ছেলে বা স্বামী কুকাজ করিলে কুপথে গেলে তখন মার প্রাণে স্ত্রীর প্রাণে এক রকমের কষ্ট হয়—তাহাতো তোমরা বেশ জান। এই কষ্টের কারণ স্বার্থ নয়—প্রেম। মার ভিতরে সেই ভগবানের সামান্য প্রেম বর্ত্তমান তাই মার প্রাণে এত কষ্ট আর সেই প্রেমের মূল প্রস্রবণ যিনি তাঁর কি কষ্টের অবধি আছে ? 'ভক্ত যদি কণ্টকেতে পায়ে ব্যথা পায় সে বেদন কৈলাসেতে যায়। দিবানিশি এই হিয়া মাঝে সেইরূপ কত শেল বাজে—কি বুঝিবি তুই রে বালক।' কথাগুলি স্মরণ কর বুঝিতে চেষ্টা কর। এই কষ্টের

মধ্য দিয়া তাঁহার প্রেম তাঁহার আনন্দ কিভাবে ক্ষরিত হয় তাহা কি যে-সে বুঝিতে পারে ? তারপরে শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহে কষ্ট ! সেই বিরহ-রস মহাপ্রভু শেষ জীবনে আঠার বৎসর বসিয়া আস্বাদ করিয়াছিলেন। প্রেম যত বাড়িতে থাকে বিরহ-বোধ তত বেশী অনুভব হইতে থাকে। শেষে এমন হয় যে এক মূহূর্ত্তের বিরহ অসহ্য হইয়া পড়ে। 'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃটায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণবিরহেণ মে।' শ্লোকটী স্মরণ কর। ভগবৎপ্রাপ্তির ভগবৎমিলনের সামান্য বাধা যে একেবারে অসহ্য বলিয়া মনে হয় ! চিত্ত যত শুদ্ধ হইতে থাকে সামান্য ময়লা তত বেশী নজরে পড়িতে আরম্ভ করে। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে সামান্য কালি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভগবৎবিরহজনিত কষ্টের মধ্যে একটা বড় মজার আনন্দ আছে যাহার লোভে ভক্তগণ সাধকগণ এই ভাবটা কিছুতেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। তাঁর জন্য বিরহ তাঁর মিলনকে

দুঃখে সুখ

সুলভ করে—চিত্তশুদ্ধির আত্মদর্শনের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয়—আনন্দময়ের কাছে নিয়ে যায়। যত আনন্দময়ের কাছে যাওয়া যায় তত ভিতর হইতে একটা আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে, তখন সেই আনন্দ 'আরও চাই আরও চাই' ভাবটা আনিয়া আনন্দানুভূতি আনন্দ-ভোগের রাস্তাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। রাধারাণী মহাপ্রভু মহাবিরহভাবের মধ্য দিয়া যে পরমানন্দ আস্বাদ করিতেন প্রেমযোগে সিদ্ধমহাত্মা ছাড়া

অপরে তাহা আস্বাদ করিতে পারেন না।……তোমরা দিন দিন আরো ভাল হও আরো পবিত্র হও আরো মধুর হও সুখে থাকিয়া সকলকে সুখী কর—তোমাদের দেখিলে তোমাদের কথা ভাবিলে যেন আমার ও অপর সকলের ভগবানের কথা মনে পড়ে—তোমাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া যেন ভগবৎমহিমা জগতে প্রচারিত হয়। বোধ হয় বিশ্বাস কর যে ইহা ছাড়া আমি তোমাদের নিকট আর কিছুই চাই না।……ভগবান তোমাদের নিকট কি চান বুঝিতে চেষ্টা করিও। তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা যেন তোমাদের জীবনে পূর্ণ সফলতা লাভ করে।……চিঠি তো অনেক পেয়েছ কথা অনেক শুনেছ। যাহা শোনা যায় যাহা বোঝা যায়—যাহা শিখা যায়—তাহা কাজে পরিণত করিতে না পারিলে যে কিছুই হল না।…আমাকে দেখিতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক, আমি কাছেই আছি—কি ভাবে আছি বুঝিতে চেষ্টা করিও। আমাকে একটা স্থূল শরীরে সীমাবদ্ধ করিলে যে একটা মস্ত ভুল করা হয়; স্থূল শরীরের পাওয়াটা কিছুই নয় যদি তাহা সূক্ষ্মের জন্য মনের জন্য আত্মার জন্য কিছুই না রাখিয়া যায়। কাজের মধ্য দিয়া ভাবের মধ্য দিয়া আনন্দের মধ্য দিয়া যে পাওয়া সেটা অবিনাশী—সেটাই কিন্তু আসল পাওয়া। স্থূল শরীরটা নিয়া টানাটানি কি ভাল? এটা তো আর আমি নই। এটাকে যতই ভালবাস না কেন আমি ইহা হইতে

পাওয়া
স্থূল ও সূক্ষ্ম

আলাদা হইলে অবিলম্বে ইহাকে মাটীতে জলে বা আগুনে শেষ করিতে হইবে নতুবা দুর্গন্ধে টিকা কঠিন হইবে। মৃত্যুরহস্যের মধ্য দিয়া ভগবান মানুষকে খাঁটি জিনিসের দিকে ভিতরের দিকে আসল প্রেমের দিকে আনন্দের দিকে টানিয়া নেন।

কাশী—মার্চ্চ, ১৯০৬

১৪

* * মা,···মা-মাসীদের যে রাগ করিবার অধিকার থাকে না, তাঁহারা জানেন কেবল ভালবাসতে কেবল আদর-যত্ন করতে কেবল সেবা করতে। এ মাদের প্রাণটী নাকি সে মার প্রেম দিয়া গড়ান—এ মাকে ধরিয়া সে মার কাছে যেতে হয়—এ মার ভিতরে যে সে মা লুকিয়ে ভাল বাসছেন সেটা জেনে বিশ্বাস করে এ মার ভিতর দিয়া সে মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। ছেলে যদি খুঁজতে জানে আর মা যদি একটু স্বচ্ছ হন তবে এ মার মধ্যে সে মাকে ধরতে

‘মা’

আর কত দেরী লাগে? ধরা দেওয়া ধরা পাওয়াটাই যে তখন সহজ ও স্বাভাবিক হয়। তোমরা কি বল? তোমরা আর একটু পবিত্র হও আর একটু সুন্দর হও আর একটু মধুর হও আমি যেন অতি সহজে তোমাদের ভিতর দিয়া আমার সে মাকে দেখিতে সে মাকে পাইতে সে মাকে সেবা করিতে বাধা না পাই। জানতো আমার আলস্য—আমি কিন্তু দেখিবার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে পারিব না। যে মার আদুরে ছেলে হয় তাকে সুখী করতে তার কল্যাণ করতে তার মা'ই যে বেশী ব্যস্ত থাকেন। আমি বেশ ভাল করে বুঝেছি আমার মার আমি না হলে চলে না। আমার কল্যাণ করা আমাকে সুখে রাখাই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এই বিশ্বাসই তো আমাকে এত আনন্দ দেয়, এত শান্তিতে রাখে। একটু বিশ্বাস কর তিনি আছেন তিনি ভালবাসেন, দেখিবে তোমাদেরও আর যে দুঃখ-কষ্ট করিবার সুযোগ থাকিবে না।......মা কিন্তু কাহারও মরে না মরিতে পারে না চলে যায় না আমরা 'যে অমৃতস্য পুত্রাঃ'। অত ভালবাসা কি নষ্ট হতে পারে? They sin who tell that love can die—তাহারা বাস্তবিকই পাপ করে. যাহারা বলে ভালবাসা নষ্ট হতে পারে। যে দিন ভাববো মা মরেন প্রিয়-জনেরা মরিতে পারে প্রেমের বিনাশ আছে—সেদিন কিন্তু আমি নাস্তিক হব। আমার ভগবান যে প্রেমময় আনন্দময়—জগতে যত প্রেম যত ভালবাসা সে সব যে তাঁরই আনন্দের

বিকাশ, আনন্দবিভূতি। ভগবান মরেন আর তাঁর প্রেম মরে, তাঁর বিভূতির লয় হয় এ যে একই কথা। তোমরা তোমাদের মাকে খুব ভালবাস তাই তোমাদের প্রাণটা অনেকটা মা-ময় ভালবাসা-ময় হয়ে গেছে তাইতো তোমাদের ভিতরে আমি এত সহজে এতখানি মা খুঁজে পাই। তোমরাই তো আমার সেই মাকে বাঁচাইয়া রেখেছ জাগাইয়া রেখেছ। তোমরা না থাকলে জীব হয়তো এত দিনে সে মাকে একেবারে ভুলে ব'সত......

মা মরেন নাই স্বর্গে গেছেন, সেখানে গিয়া সেই আদ্যাশক্তির শক্তিতে তাঁহার দেখবার শুনবার ভাববার শক্তিগুলি বেড়ে গিয়েছে। সেখানে গিয়া তাঁহার স্নেহ যে কোটিগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে। ভেবো না তিনি এখন তোমাদের ভুলে গেছেন বা ভুলতে পারেন। সেখানে বসে তিনি এখন তোমাদের সব কাজ দেখছেন তোমাদের সব মনোভাব টের পাচ্ছেন তোমাদের সুখে সুখী হচ্ছেন, আর তোমাদের কত আশীর্ব্বাদ করছেন। তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য এখন যে আরও ব্যস্ত। আমার মা যখন সে দেশে চলে যান তখন আমি খুব ছোট। আমি মার সব চেয়ে ছোট ছেলে তাই মহা আদুরে ছিলাম। পাছে আমার কান্না দেখে মা কাঁদেন তাই আমি কিন্তু কখনও কাঁদতে পারতুম না। মিথ্যাকথা বলতে কিম্বা অপর কোন অন্যায় কাজ করতে আমার যেন আর সাহস হ'ত না—কেবল মনে হ'ত মার কষ্ট হবে; কি করে মাকে কষ্ট দিব! যে অত ভালবাসে

তাহাকে কি আর কষ্ট দেওয়া যায়? আমার কি মনে হয় জান? জীবনে যে কখনও কাহারও পবিত্র ভালবাসা আস্বাদ করিবার সুযোগ পেয়েছে সে কখন আর কোনও অন্যায় কাজ করিতে পারে না। তার আর সব বিষয়ে খুব ভাল না হলে চলে না। আমি অন্যায় কাজ করি একথা ভাবিলেও যে তাহার চোখে জল আসিবে কষ্টে বুক ফেটে যাবে। আর মানুষ যদি একবার ভগবৎপ্রেম আস্বাদ করিতে পারে তবে যে সে আর অন্যায় কাজ করিতে সাহসী হইতে পারে না। তার ভালবাসা নিশ্চয়ই তাহাকে সব অমঙ্গল হইতে সব রকমের পতন হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। আমার মা আমার যত কল্যাণ করিয়াছেন করিতেছেন, আর কেহ এতটা করিতে পারিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। মা চলে যাবার এক মাস পরে একদিন স্বপ্নে দেখি মা এসেছেন, আমি অম্নি তাঁর মাথাটা আমার বুকের উপর টেনে নিয়েছি। অনেক কথার পরে মা আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন আমার কি কর্ত্তব্য কি ভাবে চলা উচিত। তার পরে মা বলিলেন আমি মরে গেলে আমার শ্রাদ্ধ করিবে; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে তোমার শ্রাদ্ধ করিব—আমি যে কিছুই জানি না? তখন মা বলিলেন "জীবনটা এমন ভাবে তৈয়ারী করবি এমন ভাবে চালাবি যে তোকে যে দেখিবে সেই বলিবে এমন ছেলে দেখা যায় না। ধন্য এর মা যে একে গর্ভে ধারণ করে-

ছিল। এইরূপ করিতে পারিলেই আমার আসল শ্রাদ্ধ করা হবে।" তারপরে অনেক কথার পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মা তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমি যে তোমাকে খুঁজে পেতাম না? মা তখন যেন খুব ব্যথিত স্বরে বলিলেন আমি তো এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোর কাছ ছাড়া হই না—এই দেখনা আমি কোথায় নাই। তখন আমি যেন আমার মাকে সব লোকের মধ্যে এমন কি সব জিনিসের মধ্যে দেখিতে আরম্ভ করিলাম! দিদির মধ্যে মা, পিসির মধ্যে মা—সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে মা! তোমাদের সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর একটা মাতৃভাব আনা আমার পক্ষে সেদিন হতে যেন কেমন সহজ হয়ে পড়েছে। স্ত্রীলোক যে মা ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে তাহাও যেন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।······মাতৃচিন্তা মাতৃস্মৃতি মাতৃস্বপন আমার জীবনে যতটা কল্যাণ করিয়াছে আর কিছুতে ততটা করিতে পারে নাই।······

আগ্রা।

১৫

* * আমি বাজারে বেশী পয়সা দিয়া জিনিস কিনিতে, গাড়োয়ানদের বেশী পয়সা দিতে বলি, ইহা দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট করা হয় কি না, দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া গাড়ীর ভাড়া বাড়াইয়া সাধারণের অসুবিধার কারণ হওয়া হয় কি না জানিতে চাহিয়াছিলে, তখন আমি এ কথার উত্তর দিতে পারি নাই, সময় ও সুযোগ ছিল না—তাই সে সম্বন্ধে চিঠিতে দুই একটী কথা লিখিতেছি। আমার অনেক সময় কেবল মনে হয়, বিদেশী দোকানদারেরা যে আমাদের এত ঠকায় সে দিকে আমাদের একটুকুও ভ্রূক্ষেপ নাই। দুই আনার জনিস অম্লান বদনে আট আনায় কিনিয়া আনি। আমাদের যত দর কষাকষি, যত বীরত্ব তাহা কেবল গরীব দোকানদারের কাছে। তাহাদের কাছে নানারূপ ছলে বলে কৌশলে দুই পয়সা কম দিতে পারিলে তাহা নিয়া আবার আমরা বাহাদুরী করিতে বসি! সকলকে বলিতে আরম্ভ করি, দেখ ত কত শস্তায় আনিয়াছি! আমি একটী শিক্ষিত লোককে যেভাবে একটী গরীব অনাথা বিধবার জিনিস কিনিতে দেখিয়াছিলাম তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে

পারিব না। যখন সে কাঁদিয়া বলিতে আরম্ভ করিল 'বাবু আমি চারি আনার কমে কিছুতেই ইহা বিক্রয় করিতে পারিব না; ইহার দাম ছয় আনা, চারি আনার কমে আমার ছেলে-মেয়েদের কিছুতেই পেট ভরিবে না, আপনি অন্ততঃ চারি আনা দেন' তখন বাবু মেজাজ দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন 'তুই জানিস তোদের জমিদার আমার বন্ধু, আজই তাকে বলিয়া তোকে ভিটা-ছাড়া করিব' ইত্যাদি। আমি তখন আর যেন ধৈর্য্য রাখিতে পারিলাম না; বলিতে বাধ্য হইলাম—পাষণ্ড কসাই! ইচ্ছা হয় ছয় আনায় খরিদ কর নতুবা এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে সরিয়া পড়। এ সব গরীবেরা হু'টা পয়সা পেলে আমাদের বেশী ক্ষতি হয় না—অথচ তাহাদের বিশেষ উপকার করা হয়। ইহা দ্বারা বাজারের দর বাড়ান হয় না—আমার একান্ত বিশ্বাস হৃদয়ের দর বাড়ান হয়, যাহার ফলে পশুও দেবতায় পরিণত হয়। আমি মাঝে মাঝে বাজার করিতে যাই। গরীব দোকানদারদের দোকানে গিয়া তাহারা যে দাম চায় আমার সঙ্গের লোককে ঠিক সেই দাম দিতে বলি। খুব গরীব দেখিলে বা ছোট ছেলেমেয়ে বা বুড়ো মেয়েছেলে দোকানদার হ'লে তুই পয়সার জিনিস চারি পয়সায় খরিদ করি। জোর ক'রে বেশী পয়সা দিয়া থাকি। তুই তিন দিন পরে তাহার আর এমন শক্তি থাকে না যে আমার নিকট কেন অপর কাহারও নিকট হইতেও সে বেশী পয়সা গ্রহণ করে। আমাদের কথা ভাব ও কাজের ভিতর দিয়া মানুষের মধ্য হইতে দেব-

ভাব ফুটাইয়া বাহির করিতে হইবে। সকলের মধ্যে ভগবান আছেন—পরম প্রেমাস্পদ লুকাইয়া আছেন, আমরা জানি না কি করিয়া তাঁহার প্রেমকে জাগাইয়া তুলিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া তুলিতে হয়। এটা তাদের দোষ নয় এটা আমাদের দোষ—আমাদের স্বভাবের দোষ—আমাদের অজ্ঞানতার স্বাভাবিক পরিণাম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এক দেশে আমাকে কোনও বাগানের নিকট দিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়া বেড়াতে যেতে হ'তো। একদিন ইচ্ছা হইল মালীর সহিত বিশেষতঃ তাহার ছোট ছেলেমেয়েদের সহিত আলাপ করিব। তখন বাগানে ঢুকিয়া ছেলেমেয়েদেরে একটু আদর করিলাম ; আসিবার সময় আমার সঙ্গের লোকদের দ্বারা দুইটা বাঁধা কপি ও ছয় সের কলাইস্তুটী কিনে নিলাম। মালীর সংসারের—বাগানের ছেলেমেয়ের বিষয়ও একটু জিজ্ঞাসা করিলাম। পরে রোজই সেখানে তরকারী কেনা আরম্ভ হইল। আস্তে আস্তে মালী ও তাহার ছেলেমেয়ে এতটা আপনা হইয়া পড়িল যে আমাদিগকে সব জিনিস সস্তায় দিতে আরম্ভ করিল। বিশেষ অনুসন্ধানে জানা গেল যে বাজারে যাহার দাম চারি আনা তাহা সে দুই আনারও কমে দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হৃদয়ের মূল্য

হৃদয়ের দাম যে টাকা পয়সা অপেক্ষা অনেক বেশী তাহা এ সব গরীবেরা বেশ জানে এবং বর্ত্তমান সভ্য বাবুদের চেয়ে উহারাই বেশী বোঝে। কারণ

ইহাদের চিত্তটা বিদেশী সভ্যতা দ্বারা এখন পর্য্যন্তও বেশী কলুষিত হইয়া যায় নাই। গাড়োয়ানদের সঙ্গে ভাল করিয়া মিশিয়া তাহাদের মধ্যেও দেবতার সন্ধান পেয়েছি। মালীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের ফলে তাহারা আপন ভাই-বন্ধুর চেয়ে বেশী আপনা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা রেলে যথেষ্ট ভাড়া দিয়া যথেষ্ট খরচ করিয়া সামান্য গাড়োয়ান সামান্য কুলিদের দুই পয়সা কম দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, তাহাদের সঙ্গে বিশেষ খারাপ ব্যবহার করি; সুযোগ সুবিধা পেলে তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া আপন শক্তির পরিচয় দিয়া থাকি; কিন্তু সাহেব দেখিলে পুলিস্ দেখিলে ভয়ে অস্থির হ'য়ে যাই, গুরুঠাকুরের মত তাদের সেবা করিতে ব্যস্ত হই। যত বীরত্ব তাহা কেবল গরীব-দুঃখীদের বেলা—সেখানে আমাদের বীরত্ব কে দেখে! ইহাকেই বলে নরমের কাছে গরম শক্তের কাছে কেঁচুয়া। ...... এটা জাতীয় অবনতির পরিণতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। স্বাধীন জাতি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ জীবের নিকট বীরত্ব দেখান গৌরবের বিষয় মনে করে; গরীবদেরে দেখিলে তাহাদের প্রাণ নিম্নগামী হয়, দয়ায় প্রাণ উদ্বেলিত হয়। যে নিজে প্রকৃত স্বাধীন সে পরকে স্বাধীনতা দিতে পরকে স্বাধীন দেখিতে ভাল বাসে। যে আত্মার আত্মবলের গৌরব উপলব্ধি করিতে জানে না করিতে পারে না, সেই অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে—জোর করিয়া অপরকে দাবাইয়া রাখিতে ভালবাসে।

যাহার ভিতরে দেবতার শক্তি নাই সে-ই পশুবল অবলম্বন করিয়া আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ প্রকৃত সাধু তাহাকে দেখিলে আপনা হইতে সকলের প্রাণে একটা সরল ভক্তির ভাব উদিত হইয়া পড়ে। আর যাহার ছলে বলে কৌশলে ব্রাহ্মণত্ব সাধুত্ব—আপন আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে হয়, তাহার যে বিশেষ জোর করিয়া একটা অস্বাভাবিক-ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে হয়। অনেক সময় ······ ইহাদের সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। পাছে প্রতিষ্ঠা লোপ হয় এই আতঙ্ক সর্ব্বদা তাহাদের মনে জাগরূক থাকে। রাজর্ষি জনককে দেবর্ষি নারদকে ভক্তি করিবার সুযোগ পেলে লোকেরা আপন আপন জীবন সার্থক মনে করিত। আজকালকার রাজাদের আজকালকার সাধুদের কি ভাবে যে লোকের শ্রদ্ধা সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হয় তাহা তাঁহারাই ভালরূপ বুঝিতে পারেন। আদর্শ রাজ্যে রাজার সিংহাসন থাকে প্রজার হৃদয়ের উপরে, আর অত্যাচারী রাজার সিংহাসনের ভিত্তি থাকে বন্দুকের গুলিতে—শাণিত তরবারে। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর, মানুষও তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে। জগৎ দেখাকে শঙ্করাদি কেন অনেকটা আয়নায় নিজমুখ দেখার মত বলিয়া গিয়াছেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। আমরা মানুষকে অবিশ্বাস করিয়া করিয়া আরও অবিশ্বাসী করিয়া তুলি। চোর

ডাকাতকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে করিতে কি করিয়া সাধু-সজ্জন করিয়া তোলা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবতাও আছেন অসুরও আছে। আমরা যাহাকে ডাকিব সেই ত বাহির হইবে—সেই ত আসিয়া দেখা দিবে। আমরা দেবতাকে ডাকিলে অসুর সেখানে কি করিয়া বাহির হইবে? একটু ডাকিতে শিখাও চাই। নিজের ভিতরে ময়লা থাকিলে চিত্তে অসুরের রং থাকিলে আমরা যে সর্ব্বত্র অসুরই দেখিতে বাধ্য। একদিকে চিত্তকে ভগবৎপ্রেম দ্বারা ধুইতে থাক, আর মুখে ভগবানকে ডাক—যাহা কিছু দেখিবে শুনিবে তাহার মধ্যে ভগবানকে খোঁজ—ভগবানকে ধ্যান কর। প্রহ্লাদ কি করিয়া পাথরের মধ্য দিয়া নরসিংহ দেবকে ফুটাইয়া বাহির করিয়াছিল, ভক্ত কি করিয়া প্রস্তরবিগ্রহের মধ্য দিয়া সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি দর্শন করে, সতী কি করিয়া পতির মধ্য দিয়া জগৎপতির সেবা করে, মা-বাপ কি করিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েদের ভিতর দিয়া বাল গোপাল ও কুমারী ভগবতীর পূজা করে, ভক্ত কি করিয়া জীবের ভিতর দিয়া শিবের জগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথের দর্শন ও সেবার অধিকার লাভ করে তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে প্রাণের রহস্য বুঝিবার উপযুক্ত শক্তি প্রার্থনা কর। আস্তে আস্তে তোমার

দেবতার বোধন

দেখিবার শক্তি ভাবিবার সামর্থ্য বুঝিবার সুযোগ সেবা করিবার প্রবৃত্তি ভগবৎকৃপায় আপনা হইতে ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবে। এই ভাবেই 'শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং' বলিতে বলিতে অর্জ্জুন একদিন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস কর তিনি বিশ্বরূপ, ডাক তাঁহাকে বিশ্বনাথ বলিয়া—সর্ব্বভূতে তাঁহাকে বিশ্বরূপভাবে সর্ব্বভূতান্তরাত্মাভাবে—সর্ব্বান্তর্য্যামীভাবে সেবা করিতে চেষ্টা কর—তাঁহার, তাঁহার জীবের পোষাক পরা শিবের বিশ্বজীব-বিগ্রহং কথাটী মনে করিয়া আস্তে আস্তে তোমার দর্শন খুলিয়া যাইবে।

দড়িকে সাপ মনে করা দড়ির দোষ নয়—দোষ আমাদের দেখিবার বুঝিবার ভাবিবার। যখন সাপ মনে করি তখন ত দড়ি দড়িই থাকে। এ তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। জগতে বাস্তবিকই একজন ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই—এই যে আমরা ব্রহ্মকে জগৎ মনে করি—রজ্জুকে সর্প মনে করিয়া ভয়ে অস্থির হই এটা আমাদের একটা মস্ত ভুল। এটা বাস্তবিকই মায়ার একটা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার বিরাট মহিমা। যদি জগতে জগন্নাথকে দেখিতে সাধ থাকে যদি জীবকে পোষাক পরা শিব জানিয়া—সগুণ ব্রহ্ম বিশ্বজীব-বিগ্রহের সেবা করিবার পূজা করিবার ইচ্ছা থাকে তবে সকলের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ভাবিতে তাঁহাকে জাগাইয়া ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। তিনি সকলের ভিতর কুলকুণ্ডলিনী ভাবে নিদ্রিতা রহিয়াছেন—

সাধনা দ্বারা তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা কর। ঋষিগণ সর্ব্বভূতের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে আবাহন করিয়া তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার বোধন করিয়া কি ভাবে ফুটাইয়া বাহির করিয়া—দর্শন করিয়া—সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া তাঁহাদের কৃপা সম্বল করিয়া চলিতে আরম্ভ কর। তাঁহাদের কৃপায় ভগবৎকৃপায় একদিন সফলকাম হইতে পারিবে। যখন আমরা কাহাকেও খারাপ চোখে দেখি, খারাপ লোক মনে করি তখন সে খারাপ হউক আর না হউক আমাদের মন যে খারাপ হইয়া যায় তাহা উপলব্ধি করিয়া সাবধান হইতে চেষ্টা কর। সর্ব্বত্র ভগবৎদর্শন করিবার সাধ থাকিলে আগে সর্ব্বত্র ভগবৎ-ভাব দেখিতে—উপলব্ধি করিতে—সকলের মধ্য দিয়া ভগবানকে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। নিজের ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজন চাকরচাকরাণী সকলকে জানিতে দাও—বুঝিতে দাও যে তাহাদের ভিতর ভগবান আছেন, ভগবৎশক্তি রহিয়াছে—তাহারা সকলে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। কি করিয়া তাহারা সেই শক্তি স্মরণ করিয়া, সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া নিজেরা শক্তিমান হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে; তাহা তাহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও—এ কাজে তাহাদের সহায় হও—তাহাদের প্রকৃত হিতৈষী প্রকৃত আত্মীয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি তাহাদের আত্মীয় হইতে পারিলে তাহারাও তোমার আত্মীয় হইয়া পড়িবে। প্রাণ দিতে জানিলে প্রাণ পেতে পারা যায়। ভালবাসিতে জানিলে ভালবাসা পাওয়া যায়। ঋষিরা কি ভাবে বনের পশুপক্ষীকে আপন করিয়া তুলিতেন, তাঁহাদের আশ্রমে কি ভাবে বাঘে ও হরিণে, সাপে ও বেজীতে একত্র খেলিয়া বেড়াইত তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। ওসব গল্প নয়, ইহার আভাস আমি নিজের জীবনে অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও তাহার ফলাফলে অবিশ্বাস করিতে গিয়া আমরা যে সঙ্গে সঙ্গে কি ভাবে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি তাহা ছেলেমেয়েদেরে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর। বাবুদের সুপথে আনিতে—বাবুদের বদভ্যাস দূর করিতে অনেকটা কষ্ট পাইতে হয়—অনেকটা পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু আমরা যাহাদিগকে গরীব অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদের সুপথে—ভগবৎপথে আনা অতি সহজ কাজ, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমরা মা-আদ্যাশক্তির অবতার, শুধু দুই একটী ছেলেমেয়ের মা হ'য়ে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, জগতের মা হ'তে হবে। সমস্ত ছেলেমেয়েদেরে আপনার পেটের ছেলের মতন মনে করিয়া, তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহাদের প্রকৃত কল্যাণসাধনে তাহাদের ভরণপোষণে তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আমার মা হওয়া সহজ কথা নয়। আমার মা হতে হ'লে সমস্ত গরীব-দুঃখীর মা

হ'তে হবে। সন্ন্যাসীর দেহ একটা শরীরে সীমাবদ্ধ নয়। তাহারা বিরজা হোমের সময় ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে আহুতি দিয়া ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে সমস্ত ভেদভাব দূর করিয়া জগন্ময় হইয়া পড়ে। আমাদের দেহ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, আমাদের মন এই জগদ্ব্যাপী মন, আমাদের আত্মা সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। প্রকৃত সন্ন্যাসী যে বিশ্বরূপ। জীবের হিতানুষ্ঠানই যে তাঁহাদের সাধনা। জীবের সুখ-দুঃখই যে তাঁহাদের সুখ-দুঃখ। 'জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়—আমায় ধর নিতাই', কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমরা বুঝি আর না বুঝি, মানি আর না মানি, আমরা হচ্ছি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। সমস্ত জীবের উদ্ধারের আগে আমাদের মুক্তি অসম্ভব। বুঝিতে চেষ্টা কর সন্ন্যাসীর মা হওয়া কিরূপ সহজ ও কঠিন ব্যাপার! জগতের সমস্ত ছেলেমেয়েকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—মানুষ করিতে হইবে। তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার নিতে হইবে, তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের—ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতালাভের সহায় হইতে হইবে। তোমরা চেষ্টা কর ·········ভগবান সহায় হইবেন। নিশ্চয়ই একদিন তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। তোমরা যে আমার মা আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশ। তাঁহার অবতার। তোমরা জাগিলে তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমরা কল্যাণসাধনে ব্রতী হইলে তোমাদের বাধা দেয় কাহার সাধ্য? ভারত একদিন

জাগিয়াছিল মা আদ্যাশক্তির শক্তিরহস্যে জ্ঞানরহস্যে প্রেম-রহস্যে। তাই তাহারা জ্ঞানে বীর্য্যে শক্তিতে প্রেমে জগতের আদর্শ স্থান দখল করিয়াছিল। আমরা আবার ভারতের—জগতের সে অবস্থা দেখিতে চাই। তোমরা প্রস্তুত হও, ছেলে-মেয়েদের প্রস্তুত কর। ভগবান আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য—সাহায্য করিবার জন্য কত ব্যস্ত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর।

১৬

* * তোমার সাংসারিক অবস্থার কথা এবং তোমার মনের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। ভগবৎকৃপায় ......'র কোথায়ও একটা সুবিধা হ'লে বিশেষ সুখী হইব। আমি এ সব দেশে যে কিভাবে থাকি তাহা তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে না। তোমাদের ওদিকে অনেক সময়

সকলকে আনন্দে রাখিবার জন্য আমার নিয়মগুলি বজায় রাখিয়া যথাসম্ভব আনন্দে থাকিয়া সকলকে আনন্দ দিতে সকলকে আনন্দে রাখিতে চেষ্টা করি ......। আমার কতগুলি বিশেষ নিয়ম আছে যেগুলি আমি সজ্ঞানে ভঙ্গ করি না। যেমন টাকা সম্বন্ধে বিবাহাদি সম্বন্ধে কোনও কথায় না থাকা; কোনও লোকের কাছে এমন কি ভগবানের কাছে পর্য্যন্ত কোনও বিষয়ের প্রার্থনা না করা; কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে সাহায্য বা উপকার প্রার্থনা না করা। এ সব দেশে আমার যত পরিচিত লোক আছেন তাঁহারা এ বিষয় বেশ ভালরূপ জানেন। এমন কি আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কোনওরূপ অখাদ্য খেলে বা মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইলে তখন পর্য্যন্ত আমি তাহাদের স্পষ্টতঃ নিষেধ করিতে যাই না। তাঁহাদের যদি ভাল হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে আমার জীবন দেখিয়া আমার কাজ দেখিয়া আমার ভাব দেখিয়া তাঁহারা সুপথে আসিতে বাধ্য হইবেন। আমার ইচ্ছানুসারে কেহ চলিবে কেহ তাহার নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া আমার গোলাম হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে, এটা যে আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। আমি নিজে স্বাধীনতা ভালবাসি—তাই সকলকে স্বাধীন দেখিতে ইচ্ছা করি—কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। আমা দ্বারা যদি কখনও কাহারও কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে

স্বার্থের অনুরোধ

তাহা হইবে আমার ভালবাসা দ্বারা—আমার কথা দ্বারা বা অনুরোধের দ্বারা নয়। তোমরা বোধ হয় জান যে আমি যাহাদের বাড়ী রোগী দেখিতে যাই তাহাদের বাড়ীতে সহজে জল পর্য্যন্ত খাই না, তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনওরূপ উপকার গ্রহণ করা আমার নিয়মবিরুদ্ধ। আমি প্রতিদান নিয়া উপকার করিতে বা প্রতিদানের সম্ভাবনায় কাহারও সেবা করিতে অক্ষম। ঐ ভাবে নেওয়া দেওয়ার সম্বন্ধ থাকিলে সেটা প্রকৃত ভালবাসা নয়। আমি সহজে কোনও বড় লোকের বাড়ী যেতে চাই না—কোনওরূপে তাহাদের উপকার গ্রহণ করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক। তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ উপকার গ্রহণ করিলে তাহাদের দ্বারা কোনরূপে উপকৃত হইতে গেলে আমা দ্বারা তাহাদের আর কোনও কল্যাণের আশা থাকিবে না। উপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া দানগ্রহণের সম্বন্ধ না রাখিয়া প্রাণ হইতে যাহাদের উপকার করা যায় যাহাদের কল্যাণ কামনা করা যায় তাহারা ভাল হইতে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। গীতার অনাসক্ত ভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জীবের সেবা করিয়া যাইতে চেষ্টা করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। গীতায় একটা শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন, নানবাপ্তম্ অবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি'। তিন লোক ভূত ভবিষ্যৎ

বর্ত্তমানে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই—এমন কিছু নাই, যাহা আমার না করিলে নয়—যাহা আমাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। যিনি পূর্ণতৃপ্ত নন—অভাব বোধ করেন অভাব দ্বারা চালিত হন তাঁহার কাজের মধ্যে স্বার্থসম্বন্ধ আসিবার সম্ভাবনা আছে। কাজটা হওয়া উচিত স্বভাব হইতে, অভাবের তাড়নায় নয়—'আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ ন তু অভাবাৎ'। তারপরে আমার এমন কোনও প্রাপ্তব্য নাই যাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই না পাইয়া বসিয়াছি, অর্থাৎ আমি পূর্ণকাম আত্মক্রীড় আত্মরতি আত্ম-মিথুন হইয়া স্বভাব হইতে আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু ক্রিয়াবান। সংস্কার দ্বারা কামনা বাসনা আসক্তি দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম কখনও ফলবাসনা-শূন্য হইতে পারে না। আমরা যে কাজ করিব তাহাতে কখনও প্রতিদান-লাভের প্রবৃত্তি থাকিলে চলিবে না। দেহের ধর্ম্ম হচ্ছে কর্ম্ম করা, আলোকের কাজ হচ্ছে আপনাকে প্রকাশ করা, আনন্দের কাজ হচ্ছে সকলের আনন্দের সহায় হওয়া। কাজ করিতে হয় তাই করিয়া যাই। ভগবৎইচ্ছা কাজ করা তাই আনন্দময়ের ইচ্ছায় আনন্দ-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আনন্দের সহিত কাজ করিয়া যাইব—তাহার ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে চলিবে না—এইটি যে গীতার অভিপ্রায় কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা। আমি এই আদর্শে জীবনকে গঠিত করিতে ভালবাসি।......আজ যদি আমার কথায় ভাবে বা কাজে কেহ কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ দেখিতে পায় তাহা হইলে আর

আমা দ্বারা কাহারও কোনওরূপ কল্যাণের আশা থাকিবে না। যে কল্যাণ করা ছাড়া আর কিছু চায় না কল্যাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে তাহার কথার অবাধ্য হওয়া, তাহাকে অসন্তুষ্ট করা তত সহজ নয়।……যে কিছু না নিয়া সাহায্য করে কোনও উপকার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয় লোকে সহজে তাহার বশীভূত হয়—তাহার দ্বারা লোকের কল্যাণসাধন সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে। এ দেশে আমাকে অনেক কাজ করিতে হয় তাই আমার যে এ আদর্শটি বজায় না রাখিলে চলে না। আমার কোথাও যাবার বা কোন কাজ করার মধ্যে কেহ আমার নিজের কোনরূপ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাইবে ইহা আমি কখনও দেখিতে চাই না। আমাদের সমস্ত কাজ হইবে পরের জন্য, জীবের সেবার জন্য পরমাত্মার জন্য, ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য। 'যাঁহা নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ' হইবে আমাদের সকল কর্ম্মের চালক। তারপরে আমি আমার ভগবানকে যে ভাবে অনুভব করিয়াছি করিতেছি তাহাতে তাঁহার সঙ্গে আমি কোন মতে দোকানদারী সম্বন্ধ—চাওয়া-চাইর ভাব রাখিতে প্রস্তুত নই। আমার চাহিবার আগে যিনি আমার জন্য সব দান করিয়া রাখেন, ব্যবস্থা করিয়া রাখেন তাঁর কাছে আর কি চাওয়া যায়? আমি যখন যেখানে যাই সেখানেই যে আমার যাবার আগে আমার

ভগবান আমার সুখের আমার আরামের জন্য যাহা কিছু দরকার তার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। আমার কোনও বিষয়ে কিছু ভাবিবার দরকার হয় না।

আমার সব অবস্থা আমি যত জানি তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন। কিসে আমার কল্যাণ হইবে কিসে আমার প্রকৃত আনন্দ মিলিবে তিনি যে তাহা আমা অপেক্ষা অনেক বেশী বোঝেন—আমার সুখ শান্তি কল্যাণের জন্য তিনি যত ব্যস্ত আমি কখনও যে তত ব্যস্ত হইতে পারি না। আমি সন্ন্যাসী—টাকাপয়সা ছুঁই না, ওসব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহাকেও কোনও কথা বলি না, প্রাণ গেলেও কখনও কাহারও নিকট অন্নবস্ত্রাদির জন্য সাহায্যপ্রার্থী হই না, এইজন্যই বোধ হয় আমার ভগবানের আমার জন্য সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। যে টাকাপয়সা ছোঁয় না চায় না কোনও জিনিসের প্রার্থী হইতে প্রস্তুত নয়, তাহার পক্ষে এত বৎসর পাহাড়ে জঙ্গলে একাকী বেড়ান, একদিনের জন্যও কোনওরূপ অসুবিধা বোধ না করা যে কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা অনেকে বুঝিতে পারেন না। আমার কিন্তু মনে হয় আমি না হইলে আমার ভগবানের চলে না—এ শরীরটা তাঁর যতদিন বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে ততদিন এ শরীরের জন্য যাহা কিছু দরকার তাহা তিনি না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমার সুখশান্তির জন্য যখন একজন এত ব্যস্ত তখন আর আমি

বোকার মত ভাবিতে বসিব কেন? আমার ভগবান জানেন আমি সকামভাবে কিছু করিতে ইচ্ছা করি না, আমার ভগবানের কাছে আমি কিছু চাহিব না—তাঁহাকে আমার জন্য কিছু করিতে বলিব না—কারণ এটাই যে আমার জীবনের প্রধান সাধনা। এজন্য আমার ভগবান আমার জন্য এ সব বিষয়ে ব্যস্ত হইয়া আমার যাহা কিছু দরকার তাহার সব ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে পারেন না।······ছোট বেলা হইতে আমার একটা প্রধান চেষ্টা যাহাতে কাহারও জন্য কোন বিষয়ে কাহারও নিকট সুপারিশ করিতে না হয়। ৺কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে আমার গুরু। তিনি বলিতেন 'তুমি কাহারও জন্য সুপারিশ করিলে তাহা দ্বারা সময় বিশেষে পরোক্ষভাবে অন্য বেশী উপযুক্ত লোক (better qualified) বঞ্চিত হইতে পারে'। তাঁর এই

সুপারিশ

কথাটা আমার এত ভাল লাগিয়াছিল প্রাণে এত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে এপর্য্যন্ত আমার জীবনে কাহারও জন্য কাহাকেও কোনওরূপ অনুরোধ করিতে বা তদনুরূপ চিঠি-পত্র দিতে পারি নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমার যথাসম্ভব তাহার সপক্ষে যাহা বলিবার তাহা বলিতে পারি।······'দেরে যে আমি এত ভালবাসি তাহার মানে প্রাণ হইতে আমি তাহাদের কল্যাণ চাই। তাদের কাছে আমি কখনও কিছু চাই না, তাহাদের আমি আমার জন্য কিছু করিতে বলি না—তাহাদের

যদি কিছু শিক্ষা করিবার থাকে তবে তাহা আমার জীবন দেখিয়া কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া। তাহারা তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বা কারবার সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলে না আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি না। তাদের কাছে কোন-রূপ লেন-দেন বা অন্য কোন বিষয়ের সম্বন্ধে গেলে আমার দ্বারা আর তাহাদের কোনও উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না, তাদের নিকট কিছু চাহিলে বা কোন বিষয় তাঁহাদেরে কোনরূপ অনুরোধ করিতে গেলে আমি হইব তাহাদের অধীন, তারপরে আমা দ্বারা আর তাহাদের কোনও কল্যাণ হওয়া অসম্ভব হইবে। তোমরা বোধ হয় কোনও স্বার্থ সম্বন্ধ নিয়া আমাকে কোথায়ও যেতে বা কাহাকেও কোনও অনুরোধ করিতে দেখ নাই। তোমরা জান······অসুবিধার মধ্যে বাস করে—অর্থাভাবে কত অসুবিধা ভোগ করে তবুও তাহার জন্য আমি কিছু করিতে পারি নাই। সেও বোধ হয় আমার নিকট এ সব বিষয়ে কোনও সাহায্য চায় না। কারণ যে যাহা দিতে সক্ষম তার কাছে তাহা চাহিতে হয়—চাহিলে সুবিধা হয়। আমার শরীর দ্বারা আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাহার যতটা সাহায্য হইবার সম্ভাবনা তাহা করিতে আমি খুব আনন্দ বোধ করি। অদ্বৈতাচার্য্যকে অর্থাভাবে কষ্ট পেতে দেখে কোন কোন ভক্ত চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন 'আপনি একবার এর অভাব সম্বন্ধে প্রতাপরুদ্রকে বলিলে এর অর্থাভাব

দূর হইয়া যায়'। উত্তরে চৈতন্যদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যেন সোণার অক্ষরে আমার বুকে লেখা রহিয়াছে। 'অদ্বৈতাচার্য্যের সুবিধার জন্য তাহার সুখ-শান্তি-কল্যাণের জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু সন্ন্যাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি সন্ন্যাসী, অর্থাদির সম্বন্ধে আমার কোন কথায় থাকা উচিত নয়—উহাতে যে আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম নষ্ট হয়। আমি প্রাণ হইতে গোঁসাইকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি কোনওমতে তার অসুবিধা দূর হয়েছে শুনিলে সুখী হইব। সে সৎভাবে অর্থাভাব দূর করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে, কারণ ভগবান ভক্তের কল্যাণের জন্য ভক্তের অভাব দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমি যদি আজ কোনও বিষয়ে কাহারও জন্য প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিতে যাই তখন আমি হইব তার কাছে ভিখারী। তার বুদ্ধি থাকিলে তখন আমাকে শুধু দুইটী পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত, এবং বোঝা উচিত যে আমি আর কোনও বিষয়ে তাহার উপকার করিতে সমর্থ নহি।' আমি যে কখনও......আদি বড়লোকের বাড়ী যাই না, তাহাদের সঙ্গে কথা বলি না তাহা বোধ হয় তোমরা জান। এ দেশেও কোনও রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে দেখা করি না। কোন সাধু রাজার প্রাণসঙ্কট অবস্থায় দুই-এক বার দেখা করিতে হইয়াছে—তবে সেটা **Exceptional under exceptional circumstances**—বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিধি

পালন মাত্র। দূর হইতে তাহাদের অসুবিধা দূর করিতে কল্যাণ করিতে বিপদের সময় সাহায্য করিতে চেষ্টা করি।......আদির সঙ্গে আমি কেন মিশি কি ভাবে মিশি কি ভাবে কথা বলি তাহা তোমরা জান না। তাহাদের ভিতরে কতগুলি গুণ আছে যাঁহা ভারতে দুর্লভ। তাহাদের দ্বারা ভারতের যথেষ্ট কল্যাণের আশা আছে—তাহারা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। তাঁহাদের কত দিনের চেষ্টায় কি ভাবে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়। তাহারা কখনও বলিতে পারিবে না যে আমি কখনও তাহাদের নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থনা করি, আমার নিজের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজ করিতে অনুরোধ করি। এ বিষয়ে আমার ভিতরে কোনওরূপ ভাবান্তর থাকিলে আমার কথায় ভাবে বা কাজে কোনওরূপ স্বার্থপরতার সুখ-লাভের প্রবৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমা দ্বারা তাহাদের কোনও বিষয়ে কল্যাণ হওয়া অসম্ভব আর তখন আমাকেও আর তাহাদের কোনওরূপ আদর-যত্ন করা উচিত নয়। কারণ তখন আমার ভিতরে যাহাকে তাহারা ভালবাসে তাহাকে আর খুঁজিয়া দেখিতে পাইবে না। তাহাদের যাহা কিছু ভালবাসা তাহা এ শরীরটার উপরে নয়। তাহাদের মনের মধ্যে যে কতগুলি সদ্ভাব সৎগুণের সংস্কার আছে তাহার বিকাশ যেখানে দেখিবে সেখানেই তাহারা আকৃষ্ট হইবে। এসব মহাত্মাদের দ্বারা ভারতের কল্যাণের, জীবের কল্যাণের ভগবৎইচ্ছাপূরণের

বেশী সম্ভাবনা দেখি বলিয়া আমি ইহাদের বিশেষ আপনা জন মনে করি। পূজার কথা, সাধনভজনের কথা, ভারতের জগতের কল্যাণের কথা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিতে ইহঁারা ইতস্ততঃ করেন।......তোমরা আমাকে যে ভাবে জান এদেশের লোকেরা আমায় সে ভাবে জানে না— ইহারা আমাকে যে ভাবে দেখে আমার নিকট হইতে ঠিক সেই ভাবের উপকার পায়। বাঙ্গলা দেশে আমি অনেকটা চিকিৎসক। লোকের অসুখ দেখিতে ঔষধ দিতে সেবা করিতে ছেলেমেয়েদের নিয়া খেলা করিতে আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসি, ইঁহাই ওদেশের লোকের বিশ্বাস। কাশীর এদিকে এলে আর আমি চিকিৎসক থাকি না। লোকেরা অন্য ভাবে মেশে অন্যরূপ ফল পায়। বাঙ্গলা দেশে অনেকে ভাল কথা শুনিতে সাধনভজন বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিয়া সুযোগ-সুবিধার অভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যান—আমি হয়ত তখন রোগী-নারায়ণদের সেবায় এত ব্যস্ত যে অন্য কিছু দেখিবার শুনিবার ভাবিবার অবকাশ পাই না। আমার ভগবান সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ তাই যে পোষাকে যে ভাবে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করিতে আসিবেন আমাকে আমার সন্ন্যাসের খাঁটি নিয়মগুলি বজায় রাখিয়া ঠিক সেই ভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। বাঙ্গলা দেশে ব্যারাম-অসুখের পরিমাণ বেশী রোগীর সংখ্যা অত্যধিক, তাই রোগীর সেবাও বেশী

আবশ্যক। আমি ইহাতে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট নই, তবে যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে অন্যভাবে দেখা করিতে আসেন তাঁহাদের অসুবিধা হয়। আমার ভগবান বলেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং' যে আমাকে যে ভাবে চায় আমি সেই ভাবে তার ভজনা করি; সুতরাং আমার ভগবান যে রূপে যে ভাবে আমার নিকট আসিবেন সেই রূপে সেই ভাবে আমার নিজের সন্ন্যাসীর সাজের অনুকূল ভাবে যথা-সম্ভব তাঁর সেবা করা উচিত।……ইহারা আমার মুখে অনেক-বার শুনিয়াছে যে আমি কোনও বিষয়ে কখনও কাহাকে কোন-রূপ অনুরোধ করি না। এখন আবার কোন বিষয়ে কাহাকে অনুরোধ করিতে গেলে তখন ইহাদের আমাকে কিরূপ মনে করা উচিত এবং তারপরে আমার উপর ইহাদের কিরূপ ভাব থাকা উচিত বলতো? ইহাদের নিকট কিছু চাইতে গেলে আমি যে হব ভিক্ষুক। তখন ইহাদের কাছে আমার আর দাম কি?……এসব কাজ প্রত্যক্ষে আমার নিজের স্বার্থের বা সুবিধার জন্য না হইলেও পরোক্ষে যে আমার জন্য তাহাতে আর ভুল নাই। আমার সকলকে সমান ভাবে দেখা উচিত হইলেও স্থানবিশেষে লোকবিশেষের সঙ্গে যে আমার বেশী সদ্ভাব, তাহারা যে আমার একটু বেশী আপনা, বেশী আত্মীয় হইয়া পড়ে তাহা অস্বীকার করিতে গেলে আমি হইব মিথ্যাবাদী। আগ্রায় ষ্টেসনে নামিয়া কেন …'র বাড়ী যাই, শ্রীরামপুরে নামিয়া কেন …'দের

বাড়ী যাই, কলিকাতায় নামিয়া কেন ......'র অনুসন্ধান করি, কোনও লোকের মুখে ......'দের সম্বন্ধে কিছু শুনিলে আমার মন সে দিকে কেন বেশী আকৃষ্ট হয় ? ইহাদের একটু বেশী আপনা জন মনে করি আত্মীয় বলিয়া ভাবি, ইহাদের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ মনে করি তাইত এ পার্থক্য-জ্ঞান আমার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং ইহাদের স্বার্থও কতক পরিমাণে আমার স্বার্থ বলিয়া অনুমিত হওয়াই স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয়। ইহাদের জন্য কিছু করিতে বলা আর আমার নিজের জন্য কিছু বলা প্রায় একই কথা। 'সর্ব্বত্র সমদর্শন' আমার আদর্শ, কিন্তু সেই আদর্শমতে সব সময়ে চলিতে আমি এখনও যে সমর্থ হই নাই। মুখে বড় বড় কথা বলায় বা নিজকে বড় বলিয়া ভাবায় বা প্রকাশ করায় ত কোনও লাভ নাই বরং অনিষ্টই আছে। আমি কার্য্যক্ষেত্রে যেখানে আছি সেখান হইতেই আমায় রওয়ানা হইতে হইবে। সেখানকার অবস্থানুযায়ী সাধন-ভজনই আমাকে গ্রহণ করিয়া পালন করিতে হইবে। কথায় বড়, ভাবে ও কাজে ছোট এটাত ঠিক নয়। কথায় বেদান্তী সমদর্শী অদ্বৈতবাদী আর কাজে ঘোর বিষয়ী ভেদদর্শী স্বার্থপর ইহা যে দেখিতে ভয়ানক বিশ্রী, ব্যবহারে ভয়ানক অনিষ্টকারী ! আমি যে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসের আসল নিয়মগুলিকে পালন করিতে সচেষ্ট এ কথা তোমরা ভুলে যেও না। আমি প্রাণ হইতে তোমাদের কল্যাণ চাই—তোমাদের

সুখী হইতে দেখিলে সুখী হই। কিন্তু কোন বিষয়ে আমার অধিকারের বাহিরে গিয়া সাহায্য করিতে আমি সক্ষম নই। আমার অধিকারের বাহিরে গেলে তখন আমার পতন হয়েছে মনে করিয়া আর আমার আদর-যত্ন করিতে যাওয়া কাহারও তো উচিত নয়। তোমরা অনেক সন্ন্যাসীকে এভাবে সাহায্য করিতে দেখিয়া থাকিবে কিন্তু আমি তাহাদের মত ততটা মহাত্মাও নই এবং তাহাদের এসব কাজের অনুসরণ করিতেও প্রস্তুত নই। তোমরা আমাকে একটু ভাল করিয়া দেখিতে আমার অবস্থাটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিও। এ সব বিষয়ে কাহারও কোনওরূপ উপকারে আসিতে পারি না বলিয়া আমি দুঃখিত, তবে······যদি কোন কাজের জন্য কোথায়ও দরখাস্ত করে এবং তাহারা যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তখন আমার যাহা কিছু বলিবার তাহা বলিতে বাধা হইবে না। তুমি জীবনে কখনও কোনও বিষয়ে আমাকে অনুরোধ কর নাই। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য আমার প্রাণ হইতে কতটা প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক তাহা বোধ হয় বুঝিতে পার। কিন্তু কি করিব, আমার নিজের নিয়ম নিজে পালন না করিলে যে আমার চলে না।······আশা করি আমার প্রাণের ভাবটা তোমরা বুঝিতে পারিবে।

১৭

* * যাহার যাহা নাই যাহার অভাবে যে কষ্ট পায় তাহাকে তাহা দিয়া তাহার অভাব দূর করা দ্বারা দয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। অন্যের দুঃখ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ

দয়া

করিয়া নরম করিয়া গলাইয়া ফেলে, তাই তাহার দুঃখ দূর করিয়া আমরা আমাদের চিত্তকে শান্ত করি। যাহার খাবার নাই তাহাকে খাবার দিতে হইবে, যে পিপাসাতুর তাহাকে জলদান করিতে হইবে, যে রোগী তাহার ঔষধ-পথ্যের সেবা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে বিপদে পতিত তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, যে অজ্ঞানী তাহাকে জ্ঞানদান করিতে হইবে, যে শোকার্ত্ত তাহাকে সান্ত্বনা দান করিতে হইবে—এই সব কাজকে আমরা দয়ার কাজ বলিয়া মনে করি। সাংখ্য দুঃখ দূর করার কথায় দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এমন ভাবে নিবৃত্তি করিতে হইবে যাহাতে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা না থাকে। এমন ভাবে

নিবৃত্তি করিতে হইবে যাহা অপেক্ষা আর বেশী নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। বিষবৃক্ষের ডাল কাটিলে আবার ডাল গজাইয়া উঠিবে। তাহার মূল উৎপাটন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে তাহা হইতে আর শাখাপ্রশাখা গজাইয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। রাজনৈতিকগণ মনে করেন, দেশের অর্থাদি বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—তাহার অসদ্ব্যবহার হইতেছে, যে পর্য্যন্ত এভাবে বাজে খরচের রাস্তা বন্ধ না করা যাইবে সে পর্য্যন্ত দেশের অভাব দূর করা অসম্ভব; দেশের রোগ-শোকও দূর করিতে হইলে রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। বাজে খরচ এত বেশী যে আসল কাজে টাকার আবশ্যক হইলে তখন আর আমাদের হাতে টাকা থাকে না; এজন্য আমরা শিক্ষার বিস্তার করিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে পদে পদে বাধা পাই। তাঁহাদের মতে আমরা আস্তে আস্তে যে ভাবে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি তাহাতে এ জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ব্যাপার। ভাল খাদ্যাদির চিকিৎসাদির অভাবে কোটি কোটি লোকের মৃত্যু অপেক্ষা যদি স্বাধীনতা লাভের জন্য দুই-চারি লক্ষ লোক মারা যায় এবং তাহার ফলে দেশের এজাতির দুঃখ-কষ্ট দূর হয় তবে তাহা শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এসব শ্রেণীর লোকেরা গরীব-নারায়ণের সাধারণ ভাবে সেবার ব্যবস্থায় তৃপ্তি বোধ করেন না,

যাহাতে দেশে গরীব না জন্মিতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। আর এক দলের লোক বলেন ব্রহ্মচর্য্যের অভাব সংযমের অভাবই আমাদের যত দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ—ছেলেদের ভিতরে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে দেশের দুঃখ-কষ্ট দূর করা অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন জ্ঞানের অভাবই দুঃখের কারণ। দেশময় জ্ঞানের প্রচার করিয়া দিতে হইবে। ইহার মধ্যে যাঁহারা নব্য সভ্যতাপ্রাপ্ত তাঁহাদের মতে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার দ্বারা দেশের কুসংস্কারগুলি দূর করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুল প্রচারসাধন না করিতে পারিলে আর এদেশের উদ্ধারের আশা নাই। ইহাঁদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যাহাদের আদর্শে এ জাতিকে চালাইতে চেষ্টা হইতেছে তাহাদের দুঃখনিবৃত্তি হইয়াছে কি না—তারপরে এ জাতিকে সব রকমে বিদেশী সভ্য জাতিতে পরিণত করা সহজ কি না। যাঁহারা পারমার্থিক জ্ঞানশাস্ত্র নিয়া ব্যস্ত তাঁহারা মানুষকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিয়া দুঃখের হাত হইতে রক্ষা করিতে চান—বলা বাহুল্য যে দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই ভাবে দুঃখের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে সক্ষম। ভক্ত সাধকগণ দেশের জনসাধারণকে হরিনামে মাতাইয়া তুলিতে পারিলেই দেশের কল্যাণ সাধন হইবে দুঃখ দূর হইবে মনে করেন। ইহাঁরা অনেক সময় বুঝিতে পারেন না যে 'পেটে খেলে পিঠে সয়'। আগের মত খাদ্যদ্রব্য এখন আর তত সুলভ নয়; আর খাওয়ার

ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ভগবানের নামে মেতে থাকা তত সহজ নয়। ইহাঁদের কাহারও মতকেই খারাপ বলি না, সকল মতেরই আবশ্যকতা আমরা স্বীকার করি। যিনি যে মতটি পোষণ করেন তিনি অকপট ভাবে সেই মতে সাধন করিয়া দেশের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিলেই দেশের কল্যাণের আশা করা যায়। আমাদের দেশে দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য যথেষ্ট অনুষ্ঠান দেখা যায়, কিন্তু আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বন্দোবস্তের অভাবে তাহার কোনটীকেই দুঃখদূরের ততটা সহায় বলিয়া মনে করিতে পারি না। এক-একটী করিয়া একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

১। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি অজ্ঞানে কুসংস্কারে এতটা সমাচ্ছন্ন যে সাধারণ লোকে তাহার সুফললাভে বঞ্চিত।

২। গরীব রোগীদের সাহায্যের জন্য যে সব মিশন আছে তাহার অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তারা আপনাদের বিলাসিতার প্রশ্রয় দিয়া সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। যাঁহারা জলপ্লাবন আদি বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য যান তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ সময় সময় সংযম অভাবে অসহ্য হইয়া পড়ে। তবুও স্বীকার করিতে হইবে এই বিভাগ অনেক অংশে গরীব-নারায়ণের সেবা করিয়া দেশের দুঃখদূরের সহায় হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাতে রোগীর সংখ্যা কমিতে থাকে দুঃখীর সংখ্যা হ্রাস হয় সেদিকে প্রায় কিছুই করা হয় না।

৩। এ দেশে ধর্ম্মশালাগুলি অনেক লোককে বিশেষতঃ তীর্থস্থানে আশ্রয় দান করিয়া থাকে; তবে ইহার ফলে তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া যে ভাবে দেশের অর্থনাশ ও শক্তিক্ষয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মশালার প্রকৃত উপকারিতা সব সময় উপলব্ধি করা যায় না। সময় সময় ইহা অনেক অকর্ম্মণ্য লোককে আশ্রয় দিয়া যে অলসতার প্রশ্রয় দিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪। অন্নসত্রে অনেক গরীব লোক অন্ন পায় সন্দেহ নাই; তবে এই সব অন্নসত্রের যে সদ্ব্যবহার করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তার পরে এই সব অন্নসত্র পরান্নভোজী পরাবশথশায়ী সমাজের গলগ্রহ অকর্ম্মণ্য ভিখারীর অনধিকারী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়া দেশের যথেষ্ট অনিষ্টসাধন করিতেছে। অন্নসত্রের এতটা বহুল প্রচার না থাকিলে আমরা বোধ হয় এতটা অনধিকারী সাধু-ফকিরের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিতাম না—সমাজও এইভাবে এতগুলি লোক হারাইবার সুযোগ পাইত না। সত্রে খাবার জুটিবে ধর্ম্মশালায় থাকার ব্যবস্থা হইবে সুতরাং কে আর এত পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে চায়—কে আর এত কষ্ট করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হয়? সন্ন্যাসীর পক্ষে আরামের অর্থাগমের এমন কি সেবা-

দাসী-সংগ্রহের দোকানদারী করিয়া সুখে জীবন যাপন করিবার রাস্তাও যে বেশ প্রশস্ত করা হইয়াছে!

অন্নদান বস্ত্রদান অর্থদানের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ, তাই দানের অসদ্ব্যবহার ভারতে যতটা দৃষ্ট হয় এমন বোধ হয় আর জগতে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য প্রায় সর্ব্বত্রই উপযুক্ত অধিকারী দানগ্রহণে অসমর্থ দান হইয়া থাকে। অনেক স্থলে কতগুলি গুণ্ডা বদমায়েসের দল দান দ্বারা পুষ্ট হইয়া সমাজের ও দেশের অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। যেখানে কাঙ্গালীবিদায় হইবে সেখানে প্রকৃত কাঙ্গাল যাইতে অসমর্থ হয়। অন্নসত্রে উপযুক্ত লোক প্রায় খেতে পায় না। দানের অসদ্ব্যবহারে অনেক লোক সংসারের দায়িত্ব অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া অর্থাগমের প্রতিষ্ঠালাভের আরামে বাস করিবার সুযোগ পায়। ভিখারীদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার আবশ্যকতা অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভিক্ষুক যে কি প্রকার অসংযত চরিত্রহীন, সমাজের দেশের কণ্টকসদৃশ তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। প্রাচীন কালেও ঋষিগণ অনেক দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি যতি-সন্ন্যাসীকে অর্থ দান করিবে তাহার নরকে বাস করিতে হইবে। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই দুঃখীকে সাহায্য করার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থায়ীভাবে যাহাতে তাহার দুঃখ দূর হয় প্রায়

কোথাও তাহার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। আসল পরোপকার কাহাকে বলে তাহা আমরা একটুও ভাবিয়া দেখি না। যাহাতে মানুষের সমস্ত অভাব দূর হইয়া তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে মানুষের আত্মবিকাশের সাহায্য হয়, যাহাতে মানুষ নিজের পায় দাঁড়াইতে শিখে, যাহাতে মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকসিত হয়—দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে তাহার সাহায্য করাই আসল পরোপকার। তোমার সাহায্যে মানুষ যেন পরের উপর নির্ভর করিতে না শিখে; নিজের পায় দাঁড়াইয়া নিজের, নিজ আত্মীয়স্বজনের জীবিকা-উপার্জ্জনের ক্ষমতা লাভ করে। আমরা অনেক সময় দয়ার কাজ করিতে গিয়া মানুষকে পঙ্গু করিয়া ফেলি। তোমার কাজ যেন মানুষের স্বাবলম্বনের সহায় হয়। তুমি কয়জনকে কত দিনের জন্য কোলে করিয়া রক্ষা করিতে পারিবে? ভগবান কি ভাবে মানুষকে সাহায্য করেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তাঁহার আলো তাঁহার হাওয়া সকলকে সাহায্য করিতে মহা ব্যস্ত, কিন্তু যে ব্যক্তি দরজা-জানালা বন্ধ রাখিবে সে ভগবানের প্রকৃত সাহায্য লাভে বঞ্চিত থাকিবে। প্রাকৃত নিয়মগুলি ভগবৎবিধানগুলি জান, পালন কর তবেই তোমার সুখ হইবে। সুখের যে আর অন্য রাস্তা নাই তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর। মানুষকে ভগবান কতকগুলি শক্তি দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, যে সে সব শক্তির সদ্ব্যবহার করিবে সে সুখে থাকিবে, যে

শক্তির অসদ্ব্যবহার করিবে সে দুঃখ পাইবে। আতর সৃষ্ট হইয়াছে নাকে দেওয়ার জন্য—বুদ্ধির দোষে মানুষ আতর চোখে দিয়া দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করে। সৎ জিনিসের সৎব্যবহার করিতে শিক্ষা দাও। মানুষ যাহাতে প্রকৃত মানুষ হইতে পারে, হইতে উৎসাহিত হয় তাহার চেষ্টা কর। প্রকৃত সুখের রাস্তা আবিষ্কার করিয়া সে রাস্তা সকলকে দেখাইয়া দাও। সে রাস্তায় যাহাতে সকলে চলিতে শিখে চলিতে চেষ্টা করে তাহার চেষ্টা কর—অনেক জীবের কল্যাণ সাধনের সহায় হইতে পারিবে।

* * দান সম্বন্ধেও গুণজনিত ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণাতীত মুক্ত পুরুষের দান ঠিক ভগবানের দানের অনুরূপ। অগ্নির যেমন উষ্ণ করার স্বভাব আনন্দময়ের তেমনি আনন্দ বিকিরণ করা স্বভাব, জ্ঞানময়ের জ্ঞান দান করা স্বভাব; সত্যস্বরূপের তেমনি সকলকে অসৎ হইতে সতে নিয়া গিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠ করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। শান্ত-স্বরূপ শান্তি-বিকিরণে শিব-স্বরূপ মঙ্গলবিধানে অদ্বৈত-স্বরূপ ভেদভাব দূরী-করণে তৎপর—অমৃত-স্বরূপ সকলকে মৃত্যুর দেশ হইতে অমৃতের দেশে নিয়ে যেতে ব্যস্ত। সংসারে আদর্শ মা'র সন্তানসেবা, আদর্শ স্ত্রীর পতিসেবা নাকি সময় সময় গুণাতীত ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হয়। গীতার কর্ম্মযোগ এই গুণাতীত ভূমিতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ইহার নীচে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদের মধ্য দিয়া দানধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

'দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে, দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্' দান করা উচিত দান করা স্বভাব, দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য আপনা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়া পড়ে—দুঃখদূরের যথাসম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া থাকা যায় না, তাই কোনওরূপ প্রত্যুপকারের প্রতিষ্ঠার পুণ্য-সঞ্চয়ের আশা না করিয়া দেশ কাল পাত্রের বিচার করিয়া যে দান করা যায় তাহা সাত্ত্বিক। টীকাকার বলেন 'দেশে পুণ্যক্ষেত্রে কালে সংক্রান্ত্যাদিপর্ব্বে, পাত্রে ব্রাহ্মণাদিষু' বুঝিতে হইবে। যে সময় টীকা লেখা হয় সে সময় দেশে এতটা অভাব ছিল না, বিদ্বান পরোপকারী ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তিই জীবিকা ছিল। অপর জাতি দান গ্রহণ করিত না, দানগ্রহণের আবশ্যকতাও অনুভব করিত না। তীর্থক্ষেত্রে পর্ব্ব উপলক্ষেই ব্রাহ্মণগণের দর্শন সুলভ হইত, তাই ঐরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আজকাল 'দেশে' যেখানে অকাল আরম্ভ হয়েছে, 'কালে' ঠিক অকালের সময়, 'পাত্রে' যাহাকে দান করা একান্ত আবশ্যক, সেই দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিতে হইবে। যে দান প্রত্যুপকারের, পুণ্যলাভের স্বর্গভোগের আশায়, ফলের কামনা করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে দেওয়া হয়, তাহা রাজসিক, আর অদেশে অকালে, বিনা প্রয়োজনে অপাত্রে অনধিকারীকে কতকটা অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয় তাহা তামসিক দান। বলা বাহুল্য আজকাল যে-সব দানের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা রাজসিক ও তামসিকের অন্তর্গত;

সুতরাং তাহা শোধন করিয়া দান যাহাতে সাত্ত্বিকরূপে পরিণত হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ বিচার না করিয়া দান করা উচিত নয়, অথচ বিচার করাও যে সহজ নয়, তাহা বুঝিতে পারি। যাহাকে দেখিয়া প্রাণ কেঁদে উঠিবে ভিতর হইতে যাহাকে সাহায্য করা দরকার মনে হইবে তাহাকে যথাসম্ভব যথাবশ্যক সাহায্য করিতে চেষ্টা করিও। দান করার ইচ্ছা মানুষের কঠিন চিত্তকে কোমল করিয়া তোলে।

কলিকাতা—১৯০৬

১৮

আমার ভগবান সর্ব্বব্যাপী। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন—'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' গরম যেমন লোহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লোহাকে কতকটা আপনার ভাবে ভাবিত করিয়া রাখে তিনি তেমনই

জগতে প্রবেশ করিয়া জগৎকে ব্রহ্মভাবাপন্ন করিয়া রাখিয়াছেন—'তপ্তায়ঃ দহতি'। তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজকে প্রতিখ্যাপন করিবার জন্য আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, আপনাকে আস্বাদ করিবার জন্য; সুতরাং জগৎ তাঁহার বিলাস-বিভূতি—মূর্ত্তি প্রকটিত বা ব্যক্তাবস্থা। "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না।" আমি যেমন আমার এই দেহ দ্বারা আমাকে প্রকাশ করি তিনিও তেমনি তাঁহার এই মূর্ত্তি জগৎ-দেহের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করেন। জগৎ আমার ভগবানের দেহ—আমার পরমাত্মার দেহ সুতরাং জগৎ আমার অতি আদরের সামগ্রী। ভারতের ন্যায় বিলাত আমেরিকা ইটালী জার্ম্মানী ও জাপান এ সবই যে আমার ভগবানের অংশবিশেষ ভগবৎ-দেহের খণ্ড মাত্র। যেখানে ভগবৎবিকাশ বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল সেখানে দেবীর দেহবিশেষের বর্ত্তমানতা হেতু পীঠস্থান শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া বর্ণিত। পুরুষসূক্তে সগুণ ব্রহ্মের মস্তক হস্ত পদ বিন্যাসের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিও—এ সব যে সেই মহাপুরুষের দেহের অংশবিশেষ মাত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। গীতার বিশ্বরূপদর্শনেও ইহার আভাস সুন্দর ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি যেমন আমার স্বাস্থ্য সূচনা করে তেমনই সমস্ত জগতের পূর্ণ পরিণতি আমার বিশ্বরূপ ভগবানের মহিমা প্রচার

দেশাত্মা

করিবে, এই ভাবের পূর্ণ রূপদর্শনই আমার জীবনের লক্ষ্য। ইহার এক অংশের উন্নতির জন্য অন্য অংশের অনিষ্ট-সাধন অবনতি কখনও আমার মত হইতে পারে না। নিজের হাতের সেবা করিতে গিয়া নিজের পায়ের অনিষ্ট করা পাকে কষ্ট দেওয়া কখনও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তবে এক অংশ দ্বারা অন্য অংশ পীড়িত হইলে সমস্ত অংশকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য সমস্ত অবয়বের সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার জন্য অঙ্গবিশেষের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া, আমার সাময়িক ধর্ম্ম হইতে পারে। বুদ্ধির দোষে অনেক সময় দাঁতে জিভ কেটে যায়, তখন যাহাতে আর দাঁত ঐ ভাবে জিভ কাটিতে না পারে তাহার চেষ্টা করাই সমীচীন—দাঁতকে শাস্তি দিতে গিয়া উৎপাটন করিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দাঁতের অভাবে জিহ্বার কষ্ট হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী—শরীরের সকল অবয়বগুলি মিলিয়াই ত এই সমষ্টি-দেহকে ঠিক রাখিয়া থাকে। আমার ভগবৎদেহের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি-সাধন করাই আমার ধর্ম্ম। এ সময় ভারত পীড়িত উৎপীড়িত, সুতরাং যথাসম্ভব অন্য দেশের কম অনিষ্ট করিয়া ভারতকে প্রকৃতিস্থ করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ জন্য অন্যাঙ্গের সাময়িক কষ্ট অত্যাবশ্যকীয় হইলে, মা যেমন ছেলেকে শাসন করেন ঠিক সেই ভাবে, অন্য দেশকে সংযত শাসিত রাখিতে হইবে—কোনরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইলে ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না। বিদ্বেষের

গন্ধ মাত্রও যেন দেখিতে না পাওয়া যায়। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা স্বাভাবিক না হইলে দেশের কল্যাণ করা ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে উন্নতিলাভ করা উন্নতির সহায় হওয়া অসম্ভব। সুতরাং রাজনৈতিক উন্নতিসাধনও পূজাবিশেষ।

কলিকাতা—১৯০৬

১৯

* * 'আমি আছি'র সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে আমরাও আছি। 'আমি'র পূর্ণতা ও সার্থকতা আমাদের পূর্ণতা ও সার্থকতার উপরে নির্ভর করে। সমস্ত জগৎটা আমার শ্রীভগবানের দেহ, সর্ব্ব-ব্যাপী প্রাণটা মনটা বিজ্ঞানটা নিয়া আমার ভগবানের সূক্ষ্ম শরীর, সমস্ত জগৎব্যাপী আনন্দময় কোষটা কারণ-শরীরটা নিয়াই আমার ভগবানের কারণ-শরীর, তার উপরে সর্ব্বব্যাপক পর-মাত্মাই আমার ভগবানের আত্মা। জাগ্রতে জীবের সেবা দ্বারা শিবের সেবা করা, স্বপ্নে আমার ভগবানের সূক্ষ্ম দেহের ধ্যান করা সকলের ভিতর দিয়া যাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ অবাধিত ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে সেই অনুযায়ী মানসিক চিন্তাপ্রবাহ

সঞ্চালন করা, সকল মনের পিছনে সেই মনকে অনুভব করাই আমার ভগবানের সূক্ষ্ম দেহের পূজা করা ; এবং সুষুপ্তিতে আমার আত্মাকে সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মায় সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া মিলাইয়া দিয়া তাহাতে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকাই আমার সুষুপ্তি অবস্থার সাধনা। তিনি সমষ্টি আমরা ব্যষ্টি। আমাদের প্রত্যেক ব্যষ্টির পিছনে যে

ব্যষ্টি-সমষ্টি

সেই সমষ্টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন ! এই ব্যষ্টিরূপ বিম্বগুলিকে সেই সমষ্টিরূপ সমুদ্র যে কেমন করিয়া আদর-সোহাগ করিতেছেন, কেমন করিয়া প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্য দিয়া আপনার স্বরূপ ফুটাইয়া বাহির করিতেছেন, কেমন করিয়া আপনাকে ধরা দিতেছেন, আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন—তাহা আমাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। আমার নিজের ভিতরে যেমন তাঁহার প্রকাশ দেখিতে হইবে আমাদের সমাজের মধ্যে আমাদের দেশের মধ্যেও তেমনি তাঁহাকে তাঁহার সত্তা চৈতন্য আনন্দকে ফুটাইয়া বাহির করিয়া দর্শন করিতে হইবে—নতুবা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন যে শুধু একটা কথার কথা একটা অসার বাক্যবিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয় মনে হইবে। কেবল ধর্ম্মকথা শিখিলে চলিবে না, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইবে। তুমি জানিতে চাহ আমি রোগী-সেবা গরীবদের সেবা কেন এত ভালবাসি। আমি এইভাবে সকলের মধ্য দিয়া তাঁকে উপলব্ধি করা তাঁর সেবা করা আমার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক মনে করি। মনে করিও না যে আমি

'পরোপকারের ভাবে এই সব করি। আমি এসব করি ভগবৎ-সেবাজ্ঞানে তাইতো এসব কাজে আমার এত আনন্দ! এসব কাজ যে আমার সাধনা।' আমি অন্য কোনও কাজের জন্য নিজকে উপযুক্ত মনে করি না—আগে বক্তৃতা দিতাম এখন তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছি—পাছে হিতে বিপরীত করিয়া বসি তাই ভয় হয়। গুরু হ'তে যাওয়া উপদেশ দিতে যাওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত সামর্থ্য ভগবান এখনও আমাকে দান করেন নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ আদেশ না পাইয়া আমি সে সব কাজে যেতে প্রস্তুত নই। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' এটা যে আমাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। সেবার কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকিলে অহংকার জাগিয়া ভেদভাব সৃষ্টি করিবার তত সুযোগ পায় না। সেবার ভিতর দিয়া আত্মসুখস্পৃহা কমিয়া গিয়া কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য স্বাভাবিকভাবে পাকা হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেবাধর্ম্ম আমার জীবনে বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। সন্ন্যাসীদের গালাগালি খাইয়াও আমি এ কাজ ছাড়িতে পারি নাই—ছাড়িবার আবশ্যকতাও কখনই মনে হয় নাই। 'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি' এটা যে আমার সাধনা দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। সুখের ভিতর দিয়া, আরামের ভিতর দিয়া তাঁহাকে তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছাকে অনুভব করা সহজ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সব অসুবিধার মধ্যে কষ্টকর সাধনসংগ্রামের মাঝখানে পড়িয়া এ কথা কি

সকলে মনে রাখিতে পারেন? নানা অবস্থায় কঠিন রোগী নিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া সব অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহার আনন্দময় রূপ দর্শন করা সহজ হইয়া পড়ে। রুদ্রদেবের দক্ষিণ মুখ দেখা, মা কালীর হাতের বর ও অভয় দর্শন করা লোকে যত সহজ মনে করে তত সহজ নয়। আমি এ জগতে দুইটি দেহ দুইটী মন, দুইটী আত্মা জানি না। সব দেহ মিলিয়া যে তাঁহার একই স্থূল দেহ ইহা জানিয়া, সমস্ত দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সকলগুলি অঙ্গকে একভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা না করিয়া সকলের পার্থক্য রক্ষা করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধনের সহায় হইতে চেষ্টা করাই যে আমার প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি। সকলের ভিতর দিয়া তাঁহার সেই সর্ব্বব্যাপী প্রাণকে উৎসাহে তেজে বীর্য্যে ভরপূর করিয়া তুলিতে হইবে—সকলের ভিতর দিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী মনকে উৎসাহে বীর্য্যে শৌর্য্যে জ্ঞানে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের আত্মাকে সেই পরমাত্মায় মিলাইয়া দিয়া সেই অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করিতে হইবে। সকলের ভিতর দিয়া তাঁহাকে আস্বাদ করিতে হইবে, কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। পূর্ণভাবে আস্বাদ করিতে শিখিব, সকলকে শিখাইব, অল্পে তৃপ্ত থাকিতে গেলে চলিবে না……'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'।

কাশী—১৮।৯।১৯০৪

২০

* * একটা মানুষকে তুলিতে গেলে বা নামাইতে গেলে সে কাজে আমাদের এত বাধা পেতে হয় কেন? বিচার করিলে দেখিতে পাইবে যে একটা শরীরের সঙ্গে অন্য অনেক শরীরের, একটা মনের সঙ্গে অন্য অনেকগুলি মনের, একটা প্রাণের সঙ্গে অন্য অনেকগুলি প্রাণের যোগ আছে। সেগুলির সঙ্গে আবার অন্যান্য অনেক দেহমনপ্রাণের সম্বন্ধ আছে। কাহাকেও কোন একটা নূতন কথা বলিলে যতক্ষণ সে সে-কথাটা তাহার মনের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার আপনার করিয়া না লইতে পারে, ততক্ষণ সে সে-কথাটা গ্রহণ করিতে পারে না। এইভাবে সে কথাটা গ্রহণ করিবার পরেও সে তাহার আপন পরিচিত লোক-দের ভিতরেও সেই কথা, ভাব বা মতটা খুঁজিতে আরম্ভ করে—বন্ধুদের মধ্যে সে ভাবটা দেখিতে না পাইলে, তাহাদের মধ্যে সে উহা ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করে। অন্য কাহারও মধ্যে বা কোনও বইর মধ্যে সে ভাবটা দেখিতে পাইলে, তখন সে যেন একটা আরাম বোধ করিতে আরম্ভ করে।

তাহার মতের ঢেউটা সে সকলের মনের ভিতর দিয়া ফলাইয়া তুলিতে, ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে এবং একাজে সে যতটা সফল হয়, ততটা আনন্দ অনুভব করে। আসল কথা সে নিজের মনটাকে, নিজের মনের ভাবটাকে, নিজের আত্মাকে সকলের ভিতর দিয়া আস্বাদ করিবার জন্য, অনুভব করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই জন্যই তো এত ধর্ম্মমত প্রচারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা সত্য তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। আসল কথা জগতে রয়েছে একটা দেহ, একটা প্রাণ, একটা মন, একটা আত্মা। এটা যেন তার ভাল করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিলে চলে না।

জগতে দুই রকমের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়—একদিকে এক বহু হইতে চেষ্টা করিতেছেন—সেখানে অভেদে ভেদভাব, অবিভক্তে বিভক্ত ভাব প্রতীতি হইতে বসিয়াছে। আর একদিকে বহু আবার একে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছেন, সেখানে সব ভেদভাব দূর করিয়া, অভেদ অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। একদিকে ঢেউগুলি উঠিতেছে, আর একদিকে যেন নামিয়া সমভূমিতে গিয়া সাম্যভাব লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই উঠা-নামা নিয়াই জগতের সব লীলাখেলা চলিতেছে। উভয়ই যখন তাঁহার লীলার অন্তর্গত তখন উভয়ই আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। সব মিলিয়া এক হ'য়ে গেলে যে সব খেলার শেষ হ'য়ে যায় কিছুই যে আর বাকী থাকে না। আসল ধর্ম্মের মূল কিন্তু

সামঞ্জস্য। হাত পা প্লীহা যকৃতাদি সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এক করায় নয়, সকলের যথাসম্ভব পরিণতি সাধন করিয়া সমস্ত দেহের স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া দেহীর আনন্দবিধান করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সমস্ত বিচিত্র আধারগুলির মধ্য দিয়া বিচিত্র দেহগুলির বিচিত্র মনপ্রাণ-গুলির যথাসম্ভব স্বাস্থ্য বল জ্ঞান প্রেম আনন্দ প্রভৃতির পূর্ণ-পরিণতির সহায় হইয়া এই সর্ব্বব্যাপী দেহের মধ্যস্থ দেহী পরমা-ত্মার তৃপ্তি সাধন করাই আমাদের প্রধান সাধনা। প্রত্যেক ব্যষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার পিছন হইতে একটা মস্ত সমষ্টি। সমষ্টি সমুদ্রের ব্যষ্টি তরঙ্গগুলির মধ্য দিয়া সেই সমষ্টি জলের জীবন-ধারা ও লক্ষ্য ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে। সেই পিছনকার বিরাট আত্মচেতনার একটা জীবনপ্রবাহ তাঁহার জ্যোতিতে তাঁহার শক্তিতে প্রত্যেক ব্যষ্টিকে পৃথক পৃথক আয়োজন ও প্রয়োজন মত গড়িয়া তুলিতেছে। আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎচৈতন্য ভগবৎআনন্দ কি ভাবে খেলা করিতে কি ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছে তাহা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদের প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক দেশের ভিতর দিয়া যাহাতে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে তাহার যথাসম্ভব সাহায্য করাই যে আমাদের প্রধান সাধনা। তাঁহার ইচ্ছাকে অবাধে কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে। তাঁহার প্রকাশে লীলায়

বাধা পড়িলেই বুঝিবে ভিতরে ব্যাধি দেখা দিতেছে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি দেবী মা অন্নপূর্ণারূপে তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনন্ত সম্পদ তাঁহার সন্তানগণকে মুক্তভাবে বিতরণ করিবার জন্য ভাণ্ডারের সব দরজাগুলি খুলিয়া বসিয়া আছেন—কে কোথায় আছ ছুটে দৌড়িয়া এস মার প্রসাদ-অন্ন লাভ করিয়া জীবনের ক্ষুধা প্রাণের সাধ মিটাইয়া লও। যাহার পরিপাক-শক্তি যতটা মা তাহাকে ততটা অন্ন বিলাইতে প্রস্তুত। আমাদের গ্রহণ করিয়া হজম করিবার শক্তি বাড়াইয়া লইতে হইবে। মা চান তাঁহার সকল ছেলেমেয়ের উন্নতি সাধন করিতে আনন্দ বিধান করিতে—এমন মার ছেলে হয়ে যদি উপবাসে কাটাইতে হয় তবে সেটা যে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। ঐ দেখ ইউরোপে আমেরিকায় জাপানে মার সুসন্তানগণ তাঁহাদের জাতির সকলে মিলিত হইয়া মার অক্ষয় ভাণ্ডারের অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এক ভাই যাহা আবিষ্কার করিতেছে তাহা তাহাদের সকল ভাইর সমস্ত দেশের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ভায়ের সম্পদে যে নিজের সম্পদ, ভায়ের উন্নতিতে যে নিজের উন্নতি, এ মহান তত্ত্ব আমাদের পাশ্চাত্যদের নিকট আবার নূতন করিয়া শিখিতে হইবে।

সে দিন শ্রীরামপুরে একজায়গায় কাঙ্গালীবিদায় দেখিতে গিয়াছিলাম—সকাল হইতে দশ-বার জন ভিখারী

সমস্ত সহরময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছিল 'আজ অমুক বাবুর বাড়ী কাঙ্গালী বিদায় হইবে—সব গরীবদের কম্বল ও টাকা দেওয়া হইবে দেখো যেন কেউ যেতে ভুল না।' আমাদের এখন তো দুরবস্থার একশেষ উপস্থিত হইয়াছে। এখন আমাদেরও প্রত্যেক ভাই-ভগ্নীদেরে চীৎকার করিয়া বলিবার দরকার হয়েছে যে আমাদের মা ঐশ্বর্য্যে লক্ষ্মী, জ্ঞানে সরস্বতী; বীরত্বে জয়দুর্গা, অন্নদানে অন্নপূর্ণা, তিনি সন্তানদের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাঁহার সেই আনন্দধাম ত্যাগ করিয়া মর্ত্তে উপস্থিত হইয়াছেন, এস আমরা তাঁহার বিধান মতে চলিয়া তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সমস্ত ভাই-বোনদেরে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করি। কাঙ্গালীরা কিছু পেলে তাহা সকলকে বলে এবং সে সব দ্রব্য লাভের জন্য উৎসাহিত করে আর আমাদের মধ্যে কেহ কিছু পাইলে সে তাহা লুকাইয়া ভোগ করিবার জন্য পাহাড়পর্ব্বতে গিরি-গহ্বরে ছুটিয়া যায়। আমাদের জাতীয় প্রাণকে জাতীয় মনকে জাগাইয়া তুলিয়া প্রকৃতিদত্ত অন্ন দ্বারা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া না তুলিতে পারিলে এজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ঐ দেখ ইংরাজজাতি যেখানে যাহা কিছু পাইতেছে, তাহা শুধু নিজের জন্য না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করিতেছে—যত বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব যত জ্ঞান-তত্ত্ব আবিষ্কার করা হইতেছে সে সকলে তাহাদের সকলের সমান অধিকার—তাহার ফলে সমস্ত জাতীয় জীবন উন্নতি লাভ করিয়া

আরও নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের পন্থা পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। যদি আমাদের দেশের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা থাকে যদি আমাদের মার প্রতি কণামাত্রও ভক্তি থাকে যদি আমরা আমাদের মার পেটের ভাই-বোনদেরে একটুও ভালবাসি, তবে আমরা নিশ্চয়ই যেখানে যাহা কিছু ভাল নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইতেছে সে সব জানিয়া বুঝিয়া নিজের ভাষায় অনূদিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সে-সব সত্য প্রচার করিয়া জাতীয় জ্ঞানের জাতীয় ভাবের উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিতে সচেষ্ট হইব। সময়ের স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে না চলিতে পারিয়াই তো আজ আমাদের এই দুর্গতি। বাড়ীর সকল ছেলেমেয়েদের ভিতরে আত্মীয়স্বজনদের ভিতরে বন্ধুদের ভিতরে যাহাতে একটা নব-জীবনের সঞ্চার হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।...মায়েরা একটু না জাগিলে কিছুতে সফলকাম হইবার আশা নাই।

কলিকাতা—১৭।১১।১৯১০

কৃপা-উপলব্ধি

* * আরামে বসে থেকে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করা যায় কি? যে নিজের সব ব্যবস্থা নিজে করে, নিজে করিতে পারে, করিয়া থাকে বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য অন্যের কিছু করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, অন্যে ভিতরে ভিতরে কিছু করিলেও সে তাহা সহজে বুঝিতে পারে না।

কৃপা-উপলব্ধি

যেখানে সব কাজের কর্ত্তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় সেখানে পরোক্ষ কর্ত্তার অনুমান করিতে খুব কম লোকেই চেষ্টা করে। দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে, এমন কি দেবতারা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে, যুদ্ধে কে জয়লাভ করিয়াছে কাহার সাহায্যে দেবতারা জিতিলেন। দেবতাদের শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করাইয়া ভগবতী নিজে যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন তাঁহাদের শক্তির দৌড় কত তখন তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ শক্তিতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। কোথায়ও যেতে গেলে যাহা কিছু দরকার হতে পারে সব সঙ্গে নিয়ে যাবে, সুখ-স্বচ্ছন্দ ও আরামের সব ব্যবস্থা যথাসম্ভব যথাশক্তি পূর্ণ করিয়া লইবে, তোমাদের জন্য অন্যে ভাবিবে কেন বল তো? তেলা

মাথায় তেল দিতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে ধনী সে দানের মর্ম্ম কি বুঝিবে? যে দীন সেই দীনবন্ধুকে চিনিবার সুযোগ পায়। কারণ দীনবন্ধু যে দীনের দুঃখ দূর করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। যাহারা দীন হইয়াও অহংকারে আপনাকে ধনী মনে করে—তাহাদেরে দীন বলিয়া পরিচিত না করিয়া তাহাদের প্রকৃত অভাব না দেখাইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে গেলে তাহার ফলে যে অহংকারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে আপনাকে অবমাননা করা হইবে! আসল কথা ধনাভিমানীরা ভগবৎ-কৃপা উপলব্ধি করিবার সুযোগ খুব কম পায়। অহংকার ভগবানকে ভগবৎবিধানকে ঢাকিয়া রাখে।

ছোটবেলা হতে বিনা সম্বলে পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াইয়া পড়াশুনার যথেষ্ট অনিষ্ট হইলেও একটা মহান লাভ এই হইয়াছে যে আমার ভগবান আমার জন্য কত ব্যস্ত, আমার সুখ-শান্তি আরামের জন্য তিনি কত সচেষ্ট তাহা যেন চিত্তে একেবারে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন। আমাকে সুখে না রাখিলে তাঁহার চলে না, বল তো এটা কত শান্তির নির্ভরের কথা? দুর্গম পথে ভীষণ অরণ্যে যেভাবে তিনি হাত ধরে নিয়ে গিয়েছেন সব আরামের ব্যবস্থা করেছেন তাহা দেখে বিচলিত না হয়ে থাকা যায় না, এখনও সে সব কথা মনে হলে শরীর যেন অবশ হইয়া আইসে।......বরফের পাহাড়-গুলির উপর দিয়া তিনি নিজে হাত ধরে না নিয়ে এলে কি আর

আসা যেতো! হাত ধরে নিয়ে আসছেন—ঠিক যেন অনুভব করা যেতো। আমি তো আমার জীবনে এমন কোনও কাজই খুঁজিয়া পাই না যাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট কিছু দাবী করিতে পারি। তবে একটী দাবী আছে যে আমি বুঝি আর না বুঝি আমার মনে থাক আর নাই থাক আমি যে একান্তই তাঁহার—তিনি ছাড়া আমার আর কেউ নাই কোন গতি নাই কোন আশাভরসা নাই। যাহারা যোগ-তপস্যা করিয়া ভগবৎ-কৃপা লাভ করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমার জীবনে আমি যে কোন দিকেই কিছু খুঁজিয়া পাই না। বেশী খুঁজিতে গেলে নজরে পড়ে তাঁর স্বভাবটী—তাঁহার জীবকে সুখে না রাখিলে তাঁহার কাছে টেনে না নিলে তাঁর যে চলে না তিনি যে বাঁচেন না—এই রহস্যটী। স্বরূপনাশই তো মৃত্যু, যাহার স্বরূপ আলো দান করা সেই বাতি কি আলো দান না করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এজন্য রজনী সেনের 'আমি তো জীবনে চাহিনি তোমারে' গানটী আমার এত ভাল লাগে। এজন্য 'যাইগো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে' গানটী আমি এত ভালবাসি। কিন্তু 'আমি না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে' এই 'চলে যাবে' কথাটায় আমি বিশ্বাস করিতে পারি না—সেখানে মনে হয় 'আমার নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে কেঁদে কেঁদে তুমি রয়েছ' পদটীই বেশী ঠিক। তিনি আমার সুখের জন্য ব্যস্ত আমি সুখে না থাকিলে তাঁহার চলে না বলতো

এতটা আশার কথা এতটা আনন্দের বার্ত্তা কি একটা পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ ধারণা করিতে পারে? 'ভক্ত যদি কণ্টকেতে পায় ব্যথা পায় সে বেদন কৈলাসেতে যায়' বলতো এতটা শান্তির সংবাদ কি করিয়া সহ্য করা যায়? তবে তাঁহার সান্নিধ্যে আমাদের এ শরীরও যে কতকটা তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া উঠে তাঁর তেজে তেজীয়ান হইয়া পড়ে, তাইতো এত আনন্দের ঢেউগুলি সামলাইয়া চলিতে সক্ষম হয়েছে। বরফের মধ্যে কেবল মনে হ'ত 'মধু বাতা ঋতায়তে' চারিদিকে মধুই মধু। মধুময় বোধ হয় সে সময় অনেকটা কাছে কাছে থাকিতেন, তাই এইরূপ অনুভূতি তখন সহজ হয়েছিল। আমার জীবনে এপর্য্যন্ত দুঃখের অনুভূতির সুযোগ পাই নাই বলিলেও চলে, চারিদিকে কেবল সুখই সুখ। হয়তো দুঃখানুভূতির শক্তিটা বিকাশ পায় নাই। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে সেজন্যও আমি যে আদৌ দুঃখিত নহি। জগতে দুঃখ নাই অভাব নাই—আমি তাহা বলি না, তবে আমার অনুভবে না এলে আমি কি করিব? আমার ভগবান যে আমাকে ওদিকে যেতে দেন না। এত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনি এত দুর্ভিক্ষ রোগ-শোকের বর্ণনা পড়ি কতকটা চোখেও দেখি, কিন্তু আমি যে তাহার মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলময় হস্ত এমন ভাবে প্রসারিত দেখিতে পাই যে আমার আর ওসবকে দুঃখ বলিতে ইচ্ছা হয় না, উহা যেন সুখের উপা-দান! মা যে তাঁহার মুর্খ নাবালক সন্তানের কাছে অসি-মুণ্ড

ফেলে বর-অভয় নিয়া হাজির হন। বাঘের মা অন্যের প্রাণনাশক হলেও তার ছেলে-মেয়েদের কাছে তাহার ঐ তীক্ষ্ণ নখগুলি বাৎসল্য-রসে অভিভূত হয়ে সন্তানকে আদর-সোহাগ করিতে বিরত থাকে না। অন্যে মাকে যে রূপে যে ভাবে দেখুক না কেন, আমার মা কিন্তু আমার নিকট মঙ্গলময়ী প্রেমময়ী আনন্দময়ী। ভগবানের দয়াটা বুঝতে হলে নিজে একটু দয়ার কাজ করিতে আরম্ভ কর। দয়ার কাজে জীবের কল্যাণের জন্য কখন কত ভীষণ রূপ ধরিতে হইবে তাহা তখন বুঝিতে আরম্ভ করিবে। প্রেমময় কৃষ্ণের জীবের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল—এ তত্ত্বটা ভাবিয়া দেখিও তো। কখনও সুবিধার ভিতর দিয়া কখনও অসুবিধার ভিতর দিয়া নিয়া গিয়া ভগবান আমার কল্যাণ ও শান্তির ব্যবস্থা করেন। অসুবিধাকেও যখন আনন্দের সোপান-জ্ঞানে আনন্দে বরণ করিতে শিখি তখনই সুবিধার ঠেলায় অস্থির হইতে হয় তাহার সব রহস্য যেন টের পাওয়া যায়। কখন কোন অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে বেশ বুঝা যায়। সমস্ত দ্বন্দ্বে অবিচলিত থাকিতে শিক্ষা দেওয়াই যে তাঁহার কাজ যে সুখদুঃখে ভালমন্দে পাপপূণ্যে সমভাবে থাকিতে শিখিয়াছে তাহার ভাগ্যে ক্রমাগত যেন সুখই সুখ আনন্দই আনন্দ। সংসার যাহাকে মহা দুঃখ মনে করে তাহার মধ্যেও সে মহা আনন্দ অনুভব করে! ভগবৎকৃপা

তাহার নিকট যেন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছে মনে হয়।

শ্রীনগর, কাশ্মীর—২৪।৯।২৬

* * সংসারের কোথায় বিপদ নাই, কার ছেলে মরে না? তবে আমরা নিজের ছেলেমেয়ের মোহে বিভোর তাই তাদের মৃত্যুতে অস্থির হয়ে পড়ি। পরের ছেলেও যে ছেলে তার মৃতুতেও যে তাঁর মা-বাপের কষ্ট হয় তাহা ভাবিবার বুঝিবার সুযোগ পাই না। এই আসক্তি এই মোহ এই সংস্কারই তো আমাদিগকে একটা দেহে আবদ্ধ করিয়া আমাদের নিত্য সর্ব্বগত আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পদে পদে বাধা দিয়া থাকে। এ মোহটা কেটে গেলে তখন বুঝিতে পারিবে তুমি সকল ছেলে-মেয়ের মা, সকলের সুখের জন্য কল্যাণের জন্য ব্যস্ত হওয়া ব্যস্ত থাকাই আসল মার কাজ। তখন আর ঐটী পরের ছেলে বলিয়া উদাসীন থাকিতে সক্ষম হইবে না।······সংসারের

ভগবৎকৃপা

সর্ব্বত্রই বিপদ, এটা ভক্তের কথা নয়। সে যে সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত প্রসারিত দেখিতে পায়, তার ভগবান যে 'বিশ্বতঃ চক্ষুঃ'—কোন ঘটনাই যে তাঁর নজর এড়াইতে পারে না। নাস্তিক অবিশ্বাসী বিপদে

বিপদাশঙ্কায় অস্থির হয়, বিশ্বাসী ভক্ত সমস্ত তুফানের মাঝখানে মা আনন্দময়ীর কোলে থাকিয়া, কোলে আছে জানিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না। শান্ত সমুদ্রে সকলেই শান্ত থাকিতে পারে—তুফানের সময় ঠিক থাকাই তো প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয়। একজন অস্ত্রধারী বীরপুরুষের সঙ্গে জঙ্গলে যেতে ভয় হয় না, একজন সুদক্ষ নাবিকের সঙ্গে নদীপার হইতে ভয় হয় না; একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে প্রাণঘাতী বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদিসমাকুল কারখানায় বেড়াইতে ভয় হয় না। সেইরূপ গুণে জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে মাধুর্য্যে সৌন্দর্য্যে ভরপূর যে শ্রীভগবান তাঁহার সান্নিধ্যে বিশ্বাসী ভক্তের যে আর কোনও রূপ ভয় বা আশঙ্কার কারণ থাকিতে পারে না। যখনই মনে ভয় বা চিন্তা আসে তখনই আমরা সাময়িক ভাবে নাস্তিক হইয়া পড়ি। পিতামাতার বিচারে সন্তানদের সম্বন্ধে ধনী-নির্ধন ভেদ থাকে না—ভেদ থাকা অসম্ভব। তবে ধনী সন্তান-গণ অহংকারে অন্ধ হইয়া পিতামাতার সান্নিধ্য অনুভব করিতে অক্ষম হয়—নিজের দোষে তাঁহাদের সান্নিধ্য জনিত উপকার লাভে বঞ্চিত হয়। দোষ তাহাদের নিজেদের অথচ নিজের দোষ নিজের ভিতরে খুঁজিতে অনভ্যস্ত বলিয়া সেই দোষ পরের ঘাড়ে এমন কি পরমাত্মার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেরা বঞ্চিত হইয়া পড়ে। 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ' শ্লোকটী ভাবিয়া দেখ। ভগবানের সূর্য্যকিরণ ঘরে প্রবেশ

করিতে ব্যস্ত—আমি যদি দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া কিরণ লাভে বঞ্চিত থাকি তবে সেটা কার দোষ ? যার দরজা খোলা তাহার সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষ্যা করিবার ভগবানকে পক্ষপাতী মনে করিবার কোনও কারণ নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে থাকিয়া জনক নিজেকে ধনী মনে করিতে পারেন নাই, তাই সাধু-সন্ন্যাসীরাও তাঁহাকে ধনী ভাবিয়া তাঁহা হইতে দূরে দূরে বাস করিবার স্থযোগ পান নাই।

.........পুরুষকার ভগবৎবিকাশ ভগবানের লীলা ভগবৎকৃপা প্রকাশ করিবার জন্য। আত্মশক্তিও যে আত্মারই শক্তি পরমাত্মারই শক্তির বিকাশ, যাহার অভাবে ভগবৎকৃপাকে ভগবৎকৃপারূপে অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়ে। জ্ঞানীর চোখে শক্তিবাদ ও কৃপাবাদ যে একই কথা। শক্তির বিকাশ, ভগবৎবিকাশ, ভগবৎবিধানের সার্থকতা ভগবৎকৃপা—ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী কোনও ভেদভাব দেখিতে পান না। ভগবৎবিধান অমোঘ, ভগবৎসত্তা চৈতন্য ও আনন্দের বিকাশক ভগবৎবিধান শিবের আনন্দ-বিভূতি; সুতরাং সব অবস্থাই মঙ্গলে পরিপূর্ণ জীবের হিত-সাধনে তৎপর। যাঁহারা সাধনা করেন যাঁহারা ভগবানকে ভগবৎবিধানকে বুঝিতে জানিতে পালন করিতে সচেষ্ট, তাঁহারা ভগবৎবিধানের মধ্য দিয়া ভগবৎকৃপা দর্শন করিয়া ভগবান যে কি ভাবে তাঁহার প্রিয় জীবের কল্যাণসাধনে ব্যস্ত তাহা

পদে পদে অনুভব করিয়া আনন্দে বিভোর থাকেন।……এই যে কর্ম্মের সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা ইহার মধ্যে ভগবৎকৃপা ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা কোনও জিনিসই যে তলাইয়া দেখি না ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি না। কার্য্যের ভিতরে কারণ অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি না থাকিলে আমরা সেই মূল কারণকে মূল কারণের কার্য্যপ্রণালীকে বিধি-ব্যবস্থাকে আর কি করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইব! একটা টাকা উপার্জ্জন করিতে যতটা কষ্ট করিতে হয়, একজন বিচারপতির সঙ্গে দেখা করিতে যতটা চেষ্টা করিতে হয়, একজন স্বার্থপর মানুষকে সুখী করিতে যতটা আয়োজন করিতে হয়, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের নিদান সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা সমস্ত জীবের জীবনাধারকে দর্শন করিতে উপলব্ধি করিতে, লাভ করিতে আমরা কি ততটা চেষ্টা করিয়া থাকি? একটা টাকা হারাইয়া গেলে একটা সামান্য অনিষ্ট হইলে আমাদের যতটা কষ্ট হয় সমস্ত দিনটা ভগবানকে ভুলিয়া থাকিলে একবারও তাঁহার কথা স্মরণ না করিলে কি আমাদের ততটা কষ্ট হয়? আমাদের কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি করিলে আর ভগবৎকৃপালাভের কোনও আশাভরসা থাকে না—তবে আমরা তাঁহার আপনা জন, আমরা না চাহিলেও তিনি আমাদের চান আমাদের ভুলে যেতে পারেন না, আমরা না হলে তাঁহার চলে না; আমাদেরে তাঁহার সেই

আনন্দধামে না নিয়া গেলে তাঁহার শান্তি নাই বিশ্রাম নাই আনন্দ নাই ইহাই যে জীবের সমস্ত আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন। যে জীবনে একবার ভগবৎকৃপা আস্বাদ করিবার সুযোগ পেয়েছে সংসার সংসারের তুফান আর যে তাহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না।

* * কত দেশ কত পাহাড় কত নদ-নদী কত গাছ-গাছড়া বন-জঙ্গল কত রকম বে-রকমের মানুষ দেখিতেছি—কি যে আনন্দ বলিতে পারি না! জগৎ যে আমার নিকট সেই প্রাণারামের বিলাসবিভূতি মানুষগুলি জীবগুলি যে আমার কাছে পোষাক পরা শিব, তাই ইহারা আমার কত আদরের বস্তু কত সুন্দর কত মধুর কত আনন্দপ্রদ! তিনি সকলের ভিতর আছেন—এসব রূপের ভিতর দিয়া সেই অরূপীকে একটু দেখিতে চেষ্টা কর। সকলের মধ্য দিয়া তাঁহাকেই খুঁজিও বিশেষ বিভূতির মধ্য দিয়া বিশেষভাবে দেখিতে চেষ্টা করিও। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে সেই বিশেষ-অবিশেষের ভেদাভেদও চলিয়া যাইবে, তখন যে 'যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনম্'। আমাদের সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে তাঁহাকে—শুধু তাঁহাকে একথাটা যেন মনে থাকে।......সামঞ্জস্যটা রাখিতে

চেষ্টা করিও যে কাজটা যত দরকারী সে কাজটা যেন তোমার তত আদরের হয়। যে মানুষ তোমার যতটা আপন সে যেন তোমার ততটা ভালবাসা পায়। অনেক সময় কিন্তু আমরা কাজের গোলমালে সামঞ্জস্য হারাইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অতিথিকে বঞ্চিত করিয়া বসি। উপবাসী থাকেন মহারাজ চক্রবর্ত্তী আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি বাহিরের কর্ম্মচারী চাকর-বাকর নিয়া। অবশ্য সামঞ্জস্যে ইহাদেরও যে বঞ্চিত হইবার কথা নয়। সেই পরম কাঙালকে বিমুখ করিও না।···সেই মহা ভিখারীর উপর যেন একটু কৃপাদৃষ্টি থাকে, নীরবে ভুবনমোহন রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান—একটীবার তাঁর উপর দয়া করে চোখ খুলে চেয়ে দেখ। নীরব স্বরে পাগলপ্রাণে নাম ধরিয়া কত ডাকিতেছেন। একটু শুনিবার সুযোগ খুঁজিয়া লও। মানুষ তাঁহাকে ভুলে যায় যেতে পারে একটুও চেয়ে দেখে না কিন্তু পাছে কেহ বলে যে আমি চেয়েছিলাম দেখিতে পাই নাই, খুঁজেছিলাম পাই নাই সেই ভয়ে তিনি যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান! তাঁহার বাঁশীর ডাকের যে বিরাম নাই, অনেক সময় যে বাস্তবিকই আমার 'নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে' তাঁহাকে কেঁদে কেঁদে থাকিতে হয়। তাঁহার যে আমাদের ফেলে যাবার যো নাই। কোনও প্রেমিক কি তাহার ভালবাসার পাত্রের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে? কানা-খোঁড়া অবোধ ছেলেটার জন্য মা যে কত বেশী ব্যস্ত থাকেন।

আমরা বলতো কি পাষণ্ড একটীবারও তবু তাঁর দিকে চেয়ে দেখি না!

মুসৌরী—৮।৭।১৯০২

* * অনেক দিন হইল তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখি নাই··· রোজ রোজ লুকিয়ে আমার খাবার পরবার দেখবার শোনবার সব বন্দোবস্ত করে রাখেন, একদিনও যে আমার বলার চাওয়ার ভাববার অবকাশটী পর্য্যন্ত রাখেন না। রোজই তাঁর চিঠি পাই, কখনো গাছের হাত দিয়া কখনো ফুলের ফলের আকাশের হাত দিয়া—মানুষের পাখীর গ্রহ-নক্ষত্রের সংগীতের ভিতর দিয়া তাঁহার কোমল করুণ আহ্বানও শুনিতে পাই। কিন্তু তাই বলিয়া এসব নিয়া কি মানুষ ভুলে থাকতে পারে? চিত্ত যে চায় তাঁকে। যাহারা তাঁর আপনার জন যাহারা তাঁহার কাজ করে যাহারা তাঁহার সংবাদ দেয়, তাহারাও আদরের পাত্র কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদেরে ত আর তাঁহার আসনে বসান চলে না? ইহারা তো আমার প্রাণের পিপাসা ঠিক সেই ভাবে মিটাইতে পারে না। সময় সময় ভাবি এসব উপহার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী হয়ে একবার প্রাণপণে তাঁকে খুঁজে দেখি তাঁকে ডেকে দেখি তিনি আসেন কি না, তখনই আবার

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এসবও যে তাঁহারই দান—ফেলবো কি করিয়া, এদের কি অবহেলা করা যায়? তাঁহার যাহা কিছু তাহাই যে অতি আদরের। আবার ভাবি সব মাহাত্মা সাধু সন্ন্যাসীদের ভিতর দিয়া তাঁহার অনেক খবর পাই, কিন্তু শত হ'লেও ইহারা তো আর তিনি নন। তাজের দিকে যত যাওয়া যায় ততই ফল-ফুলের গাছ-পাতার শোভায় যেন পাগল করিয়া তোলে, কিন্তু তাই বলিয়া রাস্তায় ভুলিয়া থাকিলে তো আর তাজ দেখা হয় না। একবার ছুটে যেতে হবে তাঁর কাছে, পেতে হবে তাঁহাকে তারপরে তাঁর জিনিস, তাঁর আপনার জন আরো মধুর হবে। তখন আনন্দের সহিত তাহাদের সেবা করা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে যাবে। অনেকে যে অন্ধকারে তাঁহার লোকদের তিনি মনে করে বিপদে পড়েছে। ইহারা তাঁহার বন্ধু বা আত্মীয় হতে পারে, কিন্তু আলো দিয়া ভাল করিয়া তাঁহার মুখখানি না দেখিয়া আমিতো আর যার-তার গলায় বরণ-মালা দিয়া দিতে পারি না! আমার এই অবস্থায় ইহাদের ভিতর দিয়া ছাড়া ইহাদের দয়া ছাড়া তাঁর খবর পাইবার যে আর আশা নাই তাহা আমি বেশ জানি; তবু যে প্রাণ মানে না, প্রাণ যে তাঁহাকে না পেয়ে কিছুতে শান্ত হতে চায় না।...অনেকক্ষণ তাঁহার একটী গোলাপ গাছের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে সব ভুলিলাম, যেন নেশায় বিভোর হইয়া নিজেকে ভুলিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িলাম, তখন দেখি

কি তিনি তাঁহার প্রাণমাতানো মনভুলানো ভুবন-মোহনরূপে আমার অতি কাছে যেন আমাকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন!... কাছে অতি কাছে ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে পাইয়া কি যে হইয়া গেলাম তাহা বলিতে পারি না! এত কাছে কাছে আছেন তবুও আমরা একবার চেয়ে দেখি না, কত নাকি ডেকেছেন তবুও তাহা শুনিতে পাই নাই এতটা বিব্রত ছিলাম বাজে সংসারের কাজে—ধন্য মোহ ধন্য সংস্কার! তিনি নাকি 'আমাকে' দেখিয়া, আমার বাহাদুরী আমার এই ক্ষুদ্র অহংকারের লীলা আস্বাদ করিবার জন্য একটী মাধবীতরুর আড়ালে লুকাইয়া ছিলেন। আমার এ সব কাজও আমার বলিয়া তাঁহার নাকি খুব ভাল লাগে। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার সবই নাকি মধুর মনে হয়! 'তৎ তস্য কিমপি বস্তু যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ'। এই জন্যই বোধ হয় গীতা বলেন 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং' যে তাঁহাকে যাহা কিছু দেয় সেই ভক্তিমাখানো উপহারই তিনি নাকি সাদরে গ্রহণ করেন। যে তাঁহাকে যে রূপে যে ভাবে চায় সে তাঁহাকে সেই রূপে সেই ভাবে পায়। বলতো ইহা অপেক্ষা জীবের পক্ষে বেশী গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে?...... মা, সেই দিন হতে মানুষগুলো জীবগুলো যেন আমার মহা আদরের ধন হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তা দিয়া কাহাকেও যাইতে দেখিলে ইচ্ছা হয় বুকে জড়াইয়া ধরি! কে কি

মনে করিবে কে অসন্তুষ্ট হইবে মনে করিয়া অতি কষ্টে সামলাইয়া যাই, তবুও মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। আচ্ছা বলতো সবই যখন তাঁর অতি আদরের ধন, সবই যখন তিনি— আমার দৃষ্টিশক্তি অনুভব-শক্তি অনুসারে আমার ধারণার ধরিবার জানিবার পাইবার সুবিধার জন্য তিনি যখন নিজেকে এত রূপে এত ভাবে বিভক্ত করিয়া আমার কাছে ধরা দিতে আসেন, তখন এই সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার ধ্যান করা তাঁহার দর্শন করা তাঁহার সেবা করা কি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন নয়? আমি কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী সাধনা কিছু জানি না। খালি চোখে আমাদের এই বিকৃত চোখে তাঁহাকে দেখিতে গেলে চোখ ঝলসিয়া যায়, তাই আমরা রঙীন কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্যকে দেখি, আর যখন ঐরূপ কাচ আমাদের কাছে না থাকে তখন আমরা সূর্য্য দেখার সুখ হইতে বঞ্চিত হই। ঠিক এই জন্যই তো তিনি নিজেকে আমাদের দেখার পাবার আস্বাদ করিবার সুযোগ দিবার জন্য আমাদের মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ভালবাসার মধ্য দিয়া এসে হাজির হয়েছেন। এসেছেন যখন তিনি তখন বলতো এরা আমার কত প্রিয় কত আপন? বলতো এদের ভিতর দিয়া কি তাঁর, জীবের ভিতর দিয়া কি শিবের সেবা করা এতই কঠিন এতই অস্বাভাবিক? ইহাদেরে আমার ছেলে আমার স্ত্রী না ভাবিয়া—স্বার্থের সংস্কারের চোখ দিয়া না দেখিয়া ইহারা তাঁহার সেই পরমাত্মার এই ভাবে

দেখিতে পারিলে যে সব ঠিক হইয়া যায়। স্বকীয় ভাব, আমার আমার ভাবই তো সব বন্ধনের কারণ; পরকীয় ভাব, পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ভাবই যে মুক্তির কারণ। তাই বোধ হয় মহাপ্রভু বলিতেন 'পরকীয় ভাবে হয় রসের (রতির) সঞ্চার'। এই ভাবের সাধন করিতে গিয়াই বোধ হয় রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন 'আহার কর, মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মাকে'। শঙ্কর বলিয়াছেন 'যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনং'। চৈতন্য বলিতেন 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি'। এ সব তাঁর হলেও আমার কিন্তু তাঁকে না হলে চলিবে না। ইহাদের ভিতর দিয়া দেখবো তাঁকে শুনবো তাঁর কথা পেতে হবে তাঁহাকেই লক্ষ্য যে তিনি তাঁর বিভূতি নয় বিকাশ নয় প্রকাশ নয় তাহা যেন মনে থাকে।

হরিদ্বার—৭।৬।১৯০২

* * আমারও যে তোমাদের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হয় না, তোমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না—আমাকে এতটা হৃদয়হীন অকৃতজ্ঞ মনে করিও না। তোমাদের কথা তোমাদের দর্শন তোমাদের স্মৃতি যে আমার ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়।

তোমাদের ভিতর দিয়া আমার সেই মার দর্শন ও অনুভূতি সহজ হয় বলিয়াই তো তোমাদের এতটা ভালবাসি। যে বলে তোমরা আমার বন্ধনের কারণ তারা না দেখেছে ছেলেকে না চিনেছে মা'দেরে—তাহাদের দৃষ্টিটা সংসারের স্বার্থের কামনা-বাসনার আবরণে ঢাকা।······দেখিতে ইচ্ছা হইলেই কি দেখা উচিত? যে পর্য্যন্ত আমাদের ইচ্ছাটা ভগবৎইচ্ছার অনুকূল না হয় সে পর্য্যন্ত দেখা না হওয়াই ভাল। যখন আমাকে দেখিতে খুব ইচ্ছা হইবে তখন আমাকে না বলিয়া আমার ভগবানকে বলিও, তিনি যদি আমাদের 'দেখাশোনা উভয়ের জগতের কল্যাণকর মনে করেন তবে তিনি নিজেই দেখা-শোনার সুযোগ জুটাইয়া দিবেন। যে ভালবাসা কর্ত্তব্য-জ্ঞান দ্বারা চালিত ও সংযত নয় সে ভালবাসা কি ভগবানের দেশে নিয়ে যেতে পারে? কর্ত্তব্যজ্ঞান ভগবৎইচ্ছা আমাদের যে দিকে লইয়া যাইবে আমরা সেই দিকেই আনন্দের সহিত চলিয়া যাইব। সেটা কোটী কোটী মাইল দূর হইলেও তাহাতে আমাদের বিচলিত হইলে চলিবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সব কাজে ভগবৎইচ্ছাটা বোঝা তত কঠিন নয় বরং মানুষের ইচ্ছাটা বোঝাই যেন একটু কঠিন বলিয়া মনে হয়। আমাদের সব সুখ-শান্তি ভালবাসা ভগবানকে নিয়া, তাই ভগবৎইচ্ছা কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সহায় হয়, কর্ত্তব্যসাধনে আমাদের উৎসাহিত করে। আমি যত কর্ত্তব্যের পথে চলিব যত ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইব,

ততই আমার মায়েরা আমাকে বেশী ভালবাসিতে সুযোগ-সুবিধা অনুভব করিবেন—ততই আমার মায়েরা সুখী হইবেন। এদেশে বেশী দেখাশোনা না হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা সে দেশে মিলিব সে দেশের আনন্দের সহায় হইব—তুমি কি বল? তারপরে আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় আমার সব আত্মীয়স্বজন আমার এই জগৎব্রহ্মাণ্ড রয়েছে আমার ভিতরে—বলতো কি সুখের কথা কি আনন্দের কথা! এদিকে বিজ্ঞান বলেন আমরা গাছটাকে আকাশটাকে দেখি ভিতরে —বাহিরে নয়। এদিকে শঙ্করও বলেন 'বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমান-নগরী-তুল্যং নিজান্তর্গতং'।

......আমরা যে সে দেশের লোক তাহা ভুলিলে চলিবে না, আমাদের যেতে হবে সেই একের দেশে পেতে হবে সেই একেকে—এখানে এসেছি শুধু দুদিনের জন্য—শুধু একটু থিয়েটার করিতে একটু থিয়েটার দেখিতে—অন্ততঃ সে দেশে গিয়া আমরা পরস্পরকে খুব বেশী করিয়া পাইব—কি বল?...... এদেশে বাস করিব এদেশে কাজ করিব আমরা আমাদের সে দেশে থাকিয়া সে দেশের স্মৃতি লইয়া সে দেশের তালে তালে। আমাদের প্রতি কাজে প্রতি কথায় প্রতি চিন্তায় যেন সে দেশের আভাস লোকে দেখিতে পায়। আমরা আমাদের কাজের ভিতর দিয়া কথার ভিতর দিয়া ভাবের ভিতর দিয়া সে দেশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব, সে দেশের সৌন্দর্য্য

মাধুর্য্য প্রকাশ করিব। তাঁরপরে আমি তো তোমাদের কাছেই আছি, কি বল? দূরে যাই কি? যেতে পারি কি? যে দূরে যায়, যেতে পারে তাকে যেতে দাও। পায়ের গোলমাল নিয়া আমি কষ্টে আছি কষ্ট পাইতেছি, সে কি কথা! তোমার ছেলেকে দুঃখ-কষ্ট কখনও স্পর্শ করিতে পারে না ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস, কি করিয়া সে কষ্ট পাইবে? তার ভগবানের যে তাহাকে সুখে না রাখিলে চলে না। যে একবার সে দেশের আস্বাদ পেয়েছে যার গায়ে একবার সে দেশের হাওয়া লেগেছে তাহাকে যে পাপ-তাপ দুঃখ-কষ্ট কখনো স্পর্শ করিতেও পারে না। আমি কিন্তু আছি খুব আনন্দে, সর্ব্বদা শান্তিতে ভরপূর! দুঃখ হইবে নাস্তিকদের দুঃখ পাইবে মা-মরা ছেলেমেয়েরা। যাহাকে ভগবান এত ভালবাসেন, যাহার সুখের জন্য যাহার কল্যাণের জন্য ভগবান এত ব্যস্ত তার কি কখনো দুঃখ হইতে পারে! তাঁহার প্রেমের স্মৃতিতে সব দুঃখ-কষ্ট নাশ করে। তাঁরই তো ভালবাসা তোমাদের ভিতর দিয়া ক্ষরিত হইয়া আমাকে বিভোর করিয়া রাখে। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছেন ধরা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। এজগৎটা যে তাঁর লীলাক্ষেত্র বিলাস-বিভূতি। তিনিই তো অনন্ত পোষাক পরিয়া অনন্ত কাল ধরিয়া অনন্ত রূপে অনন্ত ভাবে আমাদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন, যাহার চোখ খুলিয়াছে সেই দেখিতে

পাইতেছে—যাহার মন স্থির হইয়াছে সে-ই তাঁহার বংশীধ্বনি তাঁহার কাতর আহ্বান শুনিতে পাইতেছে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়াছে সে-ই সর্ব্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দ-সাগরে মাতোয়ারা হইয়া যাইতেছে।

এ শরীরটার জন্য তোমরা এত ভাব কেন বলতো? যত দিন এ শরীরটায় তাঁর দরকার থাকিবে ততদিন এ কিছুতেই যাইবে না। ততদিন তাহাকে মারে কার সাধ্য? ততদিন পর্য্যন্ত এ শরীরের জন্য যাহা কিছু দরকার তিনি নিজেই প্রত্যক্ষভাবেই হউক আর পরোক্ষভাবেই হউক তাঁহার সব ব্যবস্থা করিবেন। পাহাড়ে জঙ্গলে বরফের মধ্যে তাহার এ শরীররক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি! কখনো খাওয়ার থাকার ব্যবস্থা নিজে করি নাই অথচ একদিনের জন্যও কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। তারপর যেদিন এর দরকার ফুরাইবে তখন একদিনও এটা আর থাকিবে না, আমি শত চেষ্টা করিলে তোমরা শত খোসামোদ করিলে জগতের সকলে মিলিয়া সাধ্যসাধনা করিলেও এক মিনিটের জন্যও ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। নিশ্চয় জানিও আমি কখনও ইহার অপব্যবহার করি না, অযত্ন করি না; তবে অপর সব শরীরের জন্য তাঁহার আর-আর সব বিলাসবিভূতির জন্য তাঁহার লীলা-বিগ্রহাদির জন্য যতটা যত্ন নেওয়া আবশ্যক তাহা অপেক্ষা এই শরীরটার জন্য বেশী যত্ন নেওয়া কি আমার পক্ষে ভাল

দেখায়? আমার ভগবানের একটা শরীর। আমার শরীর তোমার শরীর এর শরীর ওর শরীর—এসব যে সে শরীরের অংশ মাত্র! আমার কিন্তু তাঁর সমস্ত শরীরের তাঁর শরীরের প্রতি অংশের সমান যত্ন করা উচিত, সকল শরীরকে একভাবে দেখা উচিত। এই জন্যই তো আমার স্বদেশী ভাব ইংরেজ জার্ম্মাণ আদি অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে পারে না। ভারতের কল্যাণসাধনের যতটা দরকার অন্য সব দেশের জন্য তার চেয়ে কম দরকার মনে হয় না। তবে যেখানে যে অংশে ব্যাধি, ভগবৎইচ্ছা-পূরণে সচ্চিদানন্দের স্ফুরণে বাধা সেখানে সেই ব্যাধি দূর করিবার জন্য একটু সাময়িক বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র। এ ভগবৎদেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি দেখিতে আমি বড় ভালবাসি। তোমাদের মত এতগুলি মার যখন এশরীরটা ভাল দেখিতে এত ইচ্ছা তখন মনে হয় এবার পাটা একেবারে ভাল হইয়া যাইবে। তবে এটাও মনে রাখিতে হইবে ভগবৎইচ্ছায় যখন শরীরটার—এ বাড়ীটার আর দরকার মনে হইবে না—তাঁহার বিধানে যখন এটা ভাঙ্গিবার সময় আসিবে তখনো যদি তোমরা এটাকে এই ভাবে ধরিয়া রাখিতে চাও তবে কিন্তু তোমাদের এ অযথা আবদার তিনি কখনো শুনিবেন না। তিনি যখন আমাদের এই শরীরটাকে আমাদের চেয়ে বেশী ভালবাসেন—কিসে আমাদের কল্যাণ হইবে তাহা বেশী ভাল বোঝেন, তখন তাঁহার বিধানে সন্তুষ্ট

থাকাই যে বুদ্ধিমানের কাজ! তাঁহার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। তাঁহার ইচ্ছাপূরণে বাধা দেয় কার সাধ্য? আমাদের ইচ্ছাটা যত পরিমাণে তাঁর ইচ্ছার অনুকূল হইবে অর্থাৎ আমাদের ভিতর দিয়া যে পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতালাভের সুযোগ পাইবে ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন বলিয়া পরিলক্ষিত হইবে। যত দিনের জন্য এই দেহের উপাদানগুলি একত্র করিয়া শরীরটী এ বাড়ীটী প্রস্তুত করা হইয়াছে, সে দিনগুলি ফুরাইয়া গেলেই তখন ইহার উপাদানগুলি মূলাধারে পঞ্চভূতে ফিরাইয়া দেওয়াতেই আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত। বাড়ী তৈয়ারে যেমন আনন্দ ভাঙ্গায়ও তেমনি আনন্দ হওয়া উচিত। উভয়ই যখন তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে সম্পাদিত হইতেছে তখন উভয় কাজেই আমাদের সমান আনন্দ থাকা উচিত। আশীর্ব্বাদ করিও তোমাদের ছেলে যেন ভেঙে দেওয়ার আনন্দে প্রাণ হইতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতে পারে। টাকা কর্জ্জ নেওয়ার সময় যখন ভাল মনে হয় তখন দেনা শোধ করিবার সময় বিচলিত হইলে চলিবে কেন? পঞ্চভূত হইতে ধার করিয়া গাছটী তৈয়ারী করা হইল, এখন এই দেনা শোধের দিনে গাছটীর পরমাণুগুলি যদি ইহাদের আপন উপাদানে সেই আসল মূলাধারে ফিরিয়া যাইতে চায় তাহাতে কি আমাদের কষ্ট হওয়া উচিত? আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে আমরা যে এত বিচলিত হই

অতিরিক্ত আসক্তি অন্যায্য স্বার্থপরতা অস্বাভাবিক নিজ সুখ-স্পৃহাই তাহার মূল কারণ। আমাদের প্রিয় জন সব দুঃখ-কষ্ট রোগযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি পাইয়া সেই পরম শান্তির দেশে সেই পরম পিতামাতার কোলে ফিরিয়া যাইবে ইহাতে কি আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত? যদি আমরা ইহাদেরে প্রকৃত ভালবাসি তবে ইহাদের দুঃখনিবৃত্তিতে ইহাদের সুখ-প্রাপ্তিতেই আমাদের আনন্দ হওয়া উচিত।······

আমাদের যে এগিয়ে যেতেই হবে বসে থাকবার এখানে যে কাহারও সাধ্য নাই। একটু তাঁর বাঁশীর ধ্বনি একটু তাঁর মধুর আহ্বান শুনিতে চেষ্টা করিও। একবার সে ডাক কানে গেলে আর কি না গিয়া থাকা যায়? সে ডাকের শব্দ যে কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া মানুষকে পাগল করিয়া তোলে। একবার সে ডাক শুনিলে তখন যে অন্য দিকে মন দেওয়া অন্যমনস্ক হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। শ্রীরাধার কি ভয়ানক কঠিন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল! খাইতে বসিতে শুইতে ঘুমাইতে সর্ব্বদা যে সেই কাতর আহ্বান তিনি শুনিতে পাইতেন। সে অবস্থায় সংসারের তাল বজায় রাখিয়া দুকুল রক্ষা করিয়া চলা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। আশীর্ব্বাদ করিও তোমাদের ছেলে যেন একদিন এই দুই দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।·········বাস্তবিকই কোনই ভাবনার কারণ নাই,······সেই পরম পিতার যে তোমাদেরে

তাঁহার কাছে না নিয়া গেলে চলে না—না নিয়া গেলে যে তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারি—কিন্তু তিনি যে এক-মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের ভুলিতে পারেন না। আমরা না হইলে যে তাঁহার চলে না। তিনি তোমাদেরে কাছে টেনে নিয়ে যেতে মহা ব্যস্ত অনবরত চেষ্টা করিতেছেন, তোমরা তাঁহাকে একটু সাহায্য করিও যাহাতে তাঁহার পরিশ্রমটা একটু কমে তাহার চেষ্টা করিও সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখিও। তাঁহার দিকের দরজা-জানালা একটু খুলিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও। তোমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় খুলিয়া না রাখিলে তিনি যে জোর করিয়া খুলিতে পারেন না, দরজায় ধাক্কা দিয়া তোমাদের বিরক্ত করিতে তিনি যে সাহস করেন না। কাতর উদাস প্রাণে অমন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়া দরজার সামনে অনন্ত কাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন তবুও তোমাদের কল্যাণের জন্যও তোমাদের বিক্ষেপ জন্মাইতে ইচ্ছা করেন না। 'আমি দরজা খুলেও তোমাকে দেখিতে পাই নাই' কাহাকেও একথা বলিতে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে বলিতে পারে 'আমি ডাকিয়াছিলাম তুমি শুন নাই, আমি শুনিতে চেষ্টা করিয়াও তোমার আওয়াজ শুনিতে পাই নাই'? * * *

যমুনা তীরে যেন কার আহ্বান এসেছে কার অপেক্ষায় বসে আছি এ-সময়ে তোমাদের কথাও যে খুব মনে হচ্ছে, তোমাদের

যেন খুব বেশী করিয়া পাইতেছি। তাঁকে পাওয়ার মানে যে সকলকে পাওয়া—তাঁর হওয়া মানে যে সকলের হওয়া এটা যেন প্রাণে প্রাণে বেশ অনুভব করিতেছি। তোমরা যে আমার এত কাছে এটা বুঝিতে পারিলাম তাঁকে কাছে পেয়ে, তোমরা যে এত আপনা সেটা বুঝিতে পারিলাম তিনি কত আপনার তাহা অনুভব করিয়া, তোমরা যে কত সুন্দর কত মধুর কত আনন্দের জিনিস এটা তাঁহাকে কতকটা ধরিতে না পারিলে বোধ হয় বুঝিতে পারিতাম না। কে বলে তাঁহাকে জানা যায় না তাঁহাকে পাওয়া যায় না তাঁহাকে আস্বাদ করা যায় না? আমার তো মনে হয় তাঁহাকে যতটা দেখা যায় জানা যায় পাওয়া যায় ততটা আর কাহাকেও নয়। তোমাদের যতটা দেখি তোমাদের ভিতর দিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা কোটী গুণ বেশী দেখিতে পাই—তাইতো তোমাদের এত সুন্দর মনে হয় এত দেখিতে ইচ্ছা হয়। তোমাদের ভিতর দিয়া তাঁহাকে যতখানি পাই তোমাদেরে যে তাহার কোটী ভাগের এক ভাগও পাই না। তাইতো মনে হয়, যে ভগবানকে পায় সে যেমন তোমাদের পায় অমন পাওয়া তোমাদের আত্মীয়স্বজন কখনো স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন না। তাইতো সাধু-মহাত্মাদের আকর্ষণ এত প্রবল। তাইতো শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণকে ইতর-রাগ-বিস্মারক বলা হইয়া থাকে। ওগো যদি প্রিয়জনদের একটু ভাল করিয়া একটু বেশী করিয়া

পেতে ইচ্ছা থাকে তবে একটু নিজের কাছে, একটু তাঁর কাছে যেতে চেষ্টা কর। একটু নিজেকে একটু তাঁকে পেতে চেষ্টা কর। তখন দেখিতে পাইবে, সকলে কাছে অতি কাছে—ভিতরে বাহিরে প্রতি পরমাণুতে আত্মার সহিত অতি সুন্দরভাবে অতি মধুরভাবে মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে। ওগো তোমরা আমার এত কাছে যখন তখন আর কি কিছু বলা যায় আর কি কিছু লেখা যায়! ওগো তোমরা একটু দেখ একটু অনুভব করিতে চেষ্টা কর। আমার প্রাণসখা ভুবনমোহন বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনভুলান সুরে কত ডাকিতেছেন। গাছের ভিতর দিয়া জলের ভিতর দিয়া ফলের ভিতর দিয়া ফুলের ভিতর দিয়া আকাশের ভিতর দিয়া কুকুর বিড়াল বানর ময়ূর মৃগ মানুষের ভিতর দিয়া মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রীর ভিতর দিয়া কত রূপে কত ভাবে কত সাজে আমাদের মন ভুলাইবার জন্য মোহন ফাঁদ পেতে বসে আছেন। আমি শরীরের অযত্ন করি এমন কথা বলিও না, তবে অযত্ন করি না বলিয়া বেশী যত্নও কিন্তু করি না।……কেন তার ঔষধ খেলাম? অমন ভাল বেসে অমন যত্ন করে যদি কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক কিছু ব্যবস্থা করেন তবে আমি কি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি? আমি দেখিব ফলাফলটা না তার প্রাণটা—বল তো? আমাকে একটা অমন প্রাণ থেকে বিষ খেতে দিলেও কিন্তু আমি অতি আগ্রহের সহিত তাহা খেয়ে ফেলে জীবন সার্থক

করিতে ইচ্ছুক হই; না হয় একটা শরীর গেলই বা! রোজ রোজ কত কুকুর শিয়াল বিড়ালের শরীর যে নষ্ট হচ্ছে—এটার জন্য আর তাতে ভাবনা কি?……ভয় নাই তোমাদের ছেলে মারা যাবে না— সে যে অজর অমর এটা ধ্রুব সত্য! আমার ভগবান যে একটু ভালবাসার কাঙাল এটা যেন এত দিনে একটু বুঝিতে পারিতেছি। অমন করিয়া কেবল শরীর শরীর করিলে আমি কিন্তু শেষে শরীরটা তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। ওগো, মায়েরা কল্যাণের জন্য সিদ্ধির জন্য উপলব্ধির জন্য যে শরীরটা গড়িয়া তোলেন, আমার জগৎমাতা আবার সে শরীরটার গায় সময় সুযোগ ও আবশ্যক মত আগুন লাগাইয়া দিয়া তাহার ভিতরের আসল মানুষটাকে শুদ্ধ করিয়া পবিত্র করিয়া এ শরীরের বন্ধন হইতে ছেলেকে মুক্ত করিয়া, ছেলে যে শরীর নয় তাহাকে ও তাহার মাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। এই দুইটাই মায়ের কাজ তাই এই দুই অবস্থায়ই ছেলের সমান আনন্দ। তোমরা মা হইয়া ছেলেকে একদিকে টানিয়া নিয়া একটা সামান্য শরীরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও না, তোমরা আমাকে মায়ের অবাধ্য হইতে দিও না আমি যে সেই মার হাতের পুতুল হ'য়ে থাকিতে ভালবাসি। তবে তোমাদের ভিতর দিয়া আমার সেই মার ইচ্ছাটা যে অবাধিত ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে, এটা যেন সব সময় বুঝিতে পারি। তোমাদের কথা

ভাব কাজ যেন আমার এ ধারণায় বাধা না জন্মায়। আমি অনেক সময় শরীরের প্রতি দৃষ্টি দিয়া থাকি। এই দেখ না, সেদিন যেই পাটা একটু কেটে রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ করিল, অমনি মনটাকে সেদিকে পাঠাইয়া দিলাম। তখন দেখি কি জান, রক্ত বাহির হইবার জন্য এবং রক্তকে শরীরে রক্ষা করিবার জন্য একটা ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল! পরিণামে আমার প্রকৃতি দেবী জয়লাভ করিলেন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এমন সুন্দর একটা ব্যাপার দেখায় আনন্দে আমাকে এতটা বিভোর করিয়া ফেলিয়াছিল যে পা-কাটার কাল্পনিক কষ্ট লৌকিক দুঃখ আমাকে আদৌ বিচলিত করিতে পারিল না। তারপরে একদিন পেটের মধ্যে একটা গোলযোগ আরম্ভ হইল। লোকে যাহাকে কলিক বেদনা বলে। আমি তখন অমনি সে দিকে খুব ভাল করিয়া দৃষ্টি দিলাম, তখন কি দেখিলাম জান কি? মনে হইল যেন কি একটা মহান ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে—উভয় পক্ষের কোটী কোটী জীব একটা ভীষণ সংগ্রামে মহা বিব্রত! কোথায় লাগে তোমাদের জার্ম্মাণ-যুদ্ধ কোথায় লাগে কুরুক্ষেত্র! দেখিতে পাইলাম উভয় পক্ষে কত সৈন্য কত ইঞ্জিনীয়ার কত সেনাপতি কত কি করিতেছেন। আমার প্রকৃতি দেবী একটা সামান্য পেটের জন্য, সামান্য শরীরের জন্য এত ব্যস্ত ইহা পূর্ব্বে কখনো ভাবি নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি একেবারে

অবাক! এখন বলতো এমন সুন্দর একটা ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইব—না ব্যথা ব্যথা করিয়া হায় হায় করিয়া নিজে অস্থির হইয়া সকলকে অস্থির করিব? আমি সাধারণের মত এমন একটা মস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে প্রস্তুত নহি। সেজন্য তোমাদের যা বলিতে হয় বলিতে পার। এই যুদ্ধের ভিতর দিয়া যে শিক্ষা যে আনন্দ পাইয়াছি এমন আনন্দ আমার ভাগ্যে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। তারপরে যাহার সুখের জন্য যাহার রক্ষার জন্য যাহার কল্যাণের জন্য আমার আনন্দময়ী জগন্মাতা এত ব্যস্ত তাহার জন্য অযথা ভাবিয়া আমি মাথা খারাপ করিব, আমি এতটা ছোট লোক এতটা নির্ব্বোধ হইতে প্রস্তুত নই।

মথুরা, ৪।১২।২৬

* * এই মাত্র অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিলাম—শীঘ্রই আবার সারদাপীঠ দর্শনে যাইব।······শ্রাবণের পূর্ণিমায় বরফ কম থাকে বলিয়া লোকে সে সময় অমরনাথ দর্শনে যায়, সে সময় মহারাজার হুকুমে রাস্তা তৈয়ার রাস্তা মেরামত আদি সব ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে সব রকমের খাবার দোকান হোটেল ডিস্‌পেনসারী পুলিস ধর্ম্মার্থ-বিভাগ সেবা-সমিতি প্রভৃতি

চলিতে থাকে। রাস্তার কষ্ট ছাড়া অন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের যাওয়া হইল আষাঢ় মাসে—সে সময় রাস্তা থাকে অসংস্কৃত অগম্য ও বিপজ্জনক, অনেক জায়গা বরফে ঢাকা। আমার ও কয়েকটী বন্ধুর ইচ্ছা হইল আষাঢ়-পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শন করিব। অতি কষ্টে অর্দ্ধেক রাস্তা গিয়া দেখি সমস্ত পথ বরফে ঢাকা তিন চার জায়গায় বার তের হাজার ফিট উচ্চ পাহাড় বরফে ঢাকা তাহার উপর রাস্তার চিহ্নমাত্রও নাই অথচ আমাদের যাইতে হইবে তাহার উপর দিয়া! তখন ভগবানের নাম করিয়া রওয়ানা হওয়া গেল। পাহাড়ের কতকটা উপরে উঠিয়া দেখি কোমর পর্য্যন্ত বরফে ডুবিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেলে আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না—সেখানেই তখন জীয়ন্তে কবরের ব্যবস্থা হয়। এই বরফগুলি কোথাও নরম কোথাও শক্ত—কোথায় কিরূপ তাহা আগে বুঝিবার যো নাই। সকলে তখন ভয়ে অস্থির! আমার কিন্তু তখন যেন আর আনন্দ ধরে না! বলা বাহুল্য এসব অসুবিধা আমাদের গতি বন্ধ করিতে পারিল না আমার মনে হইতে লাগিল কে যেন আমার হাত ধরিয়া আমাকে নিয়া যাইতেছে। তখন কি আর কাহারও কোন অসুবিধা বোধ হয়? তিনি হাত ধরে নিয়ে গেলে জলের ভিতর দিয়া আগুণের ভিতর দিয়া এমন কি মৃত্যুর মধ্য দিয়াও আনন্দের সহিত যাওয়া যায়। আমি তো তাঁর সঙ্গে না যেতে পারি এমন জায়গা নাই

তাঁর আদেশ পেলে তাঁর সুখের জন্য না করিতে পারি এমন কাজও নাই।

এ-সব জায়গায় বৃষ্টি হইলে নাকি আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না। অনেক সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল কিন্তু ভগবানের কৃপায় বৃষ্টি হয় নাই—এত মেঘ হইয়াও বৃষ্টি না হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা। এইভাবে অনেক মাইল যাওয়ার পরে এক জায়গায় জমি পেয়ে সেখানে একটু বিশ্রাম করা গেল। পরদিন সেখান হইতে আবার দুর্গম স্থান দিয়া কখনও বা বরফের মধ্য দিয়া গিয়া অমরনাথে পৌছান গেল। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ-গুহায় যাবার সময় এক জায়গায় পাহাড়ের গা দিয়া যেতে হয় পড়ে গেলে আর কোনও মতে বাঁচিবার আশা থাকে না পড়িবার সম্ভাবনাও প্রায় পনর আনা। অমরনাথের গুহায় নাকি রাত্রে প্রায় কেহই থাকে না তাই সেখানে এক রাত্রি থাকা গেল; সেদিন কি যে আনন্দ পাওয়া গেল তার কথা আর কি বলিব! আসিবার সময় পঞ্চতরণীতে যেদিন থাকিয়া বিশ্রাম করি সেদিন বৈকাল বেলা আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হইল, সমস্ত রাত্রি আকাশ মেঘে একেবারে ঢাকা ছিল—মেঘ দেখিয়া সকলে ভয়ে অস্থির—কারণ সঙ্গে খাবার জিনিস বেশী নাই জ্বালাবার কাঠ নাই—আর সেখান হইতে পাঁচ জায়গায় নদী পার হইয়া তারপরে বহুজাং এ পৌছিতে হয়। সুতরাং পঞ্চতরণীতে থাকিতে থাকিতে বেশী বৃষ্টি হইলে অন্য

সব অসুবিধার সঙ্গে না খাইয়া মারা যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। ভোর পাঁচটার সময় যখন আমরা রওয়ানা হইলাম তখনও আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন—অমরনাথজীর কৃপা ছাড়া সেদিন নিরাপদে পৌছান কঠিন হইত। আমার ভগবান আমার সুখ-শান্তির জন্য এত ব্যস্ত! বলতো, এ গৌরব এ আনন্দ রাখিবার স্থান কোথায়? আমাকে সুখে শান্তিতে না রাখিলে আমার ভগবানের চলে না, বলতো এত আনন্দ কি একটা পঞ্চভূতের শরীর ধারণা করিতে পারে? তবে তাঁর কৃপায় তাঁর সান্নিধ্যে এ শরীরও কতকটা তদ্ভাবে ভাবিত হয়—তাঁর বলে বলীয়ান হয়, তাইতো এসব আনন্দের ঢেউ কতকটা সামলাইয়া চলিতে পারে।......তোমাদের কিন্তু সর্ব্বদা খুব আনন্দে মগন থাকা উচিত, একবার ভাবিয়া দেখতো তোমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্য ভগবান কত ব্যস্ত, তোমাদেরে সুখে না রাখিলে তাঁহার চলে না এটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁর উপর সব ভার ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বদা আনন্দের সহিত সংসারের সব কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে চেষ্টা কর। কিসে ভাল হইবে—কিসে কল্যাণ হইবে তাহা তিনি যত জানেন যত বোঝেন যত ভাবেন তোমাদের যে ততটা বুঝিবার ভাবিবার শক্তি নাই।

'আমার কিছু হইবার আশা নাই আমার কিছু হইল না'—এসব ভাবনাও আস্তিকের পক্ষে শোভা পায় না।

কিছু হওয়া না হওয়ার ভারও যে তাঁরই উপরে। তিনি আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নন তাঁহার হিসাবে কখনও ভুল হয় না—তাঁহার বিচার যে অভ্রান্ত। জীবের কাজ কর্ম্ম করিয়া যাওয়া—ফল বিধান করা তাঁহার হাতে। তাঁর কৃপায় সব অসম্ভব সম্ভব হয়—তিনি যে মূককে বাচাল করেন পঙ্গুকে দিয়া গিরি লঙ্ঘন করান। তাঁহার কৃপালাভের উপযুক্ত হইতে চেষ্টা কর। তিনি সর্ব্বদা সাহায্য করিতে কল্যাণ করিতে ব্যস্ত। তিনি যাহাতে তোমার কল্যাণ করিতে পারেন—তোমাকে আনন্দ দিতে পারেন—তাঁহাকে সে সুযোগটী দিতে চেষ্টা করিও। তুমি দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে তিনি ঘরে ঢুকিতে পারেন না।······আমার কাজ দরজা খোলা রাখা তাঁর কাজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সব জিনিসকে সব তত্ত্বগুলিকে তদ্ভাবে ভাবিত করিয়া দেওয়া। তাঁহাকে তাঁহার কাজ করিতে দিও। এমন ভাবে ভাবিবে কথা বলিবে কাজ করিবে যাহাতে তিনি তোমার কাছে থাকিতে পারেন, তোমার কাজে যোগদান করিতে পারেন—তোমাকে সাহায্য করিতে পারেন। যে প্রকৃত ভক্ত সে যে, ভাবে কথায় ও কাজে ভগবানকে ভগবৎ-মহিমাকে ভগবানের সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকিবে। তাহাকে দেখিয়া লোকের ভগবানের কথা মনে পড়িবে—তাহার আনন্দের ঢেউ গিয়া সকলকে ভগবৎ-ভাবে ভাবিত করিবে—ভগবানকে পাবার জন্য তীব্র পিপাসা

জাগাইয়া দিবে। 'যাহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণবপ্রধান'—তোমাদেরে দেখিয়া তোমাদের কাছে থাকিয়া তোমাদের কথা শুনিয়া লোকেরা যেন অজ্ঞাতসারে ভগবানের নাম করিতে ভগবানের ধ্যান করিতে ভগবানের অনুকূল কাজ করিতে আরম্ভ করে! ভক্ত যে ভগবানের জীয়ন্ত মূর্ত্তি! ভক্তের ভাব কথা ও কাজ দ্বারা সেই অমূর্ত্ত ভগবান মূর্ত্ত ব্যক্ত প্রকাশিত হইয়া পড়েন। ভগবান কি জিনিস তাহা ভক্তকে না দেখিয়া ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। তোমরা এমন ভাবে আনন্দে বিভোর থাকিবে যে তোমাদের দেখিলেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে।······যে ভগবানে বিশ্বাস করে ভগবানকে পরম আপন বলিয়া অনুভব করে, ভগবৎকৃপা জীবনে অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহার কি সর্ব্বদা আনন্দে বিভোর না থাকিলে চলে? মানুষ যখন কুপথে চলে—অন্যায় কাজ করে—দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তখন যে ভগবানের কিরূপ কষ্ট হয় তাহা যদি মানুষ বুঝিতে পারিত তবে আর তাহাদের কোনও অন্যায় কাজ করিবার ক্ষমতা থাকিত না। যাঁহারা ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াছেন ভগবৎপ্রেম যাঁহাদের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে জীবের দুঃখে তাঁহারা কিরূপ বিচলিত হন জীবের দুঃখ দূর করিতে তাঁহারা কিভাবে চেষ্টা করেন তাহা দেখিয়া ভগবানের প্রাণটা অনুভব করিতে চেষ্টা করিও। অমন দয়ালু অমন

প্রেমিক অমন আনন্দময় ভগবানকে কি কষ্ট দিতে আছে? তোমাদের কি সর্ব্বদা সুখে থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করা উচিত নয়? যিনি তোমাদের কল্যাণ তোমাদের সুখ-শান্তি ছাড়া তোমাদের নিকট আর কিছুই চান না—নিজেরা ভাল হইয়া নিজেরা সুখে থাকিয়া তাঁহাকে সুখী করিতেও যদি তোমরা চেষ্টা না কর বলতো তাহা হইলে তোমরা কতটা অকৃতজ্ঞ?……মনটাকে খারাপ করিবার অধিকার আমাদের আছে কি? মনটা কি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই? মনটা কি তাঁর জিনিস নয়? সাধনরাজ্যে প্রবেশের সময়ই যে দেহ মন প্রাণ আত্মা এসব তাঁরই জিনিস এটা জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়া তাঁর চরণে অর্পণ করা হয়—ভক্তের সবই যে ভগবানের। যে ভগবানের, নিজের বলিয়া তাহার যে আর কিছুই থাকে না। "মন্মাহর্প্যতে তচ্চরণেঽয়মাত্মা প্রতীচ্ছ হে স্বস্ব ধনং স্বয়ং ত্বং, কিঞ্চিৎ নিজস্বং নহি বিদ্যতে মে যদ্দীয়তে তচ্চরণে মুকুন্দ" এটা যে ভক্তেরই কথা। আসল কথা এই যে আমাদের যাহা কিছু তার সবই যে তাঁর, আমরাও যে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই। তাঁকে ভুলে গিয়ে তাঁ'হতে নিজকে পৃথক মনে করিয়াই তো আমরা যত দুঃখ-কষ্ট অশান্তি ভোগ করি! গঙ্গার জল যতক্ষণ গঙ্গায় থাকে ততক্ষণ কিছুতেই নাকি তাহা অপবিত্র হইতে পারে না, কিন্তু ঘটী-বাটীতে করিয়া গঙ্গাজল তুলিয়া সে জলকে গঙ্গা হইতে পৃথক করিলেই তখন নাকি তাহা অতি সহজেই

অপবিত্র হইয়া থাকে। আবার সেই ঘটী-বাটীর জল গঙ্গায় ফেলে দিতে পারিলেই, সে জল গঙ্গাজলে মিলিয়া গঙ্গাজলে পরিণত হইয়া পবিত্রতা লাভ করে। আমরাও সেইরূপ যতক্ষণ নিজকে তাঁহার বলিয়া মনে রাখিতে পারি ধ্যান দ্বারা চিন্তা দ্বারা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া থাকিতে পারি ততক্ষণ আমাদের কেহই অপবিত্র করিতে পারে না। যত গোলমাল নিজকে তাঁহা হইতে পৃথক মনে করায় তাঁহা হইতে দূরে থাকায়। আমরা যে তাঁরই একথা বুঝিতে পারিয়া তাঁর জিনিস তাঁকে দিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁর হয়ে যেতে পারিলে আর কোনও বিপদ থাকে না। এজন্য আত্মনিবেদন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে তার সবই যে তাঁহার। তাইতো সাধক নরোত্তম দাস গাহিয়াছেন 'তোমার ধন তোমায় দিয়ে আমি দাসী হয়ে রব'। তিনিই যে আমাদের মা-বাপ ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন। 'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব, ত্বমেব শান্তিশ্চ গতিস্ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব'। ভক্তপ্রবর হনুমান বলিছেন 'মাতা রামচন্দ্রঃ পিতা রামচন্দ্রঃ সখা রামচন্দ্রঃ সখী রামচন্দ্রঃ সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রো দয়ালুঃ, নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে'। আমার যাহা কিছু সব রামচন্দ্র আমি তাঁকে ছাড়া আর কিছুই জানি না জানিতে পারি না জানিতে প্রস্তুতও নহি। বলতো কি সুন্দর কথা! আমাদের শরীর মন প্রাণ

সবই তো তাঁহার। এখন ভাবিয়া দেখতো তাঁর জিনিস কত যত্নে কত আদরে রাখা উচিত—তাঁর জিনিসের কি অপব্যবহার করা যায়? যে শরীরে তিনি বাস করেন, যে শরীর নিয়া তিনি লীলা করেন, যে শরীরের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার স্বরূপ ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করেন, সে শরীর যে ভক্তের অতি আদরের সামগ্রী। কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ জলে পচিবে আগুনে পোড়াইবে ইহা কি রাধারাণী সহ্য করিতে পারেন? সে শরীরের অবমাননা সেই শরীরের অনাদর যে ভক্ত কিছুতেই কল্পনা করিতে পারে না। কৃষ্ণবিরহে রাধারাণী মৃতপ্রায় তবুও সখীদেরে নিজ দেহের যত্ন করিতে বলিতেছেন—দেহকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিতে বলিতেছেন—যেখানে যেভাবের সাজ কৃষ্ণ ভালবাসেন সেখানটা সে ভাবে সাজাইতে বলিতেছেন—অঞ্চল দিয়া ক্রমাগত চোক মুছিতেছেন পরম বিরহাবস্থার মধ্যেও মনকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কারণ কৃষ্ণ কখন আসিবেন তাহার ঠিক নাই—কৃষ্ণ আসিয়া রাধার কষ্ট দেখিবেন ইহা শ্রীরাধা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। পরম বিরহাবস্থায়ও যে তাঁহার দুঃখ করিবার অধিকার নাই—কঠোর সাধনা করিবার ক্ষমতা নাই—রাধার দুঃখ দেখিলেই যে 'কান্দিয়া আকুল হবে কালাচাঁদ আমি তারে জানি বেশ'। যখন বিরহে মৃতপ্রায় তখনও সখীদেরে বলিতেছেন 'সময় বুঝিয়া কেবা করিবে চরণ সেবা কে পূজিবে অগুরু চন্দনে' সুখী তোদের

পায়ে পড়ি তোরা কোনও মতে এ শরীরকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা কর্।' কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যই যে গোপীভাববর্য্য, কৃষ্ণ-ইচ্ছার পূরণ ভগবৎইচ্ছার স্ফুরণ সচ্চিদানন্দের বিকাশের চেষ্টা ছাড়া গোপীর আর কোন কাজ থাকে না। ওদিকে কৃষ্ণও যে 'হামে না পেখিয়ে রাই কৈসে জীয়ব ইথে লাগি বিদরে পরাণ' কর্ত্তব্যের অনুরোধে শ্রীরাধার কাছে যেতে পারিতেছেন না—শ্রীরাধাকে দর্শন দিতে পারিতেছেন না শ্রীরাধার বিরহ-দুঃখ দূর করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ভক্তের দুঃখ দূর করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভক্ত ও ভগবানের এ সম্বন্ধটা এ ভাবলহরীগুলি আস্বাদ করিবার জন্য মহাপ্রভু চৈতন্যদেব......অধিকাংশ সময় সমাধি-সুখে মগ্ন থাকিতেন। তোমাদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্য ভগবান কত ব্যস্ত তোমাদের দুঃখে তিনি কত কাতর কত ব্যাকুল তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। প্রকৃত ভক্ত শরীরের যত্ন করেন আনন্দে থাকিতে চেষ্টা করেন—তাঁর ভগবানকে সুখী করিবার জন্য তিনি যে কখনও নিজে কষ্ট করিয়া তাঁর প্রাণের দেবতাকে কষ্ট দিতে পারেন না কাঁদাইতে সাহস করেন না। যাঁহারা সাধক ভক্ত তাঁহারা বুঝিতে পারেন ভগবানের দেশে যাওয়া ভগবানকে পাওয়া মানুষ যত সহজ মনে করে তত সহজ নয়। মনে ময়লা থাকিতে চিত্তে চাঞ্চল্য থাকিতে তাঁহাকে দেখিলেও যে চিনিতে পারা যায় না, পাইলেও যে ধরিতে পারা যায় না।

আমাদের বহু জন্মের সমস্ত ময়লা দূর করিয়া আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া আমাদেরে তাঁহার সেই আনন্দধামে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে বাসের অধিকার দান করিবার জন্যই তো তিনি আমাদের নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধার মধ্য দিয়া নিয়া যান। আগুনে না পোড়াইলে কি সোনার ময়লা দূর হয় না সোনা তাঁর ব্যবহারের উপযুক্ত হয়? আমাদের সব কর্ম্ম-ফল সব দেনা শোধ না হলে যে তাঁর কাছে যাইবার ও থাকিবার যো নাই। অবিশ্বাসী যে কর্ম্ম এক শত বৎসরে শেষ করে বিশ্বাসী ভক্তের যে তাহা দশ বৎসরে শেষ না করিলে চলে না। তাহার যে আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তাই তো সব সাধকেরা ভগবানের কাছে সুখ-শান্তি না চাহিয়া তাঁহার দেওয়া দুঃখ-কষ্টকে সাদরে বরণ করেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য তাঁকে পাবার জন্য বলতো কি না সহ্য করা যায়? তাঁর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত অসুবিধার মধ্য দিয়া আনন্দের সহিত তাঁর দিকে চলিতে থাক। রোজ যেন বুঝিতে পার যে তাঁর দিকে অগ্রসর হইতেছ। শরীর দিয়া তাঁর সংসারের সেবা করিতে থাক, মনটা যেন সর্ব্বদা তাঁর রূপের গুণের ধ্যানে বিভোর থাকে। তাঁর সংস্কার ছাড়া অন্য কোনও সংস্কার যেন তোমাদের চিত্তে স্থান না পায়। চিত্ত যেন শুধু তাঁরই সংস্কারে রঞ্জিত হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়া তাঁর সহিত এক লোকে বাস করিয়া তাঁহার সঙ্গসুখ আস্বাদের অধিকার লাভ করে। মনে রাখিবে

আমরা তাঁর দেশের লোক, রাস্তা ভুলে তাঁর কথা ভুলে এই সংসারবিদেশে বিদেশীর বেশে অকারণে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমাদের এই অকারণ দুঃখ ভোগ যে তাঁহার প্রাণেও কতরূপে কত ভাবে ব্যথা সৃষ্টি করিতেছে। একটু তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর তাঁহার প্রাণটা দেখিতে চেষ্টা কর—তখন আর যে কষ্ট করিবার অশান্তিতে থাকিবার অধিকার থাকিবে না।

ভগবানের কাছ হইতে দূরে থাকিবে এ ক্ষমতা জীবের নাই। তাঁহার এক নাম কৃষ্ণ, তিনি সব জীবকে আস্তে আস্তে তাঁর কাছে টানিয়া লন; তাঁর আর এক নাম শিব, তিনি তাঁর প্রিয় জীবের মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা ব্যস্ত কুপথগামীদেরে আস্তে আস্তে সুপথে নিয়া আসা যে তাঁরই কাজ; তার পরে তিনি যে রাম, জীবের সঙ্গে রমণ করা জীবকে তাঁহার আনন্দসাগরে প্রেম-সাগরে ডুবাইয়া রাখা যে তাঁহারই কাজ। তাঁহার নিজের স্বরূপ শক্তি তাঁহা হইতে দূরে থাকিবে ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? জীবকে আনন্দ দেওয়াই যে আনন্দময়ের কাজ। তিনি সৎস্বরূপ তাই আমাদের চিত্ত যখন অসতের দিকে ছুটিয়া যায় অসৎ নিয়া ভুলিয়া থাকে, ভগবদ্বিধানের অবমাননা করে ভগবানের অনন্ত স্বাস্থ্য ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যকে নিজের নিজের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে বাধা দেয় অর্থাৎ শরীরকে শারীরিক নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করিয়া

ব্যাধিগ্রস্ত করে, মনকে অপবিত্র ও অশান্ত করে চিত্তকে চঞ্চল করিয়া শিবকে বানরভাবে দেখে কল্পনা করে তখনই বুঝিতে হইবে যে সে সৎস্বরূপ ভগবান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ভগবান চিৎ-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ তাই জীব যখন বিচারে ভুল করে নিজে কুপথে চলে অন্যকে কুপথে চালায় তখনই বুঝিতে হইবে সে চিৎস্বরূপ ভগবানকে হারাইতে বসিয়াছে। ভগবান আনন্দস্বরূপ তাই জীব যখন নিজে নিরানন্দে বাস করে—অন্যের দুঃখ-কষ্টের কারণ হয় তখনই বুঝিতে হইবে সে তাহার আনন্দময় ভগবানকে ভুলিতে বসিয়াছে। আনন্দময়কে পূজা করিতে হয় নিজে আনন্দে থাকিয়া আনন্দ দিয়া সকলকে আনন্দে রাখিয়া। 'বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি'— বিশ্বাসই সকল ধর্ম্মের মূল। তাঁহার উপর বিশ্বাসটা যাহাতে ঠিক থাকে তাহার চেষ্টা কর। তিনি আছেন তিনি পরম আপনা জন তিনি আমাদের কল্যাণসাধনে ব্যস্ত, এটা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে চেষ্টা কর দেখিবে প্রাণটা মনটা আপনা হইতে আস্তে আস্তে গিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িবে— নির্ভরটা সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া যাইবে, তাঁহাকে জানিবার জন্য বুঝিবার জন্য পাইবার জন্য পিপাসাটা আপনা হইতেই তীব্রতা লাভ করিতে আরম্ভ করিবে। 'লৌল্যমপি তন্মূল্যং কেনচিৎ সুকৃতেনাপি লভ্যতে'। জোর করিয়া প্রেম আনা যায় না আসিলেও সে প্রেম স্বাভাবিক হয় না—ভক্ত

তাঁহার রূপে গুণে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আপনা হইতেই আকৃষ্ট হইয়া পড়েন—তখন তাঁর জন্য লোভই হয় তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। পতঙ্গের যেমন আগুনে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে চলে না, না পড়িয়া থাকিতে পারে না, ভক্তও তেমনি ভগবৎ-প্রেমসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম নির্ব্বাণ পরম শান্তিলাভ করেন।

কাশ্মীর—১৯২৭
